A Multi-disciplinary Peer Reviewed Academic Journal of Teachers' Council, Basirhat College

CHARCHAPROKASH

চর্চাপ্রকাশ

ISSN-2249-331X

Volume - 8 • December 2021-June 2022

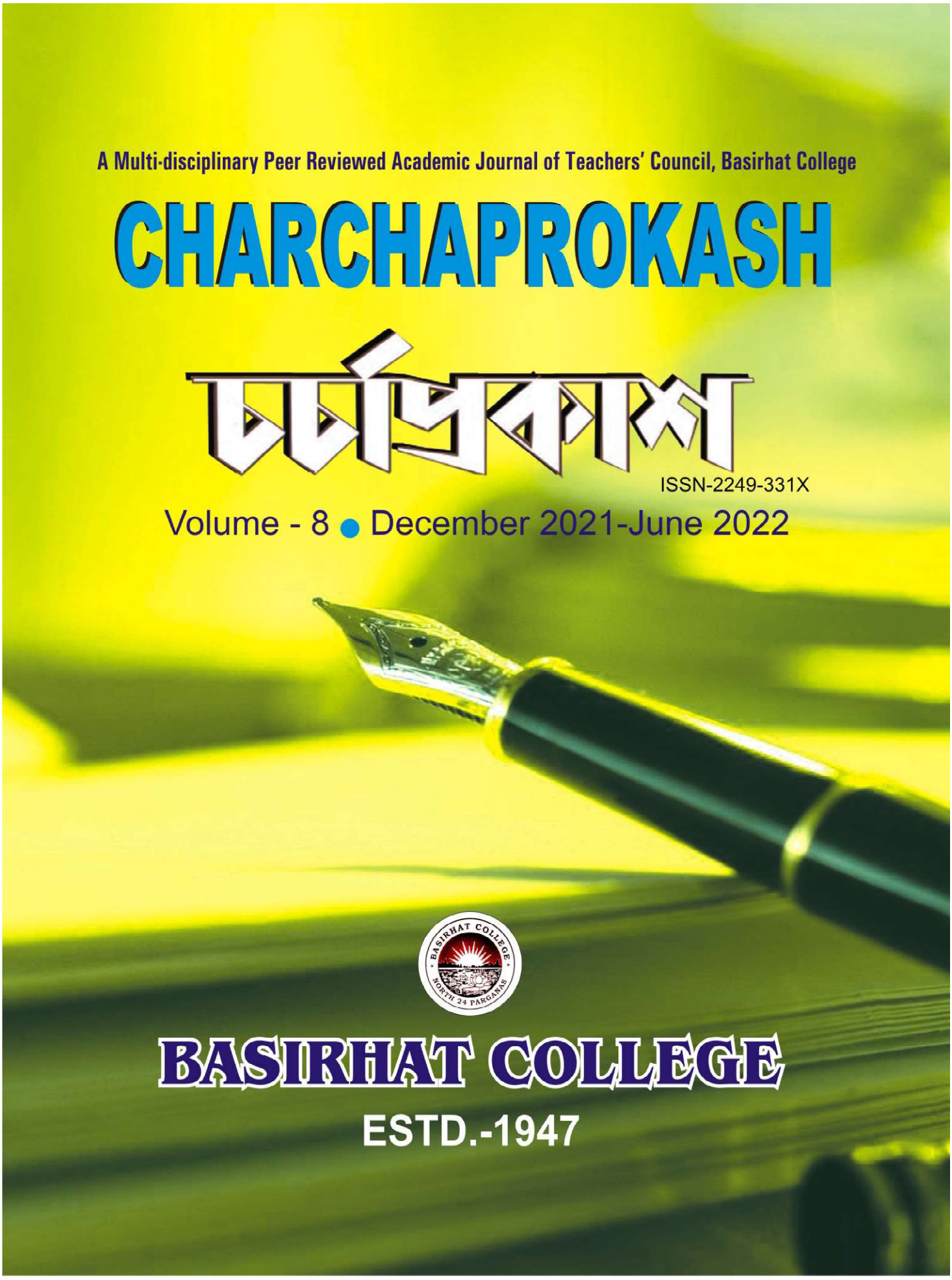

BASIRHAT COLLEGE

ESTD.-1947

A Multi-disciplinary Academic Journal of Teachers' Council, Basirhat College
ISSN - 2249-331X

চর্চাপ্রকাশ

Volume 8 December, 2021- June, 2022

এই সংখ্যার বিষয়নাম

- আমাদের দুর্বলতা নিয়তি-নির্দিষ্ট নয় — অদীপ ঘোষ — ৭
- সক্রেটিসের সাগরপারের শিষ্য — গৌতম মুখোপাধ্যায় — ১১
- The 1959 Food Movement and the Government's Reaction — Dr. Nilendu Sengupta — ১৬
- নাম পত্র শিরোনামঃ কৃষিভিত্তিক উৎসব ও তার পর্যালোচনা — শুভনীল জোয়ারদার — ২০
- একটি মৃত্যুপথ যাত্রী নদীর কথা — ড. মাধব মন্ডল — ২৭
- Domestic Violence : A Rising Issue — Dr. Aisharya De — ৩৪
- The Conference of the Parties (COP)-26 at Glasgo : India's Position — Dr. Sanjit Pal — ৪৫
- Migrant Labour : Discriminatory Attitude Over Economic Crisis During First Wave Of Pandemic In India — Triparna Sett — ৫৩
- The Drawbacks And Positive Sides Of E-learning In Education System Of India — Dr. Arpita Chatterjee — ৬১
- You Are A Dead Star — Paramita Mallick — ৬৭

Chief Editor :

Dr. Ashoke Kumar Mondal
Principal, Basirhat College

Editorial Board :

Dr. Adip Kumar Ghosh
Prof. Dinabandhu Barat
Dr. Nilendu Sengupta
Dr. Swastik Karmakar
Dr. Soma Pal Chaki
Dr. Monojit Sarkar
Prof. Chinmoy Ghosh
Prof. Sanjukta Bala
Dr. Mahuya Chakrabarti
Dr. Aditi Matilal
Dr. Sudip Mondal

Advisory Board:

Dr. Chandrava Chakravarty, Dept. of English, WBSU
Dr. Debasree Banerjee, Dept. of Education, Kalyani University
Dr. Kalyanasis Sahu, Dept. of Chemistry, IIT (Guwahati)
Dr. Lakshminarayan Satpati, Dept. of Geography, Calcutta University
Prof. Manabendra Nath Saha, Dept. of Bengali, Viswa Bharati University
Dr. Nandini Saha, Dept. of English, Jadavpur University
Dr. Nantu Sarkar, Dept. of Mathematics, University of Calcutta
Dr. Probal Roy Choudhury, Dept. of English, Sister Nivedita University
Prof. Ramen Sor, Dept. of Bengali, Burdwan University
Dr. Sabita Samanta, Dept. of Philosophy, West Bengal State University
Prof. Sanjoy Mukhopadhyay, Dept. of Film Studies, Jadavpur University
Prof. Soma Bhadra Ray, Dept. of Bengali, West Bengal State University

Publisher : Dr. Ashoke Kumar Mondal

Place of Publication : Basirhat College, Basirhat, North 24 Parganas, PIN- 743412

Cover Designed By : Dr. Monojit Sarkar

Printed By : Third Eye, Madhyamgram, (Subrata Samaddar-9339115610)

Date of Publication : 1st July, 2022

Price: 100/-

Statement of ownership and other particulars of the journal titled CHARCHAPROKASH
(A multilingual and multi disciplinary Peer reviewed journal)

1.	Place of Publication	:	Basirhat
2.	Periodicity of Publication	:	Biannual
3.	Publisher's Name Principal, Basirhat College Basirhat, 24 PGS, North	:	Dr. Ashoke Kumar Mondal
	Whether a citizen of India	:	Yes
4.	Printer's Name	:	Subrata Samaddar
	Whether a citizen of India	:	Yes
5.	Chief Editor's Name	:	Dr. Ashoke Kumar Mondal
	Whether a citizen of India	:	Yes
6.	Printed at	:	Third Eye
	Address	:	Madhyamgram, Kolkata-700129 Contact No.: 9339115610
7.	Name of the owner of the journal	:	Secretary, Teachers' Council, Basirhat College
	Address	:	Basirhat College, North 24 Parganas, West Bengal, 743412

I, Dr. Ashoke Kumar Mondal, hereby declare that the particulars mentioned above are true to the best of my knowledge.

Sd/-
Dr. Ashoke Kumar Mondal
Principal, Basirhat College

স • ম্পা • দ • কী • য়

এক সময় 'চর্চা' বসিরহাট কলেজের শিক্ষক সংসদের গর্বের বিষয় ছিল। পরে অনিবার্য কারণে এটিই 'চর্চাপ্রকাশ' নামে প্রকাশিত হতে থাকে; কিন্তু নানা সূত্রে এর প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। এই অনিয়মিত প্রকাশকে নিয়মিত করতে শিক্ষক সংসদের সভাপতি ও কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে পত্রিকাটির দুটি সংখ্যা প্রকাশ করেন।

সম্প্রতি সেই উদ্যোগ আরও সংগঠিত ও সংহতভাবে গড়ে ওঠায় 'চর্চাপ্রকাশ'-এর নিয়মিত আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই পত্রিকা পি.আর. রিভিউ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে এবং বর্ধিত হয়েছে এর লেখক-পরিসরও। অদূর ভবিষ্যতে 'চর্চাপ্রকাশ' বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দিষ্ট বিশেষ মান সম্বলিত পত্রিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে —এই আশাও করা যেতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় অনেক অসম্ভব কাজও সম্ভবপর হতে পারে।

সুষ্ঠুভাবে পত্রিকার কাজ চালানোর জন্য একটি সমিতি গঠন করা হলেও সামগ্রিকভাবে এই পত্রিকার পুষ্ঠি-সাধন ও দীর্ঘায়ু করে তোলার দায়িত্ব ও কৃতিত্ব শিক্ষক সংসদের প্রত্যেক সদস্যেরই।

ড. অদীপ কুমার ঘোষ
সদস্য, পাবলিকেশন সাব-কমিটি
বসিরহাট কলেজ

আমাদের দুর্বলতা নিয়তি-নির্দিষ্ট নয়

অদীপ কুমার ঘোষ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বসিরহাট কলেজ
ই-মেল ঃ adip.ghosh@basirhatcollege.org

একই সঙ্গে ভিতর ও বাইরে, দূর ও নিকটকে সমন্বিত করে দেখার ও দেখানোর ক্ষমতা যাঁদের থাকে তাঁরাই দ্রষ্টা, মনীষী; মহাকাব্য বাদে সাহিত্যের সব সংরূপেরই নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি, এই মনীষা বিশিষ্ট ও অনায়াস ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। বৃহত্তর অর্থে তাঁর স্বদেশ ও সমাজভাবনাও এই মনীষা-লালিত। মুক্ত দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেখলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কেও তিনি এক মহত্তর ও গভীরতর ভাবনারই আশ্রয়ে চিরায়ত ও বিশ্বজনীন সত্যেরই বার্তা দিতে চেয়েছেন; সুদীর্ঘ পথযাত্রার অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, দীর্ঘ-পরাধীনস্থ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনচেতনার সীমাবদ্ধতা। দীর্ঘকালের অবরুদ্ধ জীবনচর্য এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবার স্বপ্নটাকেও যখন সমূলে বিলুপ্ত করে তখনই তার নিত্য সংকট চূড়ান্ত আকার নেয়; তার মস্তিষ্ক, দৃষ্টি ,এমনকি তার অজৈবিক ক্রিয়াকর্মও নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রিক বা সনাতনী সামাজিক কিংবা সবলতর ব্যক্তির দ্বারা, যেখানে তার একান্ত নিজস্ব সত্তার বিপন্নকর অনুপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সঠিকভাবেই এই অনুপস্থিতির আপাত কারণ হিসেবে অতি সহিষ্ণুতাকেই দায়ী করেছেন। এখানে তিনি যেন অক্ষয় দত্তেরই উত্তরসূরী।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধটি শুরু করেছেন একটি নিতান্ত আঞ্চলিক সমস্যা (localised problem) দিয়ে;একই শহরে অবস্থিত হয়েও চিৎপুর ও চৌরঙ্গির আঞ্চলিক উন্নয়নের বৈষম্য ও তার কারণ ব্যাখ্যাই যেন এই রচনার প্রতিপাদ্য; কিন্তু এই বিষয়টিকে সামনে রেখে ক্রমশ তিনি যে পথে এগিয়ে গেলেন তা গোটা ভারতবর্ষেরই সমস্যা এবং তা বৃহত্তর অর্থে অবশ্যই রাজনৈতিক; তখন চিৎপুর আর চিৎপুরেই আটকে থাকেনি,তা একটি পরাধীন জাতির প্রতীক হয়ে উঠেছে, যে জাতি তার নিজের ভেতরকার শক্তিকে অনুভব করতে পারে না, অনুভবের উদ্যোগটাও হারিয়ে বসেছে। নীরবে অসহনীয়কে সহ্য করবার এই প্রবণতা যেন এক অনতিক্রম্য সংস্কারে পরিণত হয়েছে।এর ফলে এই সব মানুষেরা যন্ত্রণাময় স্থিতাবস্থাই চায়; পরিবর্তনে তার ভরসা নেই; পরন্তু ভেতর ভেতর তারা এতটাই দুর্বল যে, তারা কোনও রকম পরিবর্তনে আরও বেশি খারাপের আশঙ্কা করে। অগত্যা জলাশয়ে আবদ্ধ জীবনকেই অনিবার্য নিয়তি হিসেবে মেনে নেয়। রবীন্দ্রনাথ শাণিত ভাষায় আমাদের এই আজন্ম শৃঙ্খলিত চরিত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বললেন,—

"আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর জন্ম মাত্রই বুদ্ধিটা হইতে শুরু করিয়া চলাফেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে,গণ্ডিকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতি চশমা পরিলেও না",--অর্থাৎ এই কর্তৃত্বের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বৃহতের যোগ,যার অনিবার্য ফসল আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং শক্তিবৃদ্ধি। এখানে সুকৌশলে যেভাবে তিনি আপাত সরল পরিবর্তনের কথা বলে বিপ্লবের তথা মহান পরিবর্তনের পটভূমি রচনার ইঙ্গিত রাখলেন তা এককথায় সব অর্থেই অনবদ্য।

অনিবার্যভাবেই এরপর 'অধিকার'প্রসঙ্গটি এসেছে। এর ব্যাখ্যাতেও তিনি যথারীতি অন্তর্ভেদী, তাই বললেন—-"মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার"। এই অধিকারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এখানে এক সামাজিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতার ইশারাও পাই ; এমনকি

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসেরও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সেখানে তীক্ষ্ণধী লেখক অনুপস্থিত রাখেননি। এজাতীয় লেখাগুলিতে যে ধরণের প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, তা রীতিমত বৈপ্লবিক ও আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখাতে চাইলেন,কর্তৃত্বের অধিকারই আসলে মনুষ্যত্বের অধিকার, এর মধ্য দিয়েই বৃহৎ জগতের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র গড়ে ওঠে; অথচ সনাতনী ভাবনায় আটকে থাকা দেশের মানুষকে নানাভাবে এই কর্তৃত্বের অধিকার থেকে ধর্ম ও সমাজ বঞ্চিত করে চলেছে ; জীবনের শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিয়ে তাদের অযোগ্যতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। যুগে যুগে নানা রূপে নানা পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষকে বদ্ধ কূপে আটকে রাখার সুকৌশল সক্রিয়। কখনও ধর্ম,কখনও রাজা বা জমিদার ,কখনও বা রাজনীতি নিজেদের স্বার্থে মানুষকে বৃহত্তর মঞ্চে প্রবেশাধিকার দেয়নি। তাদের নানা শাসন ও অনুশাসনে বেঁধে রেখে বারবার বোঝানো হয়েছে তারা নিতান্তই অপরিণতবুদ্ধি ;অধিকার লাভের যোগ্যই নয়, পরন্তু নিতান্তই করুণার পাত্র। এর সঙ্গে মহাউদ্যোগে অন্ধ সংস্কারও আমাদের সমাজের অগ্রসরণের প্রতিবন্ধকের ভূমিকা পালন করেছে, এই সত্য উচ্চারণ করতেও তিনি ভোলেননি বা দ্বিধাগ্রস্ত হননি।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, আত্মকর্তৃত্ব মানুষের ভেতর যে তীব্র সচলতা আনে, তারই জোরে সে এগোতে পারে; এই অভিযানের সূচনাপর্বে ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে,কিন্তু ভুলের মধ্যেই "ঠিক"-এর বীজ নিহিত থাকে; অথচ এই ভুলের দোহাই দিয়ে ঐসব নিয়ন্তা শক্তি মানুষকে স্বনির্ভর হতে দেয় না, ফলে সামগ্রিক বিচারে দেশ ও ব্যক্তির সত্যিকারের উন্নতি হয় না। ইংরেজদের শাসনপর্বেও এই একই অবস্থা।

এখান থেকে প্রবন্ধটিতে একটি নতুন মাত্রা খুব সূক্ষ্ম ভাবে যুক্ত হয়েছে। ইংরেজদের পদানত দেশের আন্তর্জাতিকবোধের কবি,স্বাধীনচেতা মানুষ রবীন্দ্রনাথ এদেশের শাসক ইংরেজদের সঙ্গে নীতিজ্ঞানসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক ইউরোপীয় সভ্যতার পার্থক্য চিহ্নিত করে প্রকৃতপক্ষে শাসকদের সমালোচনাই করেছেন ,--

"আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনো একটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্মকেই ভুলিয়া যায়--যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায় রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেস্টিজ রক্ষাকে তার চেয়ে বড়ো মনে করে--এবং বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আণ্ডামানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়"।

এই সমালোচনায় দুটি বার্তা খুব পরিষ্কার; প্রথমত, পাশ্চাত্যের স্বধর্ম বলতে গতিশীল সভ্যতার মুক্ত মানসিকতা ও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদের সাহায্যে মানবকল্যাণের ধর্মকেই বোঝানো হয়েছে; দ্বিতীয়ত, এই ধর্ম থেকে ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসক ইংরেজদের চরম বিচ্যুতি ; এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও সুকৌশলে প্রাবন্ধিক এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের জানান; বিষয়টি হল, সেসময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা শাসক ইংরেজদের বিপন্ন করে তুলেছিল বলেই তাদের শাসনে দমন-পীড়ন নীতিই মুখ্য কর্তব্য হয়ে উঠেছিল।বলা বাহুল্য, শাসকের এই বিপন্নতা যে তাদের অস্তিত্বেরই সংকট থেকে জন্ম নেয় তা চিরকালেরই ঐতিহাসিক সত্য। প্রসঙ্গত, একসময়ের ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের অন্যায় প্রকাশের দৃষ্টান্ত এনে প্রাবন্ধিক এই প্রবণতাকে অন্ধ শক্তিরই প্রকাশ বলে মনে করেছেন। অবশ্য দেশের এই অবস্থা যে ইংরেজরাই আমদানি করেছে, তা নয়; যুগ যুগ ধরে ভারতে রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বের অধিকার থেকে দেশের বৃহত্তর অংশ বঞ্চিতই থেকে গেছে; একথা না মেনে উপায় নেই যে দোষটা শুধু একপক্ষের নয়। বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীরব থাকা ও কর্তৃত্বের ভার না নেওয়ার প্রবণতাও মানুষকে সর্বত্রই পিছিয়ে দেয়; রবীন্দ্রনাথ জাতির এই দুর্বলতার কথা অন্যত্রও বলেছেন। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হাতের উপযোগিতা বোঝা সম্ভব নয়। যে জাতি এই সত্য অনুভব করে, তারাই বৃহত্তর মুক্তি ও প্রকৃত উন্নয়নের পথের পথিক হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যেহেতু ব্যক্তিগত, অঞ্চলগত সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, সেহেতু

এই কাজের দায়ভারের সঙ্গে আত্মিকভাবে যুক্ত হতে পারলে শুধু অধিকার অর্জনই নয়, মানুষের মনের আয়তনও প্রসারিত হয় — এই সত্যকে অস্বীকারের উপায় নেই; অথচ আমরা সবকাজেই মাথার উপর একটা ছাতার অস্তিত্ব প্রার্থনা করি। এর ফলে আমাদের স্বতোস্ফূর্ত ভাবে কোনো কাজের উদ্যোগ নেই, কর্তার ইচ্ছার ওপরই আমাদের যাবতীয় সক্রীয়তা। অনন্য মেধাশক্তি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে আমাদের পিছনে পড়ে থাকার দ্বিমুখী কারণ উপলব্ধি করেছেন।

এরপর প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ আলোচনার পরিধি আরও প্রসারিত করে স্বদেশীয় দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁর মতামতের সত্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধুকে ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির কারণ হিসাবে মূলত তাঁর সচলতাকেই চিহ্নিত করেছেন। ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির কারণ হিসেবে মূলত তার সচলতাকেই চিহ্নিত করেছেন। ইংল্যান্ডে ও স্পেনের সার্বিক অগ্রসরের পার্থক্যের কারণ এখানে যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তা তাঁর আন্তর্জাতিক সচেতনতা, গভীর ইতিহাস জ্ঞানেরই ফসল। তিনি দেখলেন, অন্যান্য দেশের মতো ইংল্যান্ডেও ''ধর্মতন্ত্র''-এর অবিসংবাদিত শাসন প্রচলিত ছিল; কিন্তু নিত্য সচলতার জন্যই সেই অবস্থা অতিক্রম করে সে আত্মকর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, যার ফলে সে আজ এত উন্নত ও সমৃদ্ধ; পক্ষান্তরে স্পেন প্রগতির পথে চলার সূচনাপর্বে উল্লেখযোগ্যতা দেখালেও স্বল্পদিনেই সেই গতি হারিয়ে ফেলল, শুধুমাত্র অচলতাকে আশ্রয়ের জন্য; ''ধর্মতন্ত্র''কে তার জীবনচর্যায় সে গৌণ করে তুলতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই অনিবার্যভাবে স্পেনের এই পশ্চাদপসারণ। ইংল্যান্ড থেকেও ''ধর্মতন্ত্র'' যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে, এমনটি নয়; কিন্তু তার অতীতের একচ্ছত্র আধিপত্য এখন প্রায় নেই বললেই হয়, অন্তত তা আর সমাজ-নিয়ন্তার ভূমিকায় অবস্থান করে না। ইংল্যান্ড কর্মক্ষেত্রে যেখানে নৈপুণ্যকে প্রাধান্য দিয়েছে। স্পেন সেখানে কৌলীন্যের পক্ষপাতী থেকে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের পার্থক্য কথাকোবিদের ভাষায় যে ব্যাখ্যা দিলেন তা প্রকৃতপক্ষে যেন ভারতাত্মারই উচ্চারণ। তাঁর মতে, ধর্মের মূল লক্ষ্য হল মানবকল্যাণ; এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রধান উপায় শ্রদ্ধাশীলতা আর এই শক্তিতেই মানুষ বৃহত্তর জগতের মুক্তির খোঁজ পায়; অথচ ধর্মতন্ত্র এই তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়, তা বৈষম্যবোধকেই উৎসাহিত করে। যা সারাক্ষণই আচার-বিচারের ক্ষুদ্র গণ্ডিতেই তাকে আবদ্ধ রাখতে চায়, তাতেই তার মুক্তিলাভ সম্ভব বলে মনে করে। এই ধর্মতন্ত্রের প্রভাব ও স্বীকরণ যে সমাজে যত বেশি, সে সমাজের উন্নতিরও শম্বুক গতি। কবি-প্রাবন্ধিকের কাছে ''ধর্ম'' ও ''ধর্মতন্ত্র'' যথাক্রমে ''আগুন'' ও ''ছাই'', অর্থাৎ ছাইয়ের ভেতর যেমন আগুন থাকে না তেমনি ''ধর্মতন্ত্র''-এর ভেতরে ''ধর্ম''-এর করুণ অনুপস্থিতি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছেন তিনি। ফলত সেখানে মানবকল্যাণের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সারাজীবন যে মানবধর্মে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করে গেছেন তা এখানেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে তাঁর মতে এই মানবধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যে ত্যাগের বীরত্ব ও নিষ্ঠার দরকার তা ভারতবর্ষের পূর্ণমাত্রাতেই ছিল, কিন্তু তা অপাত্রে দান করবার ফলে বিপরীত ফল ফলেছে। যে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে এ দেশের মানুষ ''ধর্মতন্ত্র'' রক্ষা করতে ব্যস্ত তা আদৌ ধর্মসঙ্গত নয়,পক্ষান্তরে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধর্মই;কারণ ক্ষুদ্র জাত-পাত, সম্প্রদায় কিংবা অর্থনৈতিক তারতম্যের জন্য মানুষকে অপমান করে কোনো পুণ্যই অর্জন করা সম্ভব নয়। ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এদেশের মানুষের অবস্থান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। নিবিড় নিষ্ঠায় সৌন্দর্য-সাধক, সমাজ-সচেতন লেখক এক বিশিষ্ট শোভা প্রত্যক্ষ করেছেন; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলেছেন যে, মঙ্গলজনক কাজেই নিষ্ঠার শোভা, অন্যথায় তা নিতান্তই শ্রম ও মেধার অপচয়। এ প্রসঙ্গে তিনি পৌরাণিক চরিত্র একলব্যর গুরুদক্ষিণা দানের অসারতার দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যকে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরুদক্ষিণা হিসেবে অর্পণে একলব্যের নিষ্ঠাকে তিনি সঙ্গত কারণেই মেনে নিতে পারেননি ;এই নিষ্ঠায় কোনো বৃহৎ মঙ্গল ছিল না;পরন্তু তা ছিল এক কূট ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। ধর্মতন্ত্রের প্রতি এজাতীয় নিষ্ঠা তাই দেশের বা দশের পক্ষে নিষ্ফলই শুধু নয়,তা

অমঙ্গলজনক।

স্বদেশের দুর্বলতার দিকগুলি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ খুব পরিকল্পিতভাবেই বিষয়ান্তরে গিয়ে এবার দেশের শাসককুলের শাসনপদ্ধতির দিকে সমালোচনার আঙুল তুলেছেন। এখানেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও রাজনীতিবোধের পরিচয় খুব উজ্জ্বল। ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রতন্ত্রের মূলনীতির প্রশংসা করে তিনি এদেশের শাসক ইংরেজদের রাষ্ট্রনীতির কঠিন সমালোচনা করেছেন। ইংল্যান্ড যেখানে রাষ্ট্রিক দিক থেকে প্রজাদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির ঘোর বিরোধী, সেখানে এদেশের শাসক ইংরেজদের ভারতীয় প্রজাদের সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে, বিশেষত জ্ঞানার্জনের আঙিনায় বৈষম্যমূলক দৃষ্টি ও আচরণকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের এই দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে মানবতাবাদী লেখক মনুষ্যত্বের অপমান লক্ষ করেছেন। তীব্র ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত আক্রমণ করে বলেছেন,পারমার্থিক দিক থেকে নীতির কথা স্বীকার করলেও এই ইংরেজরা ব্যবহারিক দিকে এই নীতিনিষ্ঠার গুরুত্ব স্বীকার করেন না; হয়তো এই অস্বীকারের গভীরে শাসকের বিশেষ আতঙ্কই সক্রিয় — এমন ইঙ্গিতও এখানে মেলে; কিন্তু মুশকিল হল, ইংরেজদের এই নীতিভ্রষ্টতা তেমন প্রকটভাবে সর্বসমক্ষে প্রচারিত হয়নি। যার ফলে আন্তর্জাতিকভাবে তা প্রতিষ্ঠা পায়নি। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার ফিরে এসেছেন ভারতীয়দের আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতনতার অভাবে প্রতিবাদহীনতার প্রসঙ্গে। অবিচার-অত্যাচারের সত্যতা তখনই প্রতিষ্ঠা পায় যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তীব্র আকার নেয়। এই ব্যাপারটা স্বদেশীয়দের মধ্যে গড়ে ওঠেনি, মূলত সুদীর্ঘ কালের কর্তাভজা মানসিকতার জন্য,যার জন্য দায়ী ধর্মতন্ত্রের প্রতি আমাদের অতিরিক্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্যের প্রবণতা। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই সব কথাবার্তার মধ্যে যে অতি সূক্ষ্মভাবে রীতিমতো শাসক-বিরোধী আন্দোলনের তথা বিপ্লবের উদ্দীপ্ত আহ্বান আছে, তা সম্ভবত শাসকদেরও বোধগম্য হয়নি, অন্যথায় কবির এজাতীয় অনেক প্রবন্ধই নিষিদ্ধ হতে পারত। আসলে মনে হয় এমন দার্শনিক মোড়কে রবীন্দ্রনাথ এসব বৈপ্লবিক বাণী উচ্চারণ করেছেন, সৌভাগ্যবশত তৎকালীন শাসককুল নিজেদের সীমাবদ্ধতার কারণে এসব রক্তচক্ষুতে দেখতে পায়নি; এর উল্টোদিকটাও স্বীকার করতে হবে, সেটা অবশ্য দুর্ভাগ্যের ;অধিকাংশ স্বদেশীয়রাও ঐ একই কারণে তাঁর এই গূঢ়, ব্যঞ্জনাময় আহ্বান আত্মস্থ করতে পারেনি।

এই মহতী বিপ্লবের ইঙ্গিতময় আহ্বানই শুধু নয়,তার ক্ষেত্র রচনার সূত্রটিও তিনি এরপর ঐ একই ভঙ্গিতে বলে দিয়েছেন; সূত্রটি হল,ধর্ম,অঞ্চল,ভাষা নির্বিশেষে ভারতবাসীর পারস্পরিক সার্বিক যোগসূত্র গড়ে তোলা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রচনা করা। বলা বাহুল্য, এর মধ্য দিয়ে আমাদের শক্তি যে বৃহৎ সংহত রূপ পরিগ্রহ করবে, সেটিই শাসকের অত্যাচারকে,মানবতার নিত্য অপমানের যথাযথ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে — এই বিশ্বাসের উৎসমূলে সমাজবাদী চেতনার অস্তিত্ব অনুভব করা বোধ হয় কষ্টকল্পনা নয়।

এই পর্বে এসে আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ বাংলার যুবশক্তির ওপর ভরসা রেখেছেন। বিশ্বজগৎ থেকে জ্ঞানশক্তি আহরণ করে অদূর ভবিষ্যতে যুবকেরাই দেশের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে বৃহৎ মুক্তির পথ রচনা করবে বলে বিশ্বাস করেছেন। যদিও একেবারে প্রান্তিক পর্বে তাঁর ঔপনিষদিক চেতনায় সেই বিশ্বাস অর্পণ করে "আত্মানং বিদ্ধি"র মন্ত্রই উচ্চারণ করেছেন। গভীর প্রত্যয়ে বলেছেন, যাবতীয় তামসিক অশুচিতার প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন আদর্শের অনুসারী হয়ে সর্বজনীন মানবতাকেই জয়ী করবে।

অন্যান্য প্রবন্ধের মতই এই প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সহজ গদ্যে নানা দৃষ্টান্ত এনে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন; এ কারণে একই প্রসঙ্গ ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনায় এসেছে। তবে এই রচনাটি একই সঙ্গে বাস্তববাদী সামাজিক মানবিক ঔপনিষদিক স্বদেশপ্রেমিক এবং রাজনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথের এক সমন্বিত পরিচয় বহন করেছে।

সক্রেটিসের সাগরপারের শিষ্য

গৌতম মুখোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক,দর্শন বিভাগ,বসিরহাট কলেজ
ই-মেল : goutam.mukhopadhyay@basirhatcollege.org

নির্যাস : *সক্রেটিসের শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম সাইরেনের অ্যারিস্টিপাস ছিলেন সতীর্থদের থেকে আলাদা। তিনি সক্রেটিসের শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও পাঠদানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করতেন। তাঁর কাছে মানবজীবনের পরম কাম্য ইন্দ্রিয়সুখ। অসংযত আত্মসুখবাদের জনকরূপে বিবেচিত এই দার্শনিকের জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে সাইরাকুসের স্বৈরাচারী শাসক ডায়োনিসিয়াসের রাজসভায়। সেখানে তাঁকে মূলত ব্যাপৃত থাকতে হত রাজার মনোরঞ্জনের কাজে। অতুলনীয় বাচনভঙ্গি তাঁকে বিশিষ্ট করেছিল। বিরল ক্ষমতা ছিল হাস্যরসের মাধ্যমে যে কোনও পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক এবং সহনীয় করে তোলার। দার্শনিকের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা উল্লেখের দাবি রাখে। সতীর্থ,বিশেষত প্লেটোর সঙ্গে কখনওই সম্পর্ক মধুর ছিল না। কন্যা আরটেডেকে অর্পণ করেন বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার। কারারুদ্ধ হলেও শেষাবধি মুক্ত হতে পেরেছিলেন এবং তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি মাতৃভূমি সাইরেনে অতিবাহিত হয়েছিল। অ্যারিস্টিপাসের জীবনরেখার বিস্তার চারশো পঁয়ত্রিশ থেকে তিনশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি কয়েক খণ্ডে রচিত লিবিয়ার ইতিহাস। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এই দার্শনিকের জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের মূল উৎস ডায়োজিনিস লর্টাসের লেখা।*

চাবি-শব্দ : *অ্যারিস্টিপাস, সক্রেটিস, ডায়োনিসিয়াস, প্লেটো, ইন্দ্রিয়সুখ।*

সক্রেটিসের শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের থেকে কীভাবে অর্থগ্রহণ করেন ! সহনাগরিকদের বিস্ময়ের উত্তরে অনায়াসে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এই সত্যের প্রতি,সক্রেটিসের কাছেও নগরের ধনী ব্যক্তিদের গৃহ থেকে নিয়মিত খাদ্য-পানীয় আসে,সামান্য গ্রহণ করে সক্রেটিস ফিরিয়ে দেন অবশিষ্টাংশ। সরল এই বিবৃতির মধ্যে নিহিত আছে এই সুদৃঢ় ঘোষণা, সক্রেটিসের শিষ্য হিসেবে অর্থ গ্রহণ করার মধ্যে কোনও অন্যায্যতা নেই। তিনি সক্রেটিসের সাগরপারের শিষ্য। সাগরের অন্য প্রান্ত থেকে যখন অ্যাথেন্সে পৌঁছোন,তখন তাঁর বয়েস ত্রিশের কোঠায়। উদ্দেশ্য ছিল অলিম্পিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ। ঘটনাচক্রে আইসোম্যাকাসের মাধ্যমে অবগত হন সক্রেটিস সম্বন্ধে,আকর্ষণ বোধ করেন। সক্রিয় হন প্রৌঢ় জ্ঞানতাপসের সাক্ষাৎলাভে এবং সে চেষ্টা সফল হওয়ার পর পরিণত হন তাঁর অনুগত শিষ্যে। তিনি অ্যারিস্টিপাস, ক্রীড়াবিদ অ্যারিস্টিডাসের পুত্র। জন্ম চারশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে লিবিয়ার অন্তর্গত গ্রিসের উপনিবেশ সাইরেনে।

সক্রেটিসের শিষ্যদের মধ্যে অ্যারিস্টিপাস এক বর্ণময় চরিত্র। আকর্ষণীয় ও ব্যতিক্রমী। আকর্ষণীয় তাঁর সপ্রতিভতা, বাচনকৌশল এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। ব্যতিক্রমী, কারণ সক্রেটিসের যে দর্শন সংলাপের আকারে অন্যান্য শিষ্যরা প্রচার করতেন,বিশেষত প্লেটো এবং জেনোফন, অ্যারিস্টিপাসের দর্শন তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এবং দ্বিতীয়ত, সক্রেটিস ঘরানার বিপ্রতীপে তিনি পাঠদানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করতেন। আবার, তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা অ্যাথেন্স থেকে অনেক দূরে সাগর পারের লিবিয়ায়। এই দিক থেকেও অ্যারিস্টিপাস ব্যতিক্রমী।

জীবনের একটি বড়ো অংশ অ্যারিস্টিপাস ছিলেন সাইরাকুসের স্বৈরাচারী শাসক দ্বিতীয় ডায়োনিসিয়াসের সভাসদ। অনুগ্রহ পাবার মূল্য হিসেবে রাজার আদেশ পালনের ক্ষেত্রে শৈথিল্যের কোনও অবকাশ থাকে না। রাজার মতে সম্মতি জ্ঞাপন বাধ্যতামূলক। তবে রাজার খামখেয়ালকে সপ্রতিভ তৎপরতায় তিনি রূপান্তরিত করতেন কৌতুকে, নীরস জাগতিক ব্যাপারেও সঞ্চার করতেন রস এবং সেখানে মিশে

থাকত দার্শনিকের শ্লাঘা, আত্মবিশ্বাস ও স্পষ্টবাদিতা। যেমন, কথিত আছে,রাজদরবারে এসে তিনি ঘোষণা করেন, যখন তাঁর জ্ঞানের দরকার ছিল,তখন তিনি সক্রেটিসের সঙ্গ করেছেন, কিন্তু এখন তাঁর অর্থের প্রয়োজন, তাই আগমন ঘটেছে রাজদরবারে। এই আখ্যানটির আর একটি প্রকারভেদ এরকম, রাজা তাঁকে উত্যক্ত করার জন্য বলেন, দার্শনিকরা সবসময় ধনী মানুষদের দরজায় দরজায় ঘুরে থাকেন, কিন্তু ধনীরা কখনও দার্শনিকদের দ্বারস্থ হন না। গর্বিত দার্শনিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, দার্শনিকরা নিজেদের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত, কিন্তু ধনীরা জানেন না তাঁদের কী দরকার। দার্শনিক হিসেবে তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পায় এই উক্তির মধ্যে,'যদি সমস্ত আইন প্রত্যাহার করেও নেওয়া হয়, তবুও দার্শনিকরা যে অবস্থায় আছেন, ঠিক সেই অবস্থাতেই থাকবেন'। সবার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারার ক্ষমতা অর্জনকে তিনি দর্শন চর্চার প্রধান সুবিধা বলে মনে করতেন। দার্শনিকদের মর্যাদা প্রসঙ্গে কখনও কখনও তাঁকে এরকম বলতেও শোনা গেছে, চিকিৎসকরাও রুগিদের দ্বারে দ্বারে ঘোরেন, কিন্তু তার জন্য তাঁদের মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।

ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে যে দার্শনিক সর্বোচ্চ মূল্য দেন, দেহের সুখ যাঁর কাছে পরম আদর্শ, গণিকাদের প্রতি আসক্তি তাঁর কাছে স্বাভাবিক একটি ঘটনা। একবার ডায়োনিসিয়াস তাঁকে তিনজন সুন্দরীর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বললে তিনি তিনজনকেই গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একের পরিবর্তে একযোগে তিনজনকেই মনোনীত করার প্রসঙ্গে তিনি রাজাকে জানান, সৌন্দর্যর মধ্যে ভেদাভেদ করা সমীচীন নয়। বক্তব্যের সমর্থনে পুরাণ থেকে প্যারিসের উদাহরণও তিনি উল্লেখ করেন। কথিত আছে, শেষাবধি তিনি সেই তিনজনের একজনেরও সঙ্গ করেননি। সম্ভবত তাঁর একথাই বোঝানোর ছিল, তিনিই পরিস্থিতির প্রভু,দাস নন। সুখ অনুসন্ধানে তাঁর প্রয়াস সর্বাত্মক হলেও কখনও তিনি সুখের বশীভূত নন, এ ব্যাপারে তাঁর ঘোষণা ছিল স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। গণিকালয়ে প্রবেশে দ্বিধান্বিত এক নবযুবককে তিনি বলেন, এরকম স্থানে গমনের মধ্যে খারাপ কিছু নেই, খারাপ এখান থেকে বেরোতে না পারা বা আবদ্ধ থাকা। লায়াস নামের এক রূপোপজীবিনীর প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকলেও সাধারণভাবে গণিকালয়ে গমনাগমনের ব্যাপারে তাঁর কোনও বাছবিচার ছিল না। কোনও বারাঙ্গনা অন্য কোনও পুরুষের বা কতজন পুরুষের সঙ্গ করেছে সে ব্যাপারে অ্যারিস্টিপাস ছিলেন নির্বিকার।

সুখ-অনুসন্ধানী অ্যারিস্টিপাসের সুখাদ্য,দামি পানীয় এবং আড়ম্বরের প্রতি আগ্রহ ছিল উল্লেখ করার মতো এবং এইসব খাতে খরচের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ উদারতা ছিল। খরচের বাহুল্য নিয়ে প্রশ্ন তুললে যথোপযুক্ত জবাব দেবার ব্যাপারে তাঁর রসনা ছিল ক্ষুরধার। বহু অর্থ ব্যয় করে খাদ্য ক্রয় করতে দেখে তাঁকে তিরস্কার করায় এক বন্ধুকে তিনি বলেন, এই পরিমাণ খাদ্য যদি মাত্র তিন মুদ্রার বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব হত, তবে তাঁর বন্ধু তা ক্রয় করতে আগ্রহী হতেন কিনা। বন্ধু সম্মতি জানালে অ্যারিস্টিপাস বলেন,এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি অর্থাৎ অ্যারিস্টিপাস সুখের প্রতি আসক্ত নন, বরং বন্ধুটিরই অর্থের প্রতি দুর্বলতা আছে। এরকম তাৎক্ষণিক উত্তরে তিনি বারংবার খণ্ডিত করেছেন প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে। উল্লেখ্য, সুখ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি কখনও জ্ঞানের মূল্যকে খাটো করেননি। ব্যবহারিক জ্ঞানের গুরুত্ব তাঁর কথার মধ্য দিয়ে বারবার স্বীকৃত হয়েছে। শিশুদের তেমন জ্ঞানেই দীক্ষিত করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন যা তারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োগ করতে পারে। জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করতেন বলেই তিনি ভিখারি ও অজ্ঞের মধ্যে ভিখারিকেই উচ্চাসন দিয়েছেন। কারণ,তাঁর মতে,ভিখারির অভাব কেবল অর্থের, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে মনুষ্যত্বের অভাব। মদ্যপানে আসক্তি থাকলেও তাকে বিশেষ কৃতিত্বের বলে মনে করতেন না। জনৈক বন্ধু প্রভূত মদ্যপান করেও নেশাগ্রস্ত না হওয়ার গর্ব প্রকাশ করলে অ্যারিস্টিপাস তাঁকে সরাসরি বলেন, অশ্বেতর প্রাণীরাও এমনটি পারে। সুতরাং নেশাগ্রস্ত না হওয়ায় গর্ব অনুভব করার কোনও কারণ নেই।

সক্রেটিসের ঘরানার বিরুদ্ধাচরণ করে পাঠদানের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করলেও সক্রেটিসের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা ছিল সীমাহীন। শিক্ষকতার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ থেকে কিছু অংশ তিনি একাধিকবার পাঠিয়েছেন তাঁর আচার্যকে। অবশ্য সক্রেটিস প্রতিবারই শিষ্যের প্রেরিত অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সক্রেটিসের হেমলক পানের সময় তিনি উপস্থিত থাকতে না পারলেও সক্রেটিসের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। সক্রেটিস কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন,এই প্রশ্নের উত্তর একবার তিনি বলেন,'ঠিক যেভাবে আমি মরতে চাই'।

রাজ-আনুকূল্য পাবার জন্য যেসব কাজ করা প্রয়োজন তা যে সব সময় প্রীতিপ্রদ হয় না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজার ইচ্ছানুসারে একবার তাঁকে মহিলাদের উপযোগী বেগুনি রঙের পোশাকও পরতে হয়েছিল। উল্লেখ্য,একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্লেটো মহিলাসুলভ পোশাক পরিধান করার ক্ষেত্রে স্পষ্টতই অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কোনও ক্ষেত্রে এরকম ঘটেছে, বিরক্ত ডায়োনিসিয়াস অ্যারিস্টিপাসের মুখমণ্ডলে থুতু পর্যন্ত নিক্ষেপ করেছেন। বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন এই কথা বলে যে,মানুষ ছোটো ছোটো মাছ শিকারের প্রয়োজনে যদি সমুদ্রের ঢেউয়ে অবিরাম ভিজতে পারে,তবে বৃহৎ মৎস্য শিকারের আশায় মদিরামিশ্রিত নিষ্ঠীবনে সিক্ত হওয়ার মধ্যে কোনও অবমাননা নেই। বেদনাকে হাস্যরসে জারিত করে পরিবেশন করার মুনশিয়ানা তাঁর সুখের প্রতি অদম্য আগ্রহকেই প্রকাশ করে। কোনও একবার বন্ধুর জন্য অনুগ্রহ লাভের জন্য রাজার পাদস্পর্শ করতে বাধ্য হয়ে তিনি সহাস্যে জানিয়েছেন, রাজার পা ছোঁয়ায় তাঁর কোনও অসম্মান নেই। তাঁর সহজ ঘোষণা, রাজার কানের অবস্থান যদি পায়ে হয় তবে তার দায় পাদস্পর্শকারীর ওপর কোনওভাবেই বর্তায় না। আবার এরকমও হয়েছে, কোনও কারণে রুষ্ট ডায়োনোসিয়াস তাঁকে সামনের দিক থেকে সরে পিছনের আসনে বসতে বলেছেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় অ্যারিস্টিপাস একথা জানাতে ভোলেননি, রাজা এরকম আদেশের মাধ্যমে বস্তুত পিছনের আসনটিকেই সম্মানিত করলেন।

তুলনাহীন সপ্রতিভতা,শীতল মস্তিষ্ক এবং কোনও পরিস্থিতি থেকে সর্বোৎকৃষ্ট ফলাফল নিষ্কাশন করে নিতে পারার ক্ষমতা অ্যারিস্টিপাসকে বিশিষ্ট করেছে। সতীর্থদের আনুকূল্য অবশ্য তিনি কখনও লাভ করতে পারেননি। *ফিদো* সংলাপে সক্রেটিসের মৃত্যুর সময় অনুপস্থিতদের তালিকায় তাঁর নাম আছে। সে সময় তিনি অ্যাথেন্সের অনতিদূরে প্রমোদনগরী অ্যাজিনাতে সুখানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানের জন্য প্লেটোর সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছেন বারবার। প্লেটো তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ ও ব্যয়বহুল জীবেনযাত্রার জন্য তিরস্কার করলে তিনি সরাসরি জানতে চেয়েছেন, প্লেটো ডায়োনিসিয়াসকে ভালো মানুষ বলে মনে করেন কিনা। প্লেটোর উত্তর সদর্থক হওয়ায় তিনি জানান, প্লেটোর এই স্বীকারোক্তির অর্থ,ভালো মানুষ হওয়ার সঙ্গে ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার কোনও বিরোধ নেই। কোনও একবার ডায়োনিসিয়াস প্লেটোকে বই এবং তাঁকে অর্থ দেওয়ায় অ্যারিস্টিপাস মন্তব্য করেন, যার যা দরকার রাজা তাকে তা-ই দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করার মতো আর একটি তথ্য,ডায়োনিসিয়াসের মাধ্যমে প্লেটো তাঁর দার্শনিক-রাজার তত্ত্বটিকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। স্বভাবতই এই রাজার সভায় তাঁর নিজের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী অ্যারিস্টিপাসের উপস্থিতি কখনওই প্লেটোর মনঃপূত হয়নি। অন্যান্য সতীর্থরাও তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবই পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে,সক্রেটিস তাঁর কাছে সুখাদ্য ও মূল্যবান পানীয় সংগ্রহ করার উপায়মাত্র ছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, চিন্তাবিদরা অ্যাথেন্সে নিরাপদে এবং স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করেন এবং ধনীদের আনুকূল্য লাভ করে থাকেন। সক্রেটিসের সঙ্গে থেকে তিনি এরকমই একটি জীবন আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। তাছাড়া সক্রেটিস যেভাবে অ্যাথেন্সের অধিবাসীদের নিরন্তর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে শেষ পর্যন্ত তাঁদের অজ্ঞতা প্রদর্শন করতেন,তা স্বভাবগত কৌতুকপ্রিয়তার কারণে তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করে থাকতে পারে। এর পেছনে সক্রেটিস বা জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ছিল না। সক্রেটিসের শিষ্য বলে তাঁকে স্বীকার করতেও অনেকে রাজি ছিলেন না। তাঁদের মতে, অভিজাত অর্থবানদের বিরাগভাজন হয়ে সৌভাগ্যবঞ্চিত হতে পারেন, এই আশঙ্কাতেই তিনি সক্রেটিসের শেষ সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। জেনোফন তঁর লেখায় অ্যারিস্টিপাসকে অপরিণামদর্শী বলেছেন। অ্যারিস্টটলের রচনায় তিনি সফিস্ট হিসেবে উল্লিখিত,যা কোনওভাবেই প্রশংসাসূচক বিশেষণরূপে গণ্য হতে পারে না।

অ্যারিস্টিপাসের নৌবিহার তথা সমুদ্রযাত্রার একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায়। একবার নৌযাত্রার সময় প্রবল ঝড়ের মুখোমুখি হওয়ায় তিনি বিচলিত বোধ করেন। এক সহযাত্রী

তাঁকে বিদ্রূপ করে বলেন,দার্শনিক কাপুরুষের মতো আচরণ করছেন। বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও অ্যারিস্টিপাস তাঁকে উত্তর দেন,ব্যাপারটি একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, প্রশ্নকর্তার তুলনায় তাঁর উৎকর্ষ বেশি। ফলত, উৎকৃষ্টতর সম্পদ হারানোর আশঙ্কায় তাঁর বিচলিত হওয়া অযৌক্তিক নয়। আর একবার, জলপথে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় তিনি তাঁর কাছে যে অর্থ ছিল তা গুনে গুনে সমুদ্রে এমনভাবে ফেলতে থাকেন যেন সেগুলি তাঁর অজান্তেই পড়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হারানো অর্থের জন্য শোকপ্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর এরকম আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানান,অর্থের জন্য অ্যারিস্টিপাসের জীবনহানি হওয়ার তুলনায় অ্যারিস্টিপাসের জন্য অর্থ বিসর্জিত হওয়া অনেক ভালো। ভিটরিভিয়াসের বর্ণনা থেকে জানা যায়,রোডিয়ান উপকূলে একবার জাহাজডুবি হওয়ার পরে সৈকতে কিছু জ্যামিতিক চিহ্ন দেখে সেগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি সহযাত্রীদের নিয়ে নিকটবর্তী শহরের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে যান। তাঁর জ্ঞান ও কথনশৈলীতে মুগ্ধ শহরবাসী তাঁকে ও সহযাত্রীদের বিবিধ উপহারে ভূষিত করেন। সহযাত্রীরা ফিরলেও তিনি তাঁদের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গী হননি। সম্ভবত এখানেই অ্যারিস্টিপাস পারসিক প্রশাসক আরটাফারনেসের দ্বারা কারারুদ্ধ হন। তবে কারাবাস দীর্ঘ হয়নি। জন্মভূমিতে তাঁর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। জীবনের শেষপর্ব অ্যারিস্টিপাস সাইরেনেই অতিবাহিত করেন।

যে মতটি অমার্জিত সুখবাদ নামে পরিচিত,অ্যারিস্টিপাস তার জনক। এই তত্ত্বে সুখলাভের ওপর, বিশেষত ইন্দ্রিয়সুখ লাভের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানতার প্রশ্নটিও এই মতবাদে সমান গুরুত্বের। সুখ পেতে হবে এবং তা বর্তমান মুহূর্তে। অতীতের যন্ত্রণাকে নতুন করে ভোগ করা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কল্পনায় আগে থেকে সন্ত্রস্ত হওয়া অনাবশ্যক। ভবিষ্যতের তুলনায় সেই সুখকেই অগ্রাধিকার দেওয়া কর্তব্য যা বর্তমানে লভ্য। সুখের পথে যা অন্তরায় হতে পারে তা থেকে দূরে থাকা উচিত। এই মতানুযায়ী বিদ্বেষ সুখের প্রতিবন্ধক। কারণ,বিদ্বেষ এই ভ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে,অন্যের যা আছে তা অধিকার করতে পারলেই সুখ পাওয়া সম্ভব। মানসিক প্রশিক্ষণ ও নিরবধি অনুশীলনের সাহায্যে এই প্রতিবন্ধকে পেরিয়ে যাওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে মানুষ পরিস্থিতির দাস না হয়ে নিয়ন্তা হয়ে ওঠে। অন্যকে আঘাত না দেওয়া নিজে আহত না হওয়ার মতোই মূল্যবান। অ্যারিস্টিপাসের জীবনচর্যায় এই মত প্রতিফলিত। তাঁর যাপিত জীবনের সঙ্গে মিল থাকলেও এই মতবাদ অ্যারিস্টিপাসের দ্বারাই প্রচারিত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ,তাঁর দৌহিত্রের নামও অ্যারিস্টিপাস। ফলে তিনি এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন, নাকি তাঁর দৌহিত্র অ্যারিস্টিপাস পরবর্তী সময়ে তাঁর বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বক্তব্যকে সংহত করে এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে।

ডায়োজিনিস লর্টাসের লেখায় আরও কয়েকজন অ্যারিস্টিপাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন অ্যারিস্টিপাস ছিলেন ইতিহাসবেত্তা। নব্য আকাদেমির একজন দার্শনিকের নামও ছিল অ্যারিস্টিপাস। অ্যারিস্টিপাস তাঁর বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার অর্পণ করেন কন্যা আরটেডেকে। আরটেডের পুত্র অ্যারিস্টিপাসের তৃতীয় সমনামি। উত্তরকালে এই অ্যারিস্টিপাসই মাতামহের দর্শনকে একটি সংহত রূপ দেবার চেষ্টা করেন। *সক্রেটিসেরর*প্রতি এবং *প্রাচীন কালের বিলাসিতা* এই দুটি গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে অ্যারিস্টিপাসের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। *সক্রেটিসের প্রতি* বইটির নাম নিয়ে বিতর্ক আছে। সক্রেটিসের প্রতি না হয়ে বইটির নাম ইসক্রেটিসের প্রতি হওয়াই ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বেশি সঙ্গত বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন এবং বইটি সত্যিই অ্যারিস্টিপাসের রচনা কিনা তাও নিশ্চিত নয়। অন্য দিকে গণিকা ও বালকদের যৌন আবেদন নিয়ে লেখা *প্রাচীন কালের বিলাসিতা* বইটিতে এমন ব্যক্তির উল্লেখ আছে যিনি অ্যারিস্টিপাসের পরবর্তী প্রজন্মের। ফলত, এই বইটিও অ্যারিস্টিপাসের রচিত নয়। তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কয়েক খণ্ডে রচিত লিবিয়ার ইতিহাস।

অ্যারিস্টিপাস সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যগুলি কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসযাগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়ে থাকে। সমকালের সতীর্থ এবং পরবর্তী প্রজন্মের দার্শনিকদের রচনায় তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক উল্লেখ আছে। এছাড়া তাঁর সম্পর্কে আমরা জানতে পারি ডায়োজেনেস লর্টাসের লেখা থেকে। অ্যারিস্টিপাস

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মানুষ। লর্টাসের অবস্থান খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধে। এই দীর্ঘ কালসীমাকে অতিক্রম করে অ্যারিস্টিপাস সম্পর্কে কোনও বিশ্বাসযাগ্য তথ্য সংগ্রহ করা একরকম অসম্ভব। মোটের ওপর, লোকমুখে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করেই লর্টাস অ্যারিস্টিপাসের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করেছেন। লিখিত তথ্যের পরিবর্তে কেবল জনশ্রুতি জীবনীর উৎস হিসেবে কতটা নির্ভরযোগ্য হতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। বলা হয়ে থাকে,তাঁর ইন্দ্রিয়সুখনির্ভর দর্শনের সঙ্গে যেমনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে তেমন ঘটনাকেই তাঁর জীবনবৃত্তান্তে যুক্ত করা হয়েছে এবং সেজন্য লর্টাসের বর্ণনা বিশ্বাসযাগ্য নয়। তবে একথাও সত্যি যে, এই উৎস ছাড়া আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য বিকল্প তথ্যের কোনও ভাণ্ডার নেই।

তথ্যসূত্র:

১. ডোনাল্ড আর. মরিসন (সম্পাদিত) *দ্যা কেমব্রিজ কম্পেনিয়ন টু সক্রেটিস* গ্রন্থে ক্লউস ডরিং-এর প্রবন্ধ 'দ্যা স্টুডেন্টস অফ সক্রেটিস'। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস,২০১১।

২. ডায়োজেনেস লর্টাস *দ্যা লাইভস অ্যাণ্ড ওপিনিয়নস অফ এমিনেন্ট ফিলসফারস*। হেনরি জি. বন, লন্ডন (১৮২৮ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ)।

৩. *উইকিপিডিয়া তথ্যভাণ্ডার।*

৪. *দ্যা ইন্টারনেট এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ফিলসফি।*

৫. *ওয়ার্ল হিস্ট্রি এনসাইক্লোপেডিয়া।*

THE 1959 FOOD MOVEMENT AND THE GOVERNMENT'S REACTION

Dr. Nilendu Sengupta
Associate Professor of History, Basirhat College
E-mail : nilendu.sengupta@basirhatcollege.org

In an exclusive interview with me, the eminent communist leader Sri Jyoti Basu termed the fifties of the 20th century as the decade of movements and as the most important and historic movement we must mention is the Food Movement of 1959 [1]. Historians like Prof. Suranjan Das and Prof. Premansu Kumar Bandyopadhyay in their jointly edited volume, *'Food Movement of 1959: Documenting a Turning Point in the History of West Bengal'* have rightly spoken of this movement as a turning point in the history of West Bengal. Since it was a basically political movement, a political controversy of considerable depth has always sage around this movement. For example the eminent congress leader and minister of food Sri Prafulla Chandra Sen called this movement a politically motivated one [2]. Leftist and opposition leaders, on the other hand, have pictured it as significant and momentous movement. Historian E.H. Carr in his 'What is History' has rightly opined that as students of history the goal of our research is to find cause of events. Keeping this in view we have analysed the causes the background that potentially led to this movement and our aim is to analyse objectively the views expressed by the Government and opposition camps respectively, basing our findings on hard fact.

I am to point out, at the beginning the politico-economic background of the movement under discussion. First of all I have to point to the post-partition influx of refugees from across the border. Most of the jute mills are situated in West Bengal whereas the fertile lands where jute was traditionally cultivated fell mostly in East Pakistan. This compelled farmers to cultivate jute in the land where previously only paddy and other food crops were produced. This inevitably led to less area being available for food production and consequently a fall in food production in West Bengal. This cause, according to the ruling party was responsible for food crisis. As a student of history with an objective outlook we cannot but take due note of this opinion.

The large-scale influx of refugees again created a population explosion and demand for food went up considerably which aggravated crisis further.

Let us look at the price index of rice. From statistics prepared by the West Bengal state statistical Bureau which took 100 as the basic point in 1950, the price of rice was 140 in 1957, 146 in 1958 and by some artificial and temporary measures came down to 132 in 1959. This downward trend was, however, short lived and rose to 145 in 1960. In the year of the movement this fall was due to the pressure of the movement, at revamped rationing system and central aid. But in the absence of in-depth realisation of the nature of this crisis on the Government's part, no lasting solution was effected Ref [3], By February 1959 rice was sold between Rs. 28 and Rs. 30 per maund in Kolkata, Howrah, Murshidabad, Hooghly, 24 Parganas and Midnapur [4]. Black marketeering had become the order of the day. On 9th

February the West Bengal Government admitted in a press note the 'unsatisfactory' supply of rice in the open market [5].

The Government also held the drought and scanty rainfall responsible for food crisis. But the statistics of the ISI showed that in the chief centres of paddy production like Burdwan, Hooghly and Midnapore, rainfall was normal. On the other hand, in the drought prone districts like Purulia, Bankura, and Birbhum rainfall was scanty. So the Government's claim cannot be accepted as realistic [6].

Actually a faulty distribution system and lack of central aid were chiefly responsible for the food crisis. The central aid in food was insufficient since the state Government could not place the true picture of the food situation before the centre. So the inefficiency and lack of far sight on the state Government's Part seem to be at the root of the food crisis [7].

The state government and the Congress party, according to the central leadership of the Congress and the central cabinet could not present its views to the public and so could not successfully tackle the movement. So it took to repressive measures in putting down the widespread unrest. This, ironically, helped to aggravate the intensity of the movement [8].

The movement started on 11 February 1959 when a mass rally was organised which headed towards the Assembly and when it was checked by a police cordon before the southern entry to the Raj Bhavan. A state wide general strike and a hartal were observed on 25 June. The workers also joined in a general strike. The chief Minister Dr. Roy met a delegation of the opposition and promised to take measures to bring down the price of food. He also requested the opposition members to give a list of such places were ration-shops should be opened. The opposition promptly submitted the list. But the government took no measures [9].

CPI's clear presumption was that direct state control and intervention in the matter of supply and distribution of food could be the only effective guard against the creation of artificial scarcity. Following measures were demanded by the CPI:

(1) Fixing the price of paddy and rice by the government.

(2) Imposition of a compulsory levy of 25% on the products of the rice mills.

(3) Levy on the jotedars owning 10 acres or more cultivable land.

(4) Opening of ration shops by the government in urban industrial and rural area and sale of food grain at a moderate rate to be fixed by the government.

(5) Stringent measures against hoarders and black marketers and seizure of unauthorized stock of food.

(6) Inter-district movement of food grain to be regulated through police and custom officials.

(7) Establishment of an All Party Food Advisory Committee to monitor procurement and distribution of food and keep a tab on hoarders and black marketers.

(8) Adequate provision for relief work and gratuitous relief for the sick, old and children. Unfortunately such proposals went unheeded by public policy planners. [10]

On 17 August more than 200 leaders and workers of opposition parties including 16 M.L.A's were arrested. Among them were Sri Niranjan Sen, Sri Jatin Chakraborty, Dr. Ranen Sen, Sri Benoy Chowdhury etc. Leaders like Sri Jyoti Basu, Sri Promode Dasgupta, Sri Hemanta Basu, Sri Harekrishna Konar went underground and evading arrest started conducting the movement. The movement touched its zenith on 31 August. About three

lakh people, men and women, assembled before the Shahid Minar demanding the resignation of the Food Minister Sri Prafulla Chandra Sen, the change of the Government's policy on food and supply of food and protesting against the repressive measures. A mammoth rally was taken out from this meeting and the rally proceeded towards the Writers' Building. The police killed 80 persons with just batons. About 130 were seriously injured and had to be hospitalised. An all out general strike was observed on 1 September. News papers like Basumati and Swadhinata bitterly criticised the Government." [11]. The minutes of the Legislative Assembly show that the chief Minister and the Food Minister termed the movement as a politically motivated one denying the existence of shortage or crisis of food. Pro-Government newspaper like Anandabazar Patrika, Jugantar, Amrita Bazar Patrika echo the Government's opinion while holding up a false and distorted picture of the movement itself. Facts and documents, however, do not support the view. The movement started to adjacent districts like Howrah and 24 Parganas resulting in death of 27 persons in police firing. An I.B. file has shown that a food convention was addressed by Sri Niranjan Sengupta on 26.03.1960 at the Muslim Institute Hall and all the left parties rejected the food policy of the Government [12]

The number of people arrested in connection with the food movement in its three phases were: [13]

1st phase (11 Feb. - 19 Aug.)	1,631
2nd phase (20 Aug. - 3 Sept.)	12,601
3rd phase (4 Sept. onwards)	6,253
Total	20,485

The food movement had far reaching consequences. The movement spread for Calcutta to the rural areas. Thousands of peasants, workers, students, middle class employees, all sections of people converted into a mass uprising. It built up a rapport between urban and rural population 75% were peasants. Besides about 75 lakh workers participated in the movement. In the general strike only from the jute mills of Titagar about 30,000 workers struck work [14].

The mass-base of all the left parties, especially the Communist Party was extended and consolidated. The Food Movement could have failed in realising its immediate objective of ending the congress rule in West Bengal. But it left a deep imprint on the popular psyche and provided the West Bengal politics with a new direction. This political development had an instantaneous result in the 1962 elections to the West Bengal Legislative Assembly. The left bloc could win 72 of the 252 Assembly seats, representing a 26% increase of its tally over the last election [15].

The Refugee organisation influenced by the communist party took active part in the movement and the largely refugee inhabited areas of 24 Parganas, Hooghly and Howrah leftists built a strong base. Professor Prafulla Kumar Chakraborty, in his book The Merginal Men', said that during the food movement, refugees were the 'striking arms' of the communists.[16]. The food movement of 1966 reached its culmination through the sacrifice of life by Nurul Islam of Basirhat who himself was the epitome of the movement itself. As a result, the emerging left political unity in electoral politics in West Bengal reached a turning point in 1967 general election, which resulted in the formation of the first non-congress United Front Government in West Bengal.

Not only did the political change that took place in West Bengal in subsequent year was heralded by the food movement of 1959, the growth of a leftist culture in West Bengal was only indicated by it.

References:

1. Dr. Nilendu Sengupta, *Bidhan Chandra O Samakl*, Ekush Shatak, Kolkata, 2010, pp 467-478; Eminent communist leader Jyoti Basu gave an interview to researcher on 22.03.2004 at 12-1 p.m. at his residence, saltlake.
2. *Ananda Bazar Patrika*, 24 september, 1959.
3. *Statistical Hand Book 1949-63*, West Bengal State Statistical Bureau, pp 119, 125.
4. Suranjan Das and Premansu Kumar Bandyopadhyay edited, *Food Movement of 1959: Documenting a turning point in the History of West Bengal*, K.P. Bagchi & company, Kolkata 2004, Introduction, PPX; Dr. Nilendu Sengupta, Ibid, pp. 334
5. *The statesman*, 10 February, 1959.
6. *Statistical Hand Book*, 1958, 1959 and 1960, ISI, Kolkata;

   Dr. Nilendu Sengupta, Ibid, PP 341.
7. *Swadhinata*, 22 August, 1959.
8. *Swadhinata*, 26 June, 1959. Jyoti Basu, Jatodur Monepare: Rajnaitik Atmakathan, Kolkata, PP 170.
9. *Swadhinata*, 12 February, 1959.
10. The Statement of the West Bengal State Committee of the CPI, 16 February, 1959; *Swadhinata 16 February 1959*; Resolution of the Central Executive Committee of the National Council of the Communist Party of India, 16 August, 1959.
11. *Ananda Bazar Patrika,* 2 September, 1959.
12. *I. B. File*, Subject: Niranjan Sen Gupta, MLA (CPI), Confidential, I. B. File No. 374ZX23, Government of West Bengal, Home Department, Special Section, WBSA.
13. Jyoti Basu, et.al (eds), *Documents of the Communist Movement in India, Vol-III (1957-61)*, Calcutta, Published: Nov. 1997, PP-345 and West Bengal Food situation 13. (Resolution adopted by the central Executive Committee of the CPI), PP334-337.
14. Ibid, pp. 347-48.
15. Suranjan Das and Premansu Kumar Bandyopadhyay edited, *Food Movement of 1959; Documenting, a Turning Point in the History of West Bengal*, Kolkata 2004, Introduction, PP-XIX.
16. Prafulla Kumar Chakraborti, *The Marginal Men: The Refugees and the Left Political syndrome in West Bengal*, Naya Udyog, Kolkata, 1999, introduction.

শিরোনামঃ কৃষিভিত্তিক উৎসব ও তার পর্যালোচনা

শুভনীল জোয়ারদার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া
ই-মেল : shuvoneel@rediffmail.com

সারসংক্ষেপ *ঃ যন্ত্র নির্ভর মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ মানুষকে উৎসব বিমুখ করে তুলেছে। বিগত প্রজন্মের উৎসবগুলো নতুন প্রজন্মের কাছে যেন এক বিস্ময়। কিন্তু মানুষের মানবিকতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে উৎসবকে জানা, পালন করা ও অংশ গ্রহণ করার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য। কারণ উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নানান সামগ্রীর দোকান, দেবদেবীর পুজো অর্চনা, নানান সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্বলিত মানুষের মনের মিলন মেলা। যার প্রভাব গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। খাদ্য হল জীবন ধারণের অপরিহার্য্য বস্তু, যার উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম হল কৃষিকাজ। তাই কৃষিভিত্তিক উৎসব পালিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। ভারতের ৪৮ শতাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর জীবন যাপনে অভ্যস্ত।আর এই প্রতিবেদন হল, কৃষিভিত্তিক উৎসব কে সীমিত সামর্থের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।*

সূচক শব্দ *ঃ কৃষি, ফসল, উৎসব, সভ্যতা, টুসু, পুরুলিয়া, নবান্ন।*

ভূমিকা

মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কৃষিকাজের মাধ্যমে নিশ্চিত খাদ্যের সংস্থান আবিষ্কারের পরেই মানুষ যাযাবর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে স্থায়ী জীবনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। স্বভাবসিদ্ধ উৎসবপ্রিয় মানুষ তাই কৃষিকাজকে উপলক্ষ করে সৃষ্টি করেছে কৃষিভিত্তিক উৎসব ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্বাদে, ভিন্ন আঙ্গিকে, যেখানে কল্পিত দেব-দেবী প্রসঙ্গ নিতান্তই ভক্তি মিশ্রিত সংস্কার মাত্র।আর গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই কৃষিভিত্তিক উৎসব কেন্দ্রিক মেলার একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে।

টুসু উৎসব

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া,পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি জেলার এবং ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যা রাজ্যের একটি উল্লেযোগ্য কৃষিভিত্তিক উৎসব। 'টুসু'এখানে কুমারী লৌকিক দেবী হিসাবে পূজিত হন বলে, কুমারী মেয়েরাই এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। ড: মাহাতোর মতে তুষ থেকে টুসু কথাটা এসেছে (১)। আর দীনেন্দ্র সরকারের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের প্রজননের দেবতা টেযুব থেকে টুসু কথাটা আসতে পারে (২)। এই উৎসব অগ্রহায়ন সংক্রান্তি থেকে শুরু করে মাঘের প্রথম দিনে শেষ হয়। শুরুর দিন সন্ধ্যায় কুমারী মেয়েরা চালের গুঁড়ো লাগান একটি পাত্রে তুষ রেখে তার উপর ধান, গোবরের মন্ড, দূর্বা ঘাস, আল চাল, আকন্দ-বাসক-গাঁদা-কাচ ফুলের মালা সাজিয়ে পাত্রটির গায়ে হলুদ রঙের টিপ দিয়ে কুলুঙ্গি বা পিঁড়িতে স্থাপন করে তাকে 'টুসু'দেবী হিসাবে প্রতিদিন পুজো করা হয় (৩)। উৎসবের প্রধান চারটি পর্বের মধ্যে, পৌষ মাসের শেষ তিন দিন 'চাঁউরি', 'বাঁউরি', 'মকর' এবং মাঘের প্রথম দিন 'আখান' নামে পালিত হয়।

গোবর মাটি দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করে চালের গুঁড়ো তৈরি করা কে বলে চাঁউরি। দ্বিতীয় টির বৈশিষ্ট্য হলো চাঁচি, তিল, নারকেল বা মিষ্টি পুর দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির গরগরা বা বাঁকা বা উধি এবং পুর পিঠে তৈরি করা, টুসু গান গাওয়ার মধ্যে দিয়ে টুসু জাগরণের জন্য ঘর পরিষ্কার করে ফুল-মালা-আলো দিয়ে সাজিয়ে মিষ্টি, পিঠে, ছোলা-মটর ভাজা, মুড়ি, জিলিপি প্রভৃতি দিয়ে দেবীর কাছে

ভোগ নিবেদন করা (৪)। মকরের দিন ভোরে বাঁশ বা কাঠের তৈরি রঙিন কাগজ এ মোরা চতুরদোলায় টুসু দেবীকে বসিয়ে বিভিন্ন দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে টুসু সজ্জা নিয়ে বক্রুক্তি সহযোগে তর‍্যা গান করতে করতে নিকটস্থ পুকুর বা নদীতে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যায়। বিসর্জনের পর মেয়ে রা নতুন বস্ত্র পরিধান করে আর ছেলেরা খড়, কাঠ, পাটকাঠি সহযোগে নির্মিত ম্যারা ঘর পুড়িয়ে আনন্দে মেতে ওঠে (৫)। মাঘ মাসের প্রথম দিনটি কুর্মি বা মাহাত সম্প্রদায়ের কাছে কুর্মালি নববর্ষ উপলক্ষে শুভ কাজের জন্য প্রশস্ত মনে করে। 'এখ্যান যাত্রা' বা 'আখান' পালিত হয় (৬)। এই দিন পুকুর থেকে মাটির তাল সংগ্রহ করে। 'খেলাই চন্ডী' দেবীর চরণে উৎসর্গ করে মঙ্গল কামনা করা হয়। অনেকে পুকুর থেকে স্নান করে দন্ডী কেটে দেবীর থানে যায়। ছোট ছোট মাটির হাতি-ঘোড়া দেবীর থানে নিবেদন করে ভক্তরা মানত করে। বড় মেলা বসে, প্রচুর লোকসমাগম হয়। এটি পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত চিলা গ্রামের এক প্রাচীন জাকজমক মেলা।

প্রাচীন নিয়মে টুসু উৎসবে কোন মূর্তির প্রচলন না থাকলেও পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান ও বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানায় টুসু মূর্তির প্রচলন আছে। হলুদ বরণ গায়ের রঙ ও নীল শাড়ি পরিহিত বিভিন্ন ভঙ্গিমায় অশ্ব বা ময়ূর বাহিনী মূর্তিগুলোর হাতে শঙ্খ বা পাতা বা বরাভয় মুদ্রা দেখা যায় (৭)। সুখ-দুঃখ-কল্পনা-সামাজিক প্রথা ভিত্তিক লৌকিক ও দেহগত প্রেম (৮) বা মেয়েলি কলহ, বধূ নির্যাতন, পণপ্রথা, স্বাক্ষরতা (৯) প্রভৃতি বিষয়গুলি টুসু গানের বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে-টুসু আরাধনা: পৌষ এসেছে সাধের টুসু, পুজব তমাল ফুল দিয়ে, তোমার ক্ষেতের ধান তুলেছি, সে ধান যাবে কে লিয়ে..., টুসুর বিয়ে: আমার টুসুর বিয়ে দুব ইস্টিশনের বাবুকে, ওলো টুসু ভালই হল চাপবি কত গাড়িতে..., কুমারী টুসু: টুসু যাবে নদীর ধারে একলা যেতে দিওনা,সড়ক ধরে চলে যাবে, করো পানে চেয়োনা...(১০)। পূর্বতন বিহারের অন্তর্গত পুরুলিয়া কে ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে বঙভুক্তির পূর্বে টুসু গানের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়েছিল। বিহারের অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ভজহরি মাহাত রচিত এরকম একটি গানের শেষ চার লাইন হল- 'বাংলা ভাষার দাবীতে ভাই, কোন ভেদের কথা নাই। এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে, মাতৃ ভাষার রাজ্য চাই।' তাই টুসু উৎসব এই অঞ্চলে এক বিশেষ ভাবাবেগের স্থান দখল করে আছে।

করম পরব

করম হল শক্তি, যুবা ও যৌবনের দেবতা আর ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশীতে এই দেবতার আরাধনা করাই হল করম পরব। এটি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার এবং বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, উরিষ্যা, ছত্তিশগড় প্রভৃতি রাজ্যের কূর্মি, লোহার, বাউরি, খেরিয়া, শবর, মাহালি, হারি, বাগদি, বেদে, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আরণ্যক কৃষিভিত্তিক লোক উৎসব। এক সপ্তাহ আগে ভোর বেলা মহিলারা জলাশয়ে স্নান করে বাঁশের বোনা টুপা ও ডালায় বালি ভর্তি করে সেগুলিতে তেল হলুদ মাখানো বুট, মটর, মুগ, জুনার,কুথথির বীজ বুনে 'জাওয়া গান' গেয়ে তাদেরকে তিন পাক ঘুরে জাওয়া ডালা তৈরি করে। যে ডালা তে একাধিক বীজ বোনা হয় তাকে সাঙ্গী জাওয়া আর একটি বীজ বোনা হলে তাকে একাঙ্গী জাওয়া বলে। এই পর্বটি জাওয়া পরব ও প্রাসঙ্গিক গান জাওয়া গান হিসাবে বর্ষাকালীন শস্য উৎসবের অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত। শস্য রোপণের সাথে জমির উর্বরতা যেমন প্রাধান্য পায়, তেমনি মানুষের বিশ্বাস সন্তান ধারণের জন্য কন্যাদের মধ্যে উর্বরা ক্ষমতা অধিক। তাই এখানে নাচ গান কুমারীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। গাছ ও পাতা নিয়ে লেখা জাওয়া গানের উদাহরণ হল-'শাল তলার বালি আলো জাওয়া পাতার লো,এমনি জাওয়া লগ্ন হবে বাঁশ পাতা টার পারা লো' (১১)।

পরের দিন গোবর লেপে আল্পনা দিয়ে দেওয়ালে সিঁদুরের দাগ ও কাজলের ফোঁটা দেওয়া হয়। বয়স্ক গ্রামবাসীদের করা নির্দিষ্ট স্থানে অন্য পুরুষেরা দুটো শাল বা ছাতা গাছের ডাল পুঁতে রাখে। সন্ধ্যার পর ডাল দুটি করম ঠাকুর ও ধরম ঠাকুর হিসাবে পূজিত হয়। সারাদিন

উপোষের পর সন্ধ্যায় ফুল-ফল-নৈবেদ্য সহযোগে এই স্থানে কুমারী বা সদ্য বিবাহিত নারীরা ঝুমুর গান গেয়ে সমস্ত রাত ধরে পরের দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত লুঙ্গি, গামছা বা শাড়ি ও রুপোর গয়না পরে, মাথায় ফুল দিয়ে সেজে অর্ধবৃত্তাকার এ হাত ধরাধরি করে এক পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে জাওয়া ডালা গুলিকে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরে ঘুরে যে নাচ করে তাকে বলে করম নাচ। নাচের সময় গৃহ কাজ, কৃষি কাজ ফুটিয়ে তোলা হয়। একজন উচ্চস্বরে গান শুরু করে এবং তার পর ধীরে ধীরে সেই গানের সুর নামিয়ে এনে একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটান হয় (১২)। পর দিন পুজো শেষে মহিলারা একে অপরকে ডোর বা রাখি পরিয়ে বিপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার শপথ নেয়। সকাল বেলা জাওয়া থেকে অঙ্কুরিত বীজগুলো কে তুলে ভাগাভাগি করে নিজেদের বাড়িতে ছড়িয়ে দেয়। তার পর করম ডাল কে জলে ভাসানো হয় (১৩)।

বাঁধনা পরব

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কুর্মী, গোয়ালা, সাঁওতাল, নাপিত, লোধা, মুন্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব হল বাঁধনা পরব। গরুদের সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম দিয়ে আমন ধান চাষের শেষে তাদের বন্দনা করাই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। আবার কারও মতে বাঁধনা শব্দ এসেছে বন্ধন থেকে, কারণ এই পরবের শেষে ভাইফোঁটার দিন খুঁটিতে গরুদের বেঁধে শারীরিক কসরৎ করানো হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপুজোর পর দিন এই পরবে 'অহীরা'গান গাওয়া হয়। এটি কৃষিভিত্তিক লোক সঙ্গীত। গরুদের জাগরণের জন্য পুরুষ কণ্ঠে সমবেত ভাবে মাদল, ধামসা প্রভৃতি বাজিয়ে গান করে গরুর জীবনপ্রনালী ও বৈশিষ্ট্য প্রশ্নোত্তরের মত ব্যাখ্যা করা হয় (১৪)।

এই পরবের প্রথম ধাপে আছে গোঠ পূজা। অমাবস্যার দিন গোয়ালের গরু মোষ এর শিঙে তেল মাখিয়ে গ্রামের এক স্থানে একত্র করা হয়। মাঠের ভিতর চালের গুঁড়ো দিয়ে ঘর কেটে ছাঁদন ও বাঁধন দড়ির পূজা করা হয়, যা হল গোঠ পূজা। পুজো শেষে মাঠে আল্পনা এঁকে তার ভিতর ডিম রেখে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে একত্রিত গরু মোষ গুলিকে মাথায় তেল সিঁদুর মাখিয়ে ধানের শীষ দিয়ে সাজান হয় (১৫)। দ্বিতীয় ধাপে, অমাবস্যার সন্ধেবেলা বাড়ির তুলসী তলা,কুয়োতলা প্রভৃতি স্থানে কাঁঠাল বা শাল গাছের পাতায় রাখা চালের গুঁড়ো র ভিতর সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালান হয়। এটাকে বলে কাচিজিয়ারি (১৬)। তৃতীয় ধাপে, নতুন কাপড় পরে গৃহিণীরা কুলোয় ধান, দুর্বা, আম পল্লব, হলুদ জল, ধূপ ধুনো নিয়ে গরুকে বরণ করে গোয়ালে ঘি এর প্রদীপ ও উঠোনে কাঠের আগুন জ্বেলে রাখে। এর পর বাজনা বাজিয়ে অহীরা গান গেয়ে গ্রামের যুবকেরা গরু জাগরণের জন্য বাড়িতে আসলে, তাদের অর্থাৎ ধাঙারিয়া দের সাথে গৃহিণীরা চালের গুঁড়ো মিশ্রিত পিটুলী গোলা দিয়ে হোলি খেলে স্বাগত জানায় (১৭)।

চতুর্থ ধাপে, অমাবস্যার পর দিন গৃহকর্তা (হিন্দু মতে, স্বামী বা পূজনীয় ব্যাক্তিদের গোঁসাই বলে) জমি থেকে আনা এক আঁটি ধানের শীষ দিয়ে নির্মিত অলঙ্কার গরু মোষ এর শিংয়ে পরান এবং চাষের যন্ত্রপাতি পরিষ্কারের পর পুজো করে ঘরের ছাদে রেখে আসেন। মাঘ মাসের প্রথম দিন সেগুলিকে হাল পুনহার (পরে পৃথক ভাবে আলোচিত হয়েছে) সময় আবার নামিয়ে আনা হয় (১৮)। শেষ ধাপ, গরু খুঁটা। ভাই ফোটার দিন নির্বাচিত গরু মোষ এর গায়ে লাল ছোপ দিয়ে, কপাল ও শিং এ তেল সিঁদুর মাখিয়ে, গলায় মালা ঘন্টা ঘুঙুর বেঁধে তাদের খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। এরপর বাজনা বাজিয়ে অহীরা গান ও নাচের সঙ্গে তাদের উত্তেজিত করলে, সামনে রাখা মৃত গরুর চামড়া দেখে প্রতিপক্ষ ভেবে খোঁটা তে বা গুঁতো তে আসে, তাই এই শেষ ধাপ গরু খুঁটা বা বুটী বাঁধনা নামে পরিচিত (১৯)। এই ধাপের গাওয়া গানের একটি উদাহরণ হল-'এতদিন চরালি ভালা, কোচা খুঁদি রে, আজ তো দেখিব মরদানি, চার ঠেঙে নাচবি,দুই শিঙে মারবি,রাখিবি বাগাল ভাইয়ের নাম....।'

গরইয়া

কার্তিক মাসের প্রতিপদ তিথিতে গৃহকর্তা স্নানের পর গোয়ালে বসে ধূপ, সিঁদুর, আতপ চাল, গাওয়াঘি, পিঠে দিয়ে সামনে রাখা পিঁড়ি র উপরএঁটেল মাটিতে গোঁজা নীলাভ শালুক ফুলকে পুজো করা কে গোহাল পূজা বলে।

গরুর গোয়ালে লাল মোরগ আর মোষের গোয়ালে কালো মুরগী বলি দেওয়া হয়। গরু মোষ এর শিঙে তেল সিঁদুর মাখিয়ে মাথায় ধানের শীষের পরিয়ে গৃহকর্তী উলু দিয়ে গাভী পুজো করে, যাহা 'গরু চুমা' নামে পরিচিত। উৎসবের শেষে সন্ধ্যার সময় চালের গুঁড়োর সাথে পানিয়া নামক লতার রস উঠোনে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে কারো নজর না লাগে। তাই এটা 'চোখ পুরা' নামে পরিচিত (২০)। এই উৎসবটি পুরুলিয়া জেলার কৃষিভিত্তিক উৎসব।

রহিন উৎসব

রোহিন নক্ষত্র ১৩ই জৈষ্ঠ্য পৃথিবীর কাছে আসায় ওই দিন বীজ বপন করলে শস্য উৎপাদন নির্বিঘ্ন হয়, এই বিশ্বাস থেকে পুরুলিয়ার কৃষকেরা এই দিন রহিন উৎসব পালন করে। ভোরে গোবর দিয়ে উঠোন লেপে, আল্পনা এঁকে, স্নান সেরে , ভেজা কাপড়ে মহিলারা মাঠ থেকে মাটির তাল বানিয়ে ঘরের চার কোণে ও তুলসী বেদীতে সাজিয়ে রাখে। এই মাটিকে রহিন মাটি বলে। পুরুষেরা কেলেকড়া ফল নিয়ে এসে কাচা দুধের সাথে মিশিয়ে জিভে ঠেকায়। এই ফল গুলিকে রহিন ফল বলে। আয় বেশি, খরচ কম এরকম বাড়ির সদস্যদের দিয়ে বীজ বোনা হয়। আর বাড়ির ছোট সদস্যরা রং কালি দিয়ে বানর ভালুক সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ ও খাবার সংগ্রহ করে (২১)।

হাল পুনহা

পুরুলিয়া জেলার প্রধানত কুরমী জনজাতি, মাঘ মাসের প্রথম দিন সকালে হলকর্ষণ উপলক্ষে এই উৎসব পালন করে। এর জন্য নতুন পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি হয় বেউনী ও বরহি। গোবরে লেপা পরিষ্কার খামারে তিনটে শাল কাঠ পুঁতে উনুন তৈরি হয়। আতপ চাল, ঘি, গুড়, দুধ, গাঁজা একত্রে উনুনে জ্বাল দিয়ে ঠাকুরের ভোগ রাঁধা হয় এবং গৃহস্থ কৃষক স্নান সেরে সেই ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করে। তারপর বাড়ি, খামার বা জমিতে হাল গরু সমেত আড়াই পাক ঘুরিয়ে তাদের শিঙে সর্ষের তেল মাখানো হয়। এরপর সংগৃহীত গোবরের ওপর আড়াই বার কোদাল কুপিয়ে, গ্রামের কোন গাছের তলায় ঘি,গুড়, সিঁদুর, আতপ চাল দিয়ে পুজো করে পশু বলি দেওয়া হয় (২২)।

নবান্ন

বাংলার কৃষিভিত্তিক উৎসব গুলির মধ্যে প্রায় হাজার বছরের পুরনো সর্বোত্তম উৎসব হল, নবান্ন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন জেলায় এবং বাংলাদেশে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রহায়ন মাসে কাটা আমন ধানের চালের প্রথম রন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করেই নবান্নের অবতারণা (২৩)। নবান্নের অর্থ নতুন অন্ন, আর এই অন্ন পিতৃপুরুষ, দেবতা, কাক দের উৎসর্গ করাই এই উৎসবের রীতি। লোক-বিশ্বাস অনুযায়ী কাকের মাধ্যমে এই খাদ্য মৃত আত্মার কাছে পৌঁছে যায় বলে, এই নৈবেদ্য কে কাকাবলী বলে (২৪)।

অতীতে পৌষ সংক্রান্তির দিন এই উৎসব পালিত হলেও কোথাও কোথাও মাঘ মাসে এই উৎসব পালিত হয়। এই গার্হস্থ্য উৎসবে গৃহকর্তা পরিবারবর্গ সহ নতুন গুড় দিয়ে নতুন অন্ন গ্রহণ করে (২৫)। নবান্ন উৎসবে গ্রামাঞ্চলে হয় গ্রামীন মেলা, যেখানে নাচ গান খাওয়া দাওয়া প্রভৃতির আয়োজন থাকে।

নবান্নের সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কিত উপজাতি সম্প্রদায়ের কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন-(ক) সোহরায় উৎসব: প্রজাপতি, কুরমী, মুন্ডা, ওঁরাও রা পৌষ মাঘ মাসে শীতকালীন প্রধান ফসল ঘরে তোলা উপলক্ষে এই উৎসব পালন করলেও মূলত এটি সাঁওতাল উপজাতির প্রধান উৎসব (২৬), (খ) চামোইনাত: জুম চাষী রা এই উৎসবে মুরগী বলি দিয়ে তার মাংস আর নতুন ধানের ভাত সহযোগে সবাই মিলে ভুরিভোজ করে, (গ) ওয়ানগালা: মেঘালয় ও আসামের গারো উপজাতি নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফসল তোলার পর, ফল ও ফসলের প্রাচুর্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পানাহার ও নাচ গানে এই উৎসব পালন করে (২৭)।

ওনাম

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কেরালাতে নতুন ফসল তোলাকে কেন্দ্র করে যে উৎসব পালিত হয়, তাকে বলে ওনাম (২৮)। এই উৎসবে ঘর সাজানো, আল্পনা দেওয়া, নতুন বস্ত্র পরিধান, রাসাম-পায়াসাম-আভিয়াল-লাল চালের

ভাত-পারিপ্পু কারি দিয়ে অতিথি অ্যাপায়ন, নৌকা বাইচ, বাঘ নৃত্যের আয়োজন প্রভৃতি করা হয়। এটি মালায়ালাম ক্যালেন্ডার বা মালয়ালি জনগোষ্ঠীর নববর্ষের দিন সূচিত করে। এদের বিশ্বাস, এই সময় ভগবান বিষ্ণুর অবতার বামন ও রাজা মহাবলির পূণ্য আগমন ঘটে (২৯)।

পোঙ্গল

তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা প্রভৃতি রাজ্যে ১৫-১৮ জানুয়ারি নতুন ফসল কাটার উৎসব হিসাবে এটি পালিত হয়। পোঙ্গল কথার অর্থ হল, অন্ধকারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন ভাবে আলোর কামনা করা। অনেকের মতে, এই কথার যথার্থ মানে হলো প্রাচুর্যে বা উপচে পড়া। আবার অনেকের মতে এর বাংলা মানে হলো বিপ্লব। যাই হোক, এই উৎসবের মূল আরাধ্য দেবতা হলেন সূর্য ও তাঁরই কাছে সব কিছু উৎসর্গ করা হয় (৩০)।

প্রথম দিন পর্যাপ্ত বৃষ্টির কামনা করে ইন্দ্রের পুজো করা হয়, যা 'ভোগালি পোঙ্গল' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দিন, নতুন ধানের চাল আর দুধ দিয়ে তৈরি পায়েস ভোগ হিসাবে সূর্য দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়, যা 'সূর্য্য পোঙ্গল' নামে পরিচিত। তৃতীয় দিনে হয় গবাদি পশুর পুজো, যা 'মাটটু পোঙ্গল' নামে পরিচিত (৩১)। চতুর্থ বা শেষ দিনে লাল চালের ভাত, হলুদ, পান আর সুপারি দিয়ে পুজো করা হয়, আল্পনা দিয়ে বাড়ি ঘর সাজানো হয়, ধান ঝাড়ার পর পড়ে থাকা অবশিষ্ট খড়ে আগুন জ্বেলে পরিবারের সমৃদ্ধি কামনা করা হয় (৩২)।

লোহরি

পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু, শিখ এবং কিছু মুসলমানেরা এই কৃষিভিত্তিক উৎসবটি পালন করে (৩৩)। পাঞ্জাবি দিন পঞ্জিকার সৌর অংশ অনুসারে উৎসবের দিনটি সাধারণত নির্ধারিত হয় এবং বেশির ভাগই সেটা হয়,১৩ই জানুয়ারি (৩৪)।এই উৎসবে শীতে আগুন জ্বালিয়ে প্রধান ফসল গম, আখ প্রভৃতির চারপাশ ঘিরে নাচ, গান করা হয় (৩৫)। অনেকের মতে লোহরি নামকরণের সাথে জড়িয়ে আছে সমাজসংস্কারক কবির দাসের স্ত্রী লোয়ের নাম।

ভোগালি বা মাঘ বিহু

এটি আসামের অন্যতম কৃষিভিত্তিক উৎসব। বিহু শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মতের মধ্যে একটি হল, বিশু থেকে উৎপন্ন হয়েছে বিহু। এখানে 'বি' এর অর্থ প্রার্থনা আর 'শু' অর্থ শান্তি ও সমৃদ্ধি। জানা যায়,১২২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আহোম' রাজত্ব কালে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিহু উৎসবের সূচনা হয়েছিল। জানুয়ারি (১৪-১৫) বা মাঘ মাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নিজস্ব পোষাকে নাচ-গান-খাওয়া দাওয়া করে এবং সেই সঙ্গে ষাঁড়ের লড়াই, পাখির লড়াই প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। সুঙ্গা পিঠে, তিল পিঠে, নাড়ু প্রভৃতি এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ। ভোগালি কথার অর্থ, ভোগ খেয়ে আনন্দ করা। উৎসবের শেষে আগুন জ্বালিয়ে অগ্নি দেবতাকে প্রার্থনা জানানো হয় (৩৬)।

এ ছাড়া নুয়াখাই, খিচড়ি, উওরায়ন ও তিলগুল হল যথাক্রমে উড়িষ্যা, বিহার, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের প্রধান কৃষিভিত্তিক উৎসব। আলোচিত প্রায় সব উৎসব গুলোই শীত কালে অনুষ্ঠিত হয়, কারণ এটাই যে ফসল তোলার সময়।

উপসংহার

উৎসব হল মানুষের গতানুগতিক একঘেয়েমি জীবনে একটুকরো বৈচিত্র্য। উৎসব পালন হল, জীবনের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা সাময়িক ভাবে ভুলে থাকার একটা অস্থায়ী অবলম্বন স্বরূপ। তাই মানুষ নিজের তাগিদেই উৎসব সৃষ্টি করে, যার ভিত্তি নির্ভর করে দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে থাকা মানুষের শুভ চিন্তা শক্তির উপর। আধুনিক আন্তর্জাতিক গবেষকদের মতে, প্রায় ২৩০০০ বছর আগে প্রথম কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল, খাদ্য উৎপাদনের নিশ্চয়তার তাগিদে। তাই কৃষিভিত্তিক উৎসব করার ব্যাপারে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই, আছে শুধু উৎসব পালনের রীতি নীতি র ফারাক। আর মেলা হল, উৎসবের প্রাণ ভোমরা। উৎসব নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন যে, দিনগত মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী হলেও উৎসবের দিনে সবাই একত্রিত হয়ে বৃহৎ ও মহৎ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

১। ডঃ বঙ্কিম চন্দ্র মাহাতো, ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য, প্রথম বাণী শিল্প শোভন সংস্করণ, জানুয়ারি২০০০,পৃ.১০২।

২। দীনেন্দ্র নাথ সরকার, টুসু ব্রতের উৎস চিন্তা, টুসু ইতিহাস ও সঙ্গীতে,পৃ.১৭।

৩। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পুরুলিয়া, ফার্মা কে.এল. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,২০০৯,পৃ.২৬৬।

৪। দিলীপ কুমার গোস্বামী, সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, পারিজাত প্রকাশনী, বিদ্যাসাগর পল্লী, পুরুলিয়া, প্রথম প্রকাশ, ২৪ ডিসেম্বর,২০১৪,পৃ.৩৮।

৫। তদেব,পৃ.৩৮,৩৯।

৬। মকর পর্বে উৎসবের মেজাজ, আনন্দ বাজার পত্রিকা অনলাইন, প্রথম পাতা, নিজস্ব সংবাদদাতা,ঝাড়গ্রাম,১৫ জানুয়ারি, ২০১৫।

৭। দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্ববৎ,পৃ.৬১।

৮। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পূর্ববৎ,পৃ.২৬৭।

৯। দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্ববৎ,পৃ.৪১-৪৩।

১০। দিব্যজ্যোতি মজুমদার, টুসু ইতিহাসে ও সঙ্গীতে, অ্যাকাডেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা,১৯৮২,পৃ.৫৫।

১১। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলার লোক সাহিত্য ৩ খন্ড, কলকাতা,১৯৫৪,পৃ.১২১।

১২। দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্ববৎ,পৃ.৬৩,৬৪।

১৩। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পূর্ববৎ,পৃ.২৫৫-২৫৭।

১৪। দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্ববৎ,পৃ.৭৩,৭৪।

১৫। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পূর্ববৎ,পৃ.২৬২।

১৬। তদেব, পূর্ববৎ,পৃ.২৬৩।

১৭। তদেব।

১৮। তদেব,পৃ.২৬৪।

১৯। তদেব।

২০। নব কিশোর সরকার, লোকায়ত মানভূম, পুরুলিয়ার কৃষিভিত্তিক লোক উৎসব, প্রকাশক-বঙ্কিম চক্রবর্তী,পৃ.২৩,২৪।

২১। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পূর্ববৎ,পৃ.২৫২।

২২। নব কিশোর সরকার, পূর্ববৎ,পৃ.২০।

২৩। ডঃ দুলাল চৌধূরী সম্পাদিত, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ,একাডেমী অফফোকলোর, কলকাতা,পৃ.৩২১-৩২২।

২৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলার লোক সংস্কৃতি, নেশানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লি,২০০৫,পৃ.৭০-৭১।

২৫। চিন্তা হরণ চক্রবর্তী, নবান্ন, ভারত কোষ, চতুর্থ খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা,১৯৭০,পৃ.১৬০।

২৬। Narendra Kumar Dasgupta–Problems of Tribal Education and the Santals–Bharatiya Adimjati Sevak Sangha–1963–P*f*50*f*

২৭। এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন, 'গারোদের ওয়ানগালা উৎসব', দৈনিক প্রথম আলো(বাংলা দেশের সংবাদ পত্র), প্রকাশক: মতিউর রহমান, সংগ্রহের তারিখ,১৪মে,২০২০।

২৮। Prabha Chopra,Onam-Most important festival of Kerala:held in Chingam(August-September), Encyclopedia of India,1998,P285.

২৯। M.Nazeer,The abiding lore and Spirit of Onam,The Hindu,10August 2010.

৩০। R.Abbas,History of People and Their Environs, S Ganesh and C Bhabani(ed.), Bharathi Puthakalayam, 2011,PP.751-752.

৩১। A Mani,Prakash Pravin,Shanthini Selvarajan,Mathew Mathews(ed.),Singapore Ethinik Mosaic,The Many Cultures,One People,World Scientific Publishing Company,Singapore, PP.207-211.

৩২। Vijay Ramaswamy, Historical Dictionary of the Tamils,Rowman &Littlefield Publishers, PP.274-275.

৩৩। এ বিষয়ে দরকারি বই–Asoka Jeratha,Dogra Legends of Art and Culture,Indus Publishing,1998.

৩৪। Dr.H.S.Singh,Sikh Studies, Hemkunt Press, 2005, P101-102.

৩৫। এই বিষয়ে দরকারি বই–Ramesh K Chauhan,Punjab and the nationality question in India, Deep and Deep Publications,1995.

৩৬। P.S.Sharma ;Seema Gupta,Fairs & Festivals of India,Pustak Mahal,2006,P.25.

একটি মৃত্যুপথ যাত্রী নদীর কথা

ড. মাধব মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, বসিরহাট কলেজ
ই-মেল ঃ madhab.mondal@basirhatcollege.org

এই বঙ্গের চারিদিক বেড়ার মত নদীর জাল বেছানো তবু চলার পথে যদি নদী পড়ে, তবে মুখ বাড়িয়ে নদীটাকে একবার দেখে না — এমন বাঙালী খুজে পাওয়া ভার। ঘুঘু ডাকা ক্লান্ত নীরস দুপুরে নদীর পাড়ে বটের ছায়ায় নিতান্ত খেঁজুরে আড্ডাটাও যে কত সরস হতে পারে, তা ঐ অড্ডায় উপস্থিত রসিক জন ছাড়া অন্য কারও পক্ষে ঠাওর করা সম্ভব নয়। দিশাহীন, বিশৃঙ্খল নদীর স্রোতের মতোন বাঙালীর প্রগলভতা, আড্ডা আসক্তি। গড় পড়তা বাঙালীর চরিত্রের যে দোলাচল তাও বোধহয় নদীগুলির ঘনঘন বাঁক পরিবর্তনের মানবিক প্রকাশ। নদীর পাড় ভাঙ্গা-গড়ার সঙ্গে আমাদের জীবনের টানাপোড়েনকে মিলিয়ে দিয়েও আমরা স্বান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, যে নদী গুলি শত সহস্র বছর ধরে মানব সভ্যতাকে পালন করল, ধারণ করল — তাদেরকে আমরা শুধুমাত্র প্রাণহীন জলধারা হিসাবেই গণ্য করলাম। তারা যে এক একটি জীবন্ত চরিত্র — বেমালুম আমরা সেকথা ভুলে গেলাম। নদী গুলি যেন সপ্তপদীর রিনা ব্রাউনের মায়ের মতো। মানব সভ্যতার অত্যাচার যখন সীমাহীন হয় যে শুধু কেবল নিঃশব্দে মরে যায়। যে কথা বলার জন্য এই গৌরচন্দ্রিকা তা একটি নদীর ধীর অথচ নিশ্চিত মৃত্যুর ভবিতব্যের আখ্যান। নদীটির নাম ইছামতী। 'ইছা'- অর্থাৎ গলদা চিংড়ি এবং 'মোতি' অর্থে প্রাকৃতিক মুক্তো। দুটোই একসময়ে এই নদীতে পাওয়া যেত বলে এই নদীর নাম হয়েছিল ইছামতী। বাগদা, বনগাঁ, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, বসিরহাট — এইসব অঞ্চলের শতশত মানুষের ঘর ভেঙ্গে, কতশত চাষীর স্বপ্নকে ঘোলাজলে পাক খাইয়ে - কত নিস্পৃহ ভাবে বয়ে চলেছে এই নদী। তবুও নদীতীরের মানুষ গুলি এই নদীকে নিয়েই স্বপ্ন বোনে ফিবছর। কোনো নদী কেন্দ্রিক সমাজ জীবনকে বুঝতে গেলে যেমন ঐ নদীকে অনুভব করতে হয় তেমনি ঐ নদীর চরিত্র অনুধাবন করতে গেলে নদীপাড়ের জনজীবনের গতিমুখরতাকে সম্যক ভাবে আত্মস্থ করা উচিত। ইছামতীর তীরে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদেই দেখেছি নদীর পূব ও পশ্চিম পাড়ে জনজীবনে প্রভূত ফারাক। যেমন বসিরহাট শহরের উত্তর দিক দিয়ে নদী পূর্ব বাহিনী। উত্তর দিকে গ্রামীন এলাকা-সংগ্রামপুর, গন্ধর্বপুর, গোপালপুর, টিপি, নিশ্চিন্তপুর, ঘোলা, কাঁটাবাগান, গোবিন্দপুর ইত্যাদি। এক দশক আগের কথা। উত্তর দিকে সন্ধ্যা বেলা পানের দোকানে ভিডিও দেখার ভিড়, ডায়ালেক্ট আলিদা (তুই কনে গিলি), বিয়ে বাড়িতে মাইকে পুরানো দিনের গান বাজে, গ্রামীন জীবন আন্তরিকতায় পরিপুর্ন। ঐ সময়েই দক্ষিনের বসিরহাট শহরেই এই সংস্কৃতি গুলিই নিতান্ত সেকেলে। খেয়া চলাচল যতই বিনে সূতোর মালা গাঁথুক — পথে নদী বিশ ক্রোশ। নিতান্ত ঠেলায় না পড়লে মানুষ সখ করে প্রতিদিন নদী ঠ্যাঙাতে যায় না। ২০০০ সালে বসিরহাটের ব্রীজ হওয়ার পর উভয় পাড়ের মানুষের সহজ যোগাযোগের ফলে ধীরে ধীরে সংস্কৃতিগত পার্থক্য কমে আসে। একটি ব্রীজ উত্তর দক্ষিনকে সমান করে দিয়েছে। ইছামতী নিয়ে সামান্য কাজের সূত্রে আমাকে দলবল —যন্ত্রপাতি নিয়ে বেশ কিছুকাল নদীতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সেই সুবাদে এই অঞ্চলের জনজীবন সংক্রান্ত দু একটি অভিজ্ঞতা না বলে পারছি না। সময়টা ২০০৪-'৫-এর ডিসেম্বর-জানুয়ারী। কাজ করছি স্বরূপনগর থানার প্রত্যন্ত ভেকুটিয়া, নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। আমরা ক'জন নদীর পাড় ধরে সার্ভে করতে করতে যাছি। জ্যাঠতুতো দাদা নৌকাতে ভাত রাঁধছে। নৌকার দায়িত্বে কিশোর মাঝি। হঠাৎ কুকারে সিটি-অমনি মাঝি ভয় পেয়ে নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে- সেখান থেকে পরিমড়ি সাঁতার দিয়ে ডাঙায়। অসহায় দাদাকে নিয়ে নৌকা নিরুদ্দেশের যাত্রায়। মাঝি আর কিছুতেই নৌকায় ফিরবে না। অগত্যা নিরুপায় আমি দড়ি মুখে নদী ঝাঁপিয়ে দাদা

শুদ্ধু নৌকা উদ্ধার করলাম। বেচারা মাঝির কি আর দোষ দেব! সে জীবনে কুকার দেখেনি! মাত্র চোদ্দ বছর আগের কথা! ২০০৬ সালের এপ্রিল —মে মাসের অন্য একটি ঘটনা। স্বরূপনগর থানার কাঁটাবাগানের কাছাকাছি অঞ্চল। সারাদিন কাজকর্মের পর সবাই বেশ অবসন্ন। নদীর ধারে একটা চালা দেখে সেখানে মালপত্র রেখে দাদা ভাত চাপাল। পাশে চাপ চাপ সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। ঠাওর হল এটা পরিত্যক্ত শ্মশান। রাতটা এখানে কাটবে ভেবে কার্বলিক অ্যসিড ছড়িয়ে আমরা এখানে ওখানে শুয়ে বসে আছি। এরমধ্যে দু-এক জন গ্রামবাসী বিকেলে নদীর পাড়ে বেড়াতে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন ইত্যাদি। তাদের মধ্যে একজন কী মনে করে বললেন —আপনারা আমাদের গ্রামের অতিথি — চলুন আমার বাড়ির ছাদে থাকবেন। শ্মশানের তুলনায় ছাদে তো স্বর্গ! জিনিস পত্র নিয়ে চললাম তাঁর বাড়ি। একতলা প্লাস্টার না করা বাড়ি। একটা অঠারো —উনিশ বছরের মেয়ে উঠোনে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। হঠাৎ আমাদের দেখে খানিকটা বিহ্বল হয়ে মুড়ির বাটি ফেলে বাড়ির ভিতরে ছুট দিল। শ্যাম বর্ণা, সুশ্রী বলে মনে হল। যাইহোক গিন্নিকে আমাদের কথা বলে ছাদে থাকার ব্যবস্থা করলেন। অসভ্যের মতো ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম বাক্স বন্দী টিভি সেট, ফ্রীজ। আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার মেয়ের কি বিয়ে? তিনি বললেন কই না তো —কেন? আমি বললাম, 'এলাকায় কারেন্ট আসেনি, অথচ বাড়িতে টিভি, ফ্রীজ — তাই'! ভদ্রলোক বললেন, ' ও! আসলে বাজারের যা অবস্থা ! পরে যদি দাম বেড়ে যায়- তাই কিনে রেখেছি। কারেন্ট তো একদিন আসবেই'। আমার বলার উদ্দেশ্য- তাঁর নির্মোহ, সরল, অকৃত্রিম আন্তরিকতা। বাড়িতে অবিবাহিতা মেয়ে। অজ্ঞাতকূলশীল পাঁচ-ছ জনকে, কে কোন ভরসায় বাড়িতে জায়গা দেবে? না দেওয়াই স্বাভাবিক। মনের সব দম্ভ দুমড়ে মুচড়ে গেল। মনুষ্যত্বর নতুন পাঠ নিলাম সেদিন। হয়ত এই রকম সরল বিশ্বাস বোকামি। কিন্তু এরকম মুষ্টিমেয় কয়েক জন বোকারাই মানুষের প্রতি বিশ্বাস না হারানোর প্রদীপটাকে আজকের দিনের ঝড়ের রাত্রিতেও জ্বালিয়ে রেখেছেন। আর একদিন। ইদের ক'দিন আগে নদীর তীরে বসে আছি। এক মাঝি অপর জনকে বলছে, ' ভাই ইদে ভাবিকে কি দিবা?' অন্য জনের খেদোক্তি, 'আর কইও না। অনাকে একটা সুতির ছাপা দিচি- তা অনার পছন্দ হয় নাই। অনার চকরবকর রং চাই। আমি মনে মনে কইলাম- মাগী তুই আজ শুধু রং দেখলি -সুতো চিনলি নে'? অন্য মাঝি উত্তর দিল, 'ওনাদের কে কবে সন্তুষ্ট করতি পারল'? শুনে চমকে উঠলাম- এই প্রচার সর্বস্বতার দিনে, ভিতরে রদ্দি মালকে সুন্দর প্যাকেজিং- এ প্রত্যহ লোকঠকানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় — আমরা নিজেদের ঠকাচ্ছি না তো? আর নারী-পুরুষ নিরবিশেষে সন্তুষ্টি? সোনার পাথর বাটি!

বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম্য অঞ্চলে মানুষের সময় সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা। অনেকটা নদীর জল প্রবাহের মতো বয়ে চলেছেই তো চলেছে। সেখানে বিরাম আছে —অবকাশ আছে — আছে ঘড়ির কাঁটাকে চুপ করিয়ে রাখার মায়াবী দক্ষতা — জীবনে নেই বিশেষ তাড়া, তাড়না। নিশ্চিন্তপুর গ্রাম,-২০০৫-এর ডিসেম্বর মাস। হিসেবের টাকার টান পড়েছে। চারঘাটে দিদির বাড়ি। পথের খোঁজে যার কাছে জিজ্ঞাসা করি —উত্তর দেয়- ঐ তো সামনে —পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিট-পাঁচ মিনিট করে পাক্কা এক ঘন্টা হাঁটার পর দিদির বাড়ির দরজায়। বুঝলাম সময় ও জলের স্রোত জায়গা বিশেষ থামে। তবে থামানো জীবন দর্শন পেলাম নদীর পাড় থেকেই। সকালে নদীর পাড় ধরে আলু কিনতে যাচ্ছি। ঠাকুমা —নাতির বিতর্ক কানে আসতে থেমে গেলাম। আম গাছে দোদুল্যমান নাতি! ঠাকুমা তাকে সকালে পড়তে বসার জন্য আকুল মিনতি করছেন। উত্তরে সে বলে- পড়ে কি করব? কেন- দাদা চাকরি করবি। চাকরি করে কি করব? কেন অনেক টাকা পাবি। টাকা কি করব? বড় এক বাড়ি করবি। বাড়ি তো আছে- বাড়ি নিয়ে কি করব? নতুন বাড়িতে দোলনা খাটিয়ে আমি আর তুই দোল খাব। উত্তরে সে বলল-আমি তো এমনি দোল খাচ্ছি —তবে ওত কাজের কি দরকার? এই জীবনাদর্শন অধিকারের এক মাত্র সর্ত হল নিজের বাসনায় আগুন দেওয়া —চাহিদায় লাগাম পড়ানো। বস্তুত পক্ষে মানুষের সর্বগ্রাসী চাহিদার অনলে প্রকৃতি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ইছামতী তার ব্যতিক্রম নয়।

পরে দিন বিকেল বেলা। নদীর পাড়ে বসে দূরে নিভন্ত সূর্যটাকে দেখছি। হিমেল হওয়া ধীরে ধীরে চারিদিকটাকে ঘিরে ধরছে। এক বৃদ্ধ ধীর পদবিক্ষেপে আমার পাশে এসে বসলেন। অসংকোচে বললেন- দাদু ভাই বিড়ি খাবা? বৃদ্ধের ক্ষয়াটে চেহারা, ভাঙ্গাচোরা মুখ, শূন্যদৃষ্টি দেখে না বলার সাহস পেলাম না। দোনামোনা করে হাতটা আপনি উঠে এল। বললাম কিছু বলবেন? বৃদ্ধের চোখ দুটি দপকরে জ্বলে উঠে পরক্ষনে অসহায় ভাবে নিভে গেল। বললেন, 'দাদু ভাই, এমন মাপ দেবা যেন ওপারের সব জমি কাটা পড়ে। হারামিরা আমার জমিতে খাচ্ছে আর আমার দিকে পোদ নাচাচ্ছে। আমার সব্বস্ব এই হারামি নদী খেই নেচে -আমার সব শেষ, সব'। বলেই বৃদ্ধ হাউ হাউ করে বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমাকে সরকারী আধিকারিক ভেবে তাঁর এই আর্তি। ডিসেম্বরের সন্ধ্যার কুয়াশা —বৃদ্ধের হাহাকার — নদীর অবিরাম কলধ্বনি- সব মিলে মিশে একাকার হয়ে নিভন্ত সূর্যের সাথে দিগন্তে হারিয়ে গেল। শুধু যেন মানুষের অগনিত চাহিদার দিকে আঙ্গুল তুলে চরাচরকে খানখান করে প্রতিধ্বনি ফিরে এল —হারামি....হারামি ....।

নদীর পাড়ের সেই জ্বলন্ত হাহাকার থেকে পালিয়ে ক্লান্ত পায়ে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ফিরে এলাম। রাতের আশ্রয়। মোম বাতির আলোয় দিনের কাজকর্ম বুঝে নিয়ে ক্রস প্রোফাইল গুলি আঁকতে বসেছি। বাকিরা শ্রান্ত হয়ে কম্বলের নীচে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ বাইরে উচ্চকিত কলরব- 'বের কর শালাদের, মার শালাদের' ইত্যাদি আরও কুকথা। বাকিদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি আর দাদা সভয়ে প্লাস্টিক ঘেরা বারান্দা থেকে বাহিরে বেরিয়ে এলাম। শুরুতে অগ্নিবর্ষণ- 'শালা নদী কাটবি তো আগে বলিস নি কেন। তালি এবার ধান রোতাম না। সরকারি টাকার শ্রাদ্ধ করচিসআর আমাদের বীচ মারছিস, ব্যাপারটা বোধগম্য হল। নদীর চরের ফলন্ত ধান ড্রেজিং-এর সময় হয়ত কাটা পড়ায় এবারও তাঁরা সেই সর্বনাশের সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। বলার চেষ্টা করলাম এ সব ব্যক্তিগত পড়াশুনো-সরকারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাইহোক সেযাত্রা পরিত্রান পেলাম। আসলে এ সবই নদীতীরের অসহায় মানুষের নিরাপত্তাহীনতার বহিঃপ্রকাশ। এ নিরাপত্তাহীনতা নদীর পাড় ভাঙ্গনের, নদী প্লাবনের। এ নিরাপত্তাহীনতা আবার নদীকে হারিয়ে ফেলারও। যদি প্রশ্ন করি- এর কারন কী? নদী তো এমন ছিল না। যে পথে বজরায় সওদাগরেরা যেত বানিজ্য করতে-সেই ইছামতী নদী আজ কেন ক্ষীনকায়া মৃত্যুপথ যাত্রীনি। কী তার কারন?

নদীবিজ্ঞানের গোড়ার কথা: ইছামতীর সমস্যার উৎস সন্ধান

নদীভূগোলে সকল নদী প্রণালী (system)-কে দুটিভাগে ভাগ করা যায়, 'কনট্রিবিউটিং রিভার সিস্টেম' (contributing river system) ও 'ডিসট্রিবিউটিং রিভার সিস্টেম' (distributing river system)। প্রথম ক্ষেত্রে একাধিক নদী পরস্পর জল, পলি, শক্তির যোগান দিয়ে একটি বড় নদীর জন্ম দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বড় নদীটি তার জলকে বিভিন্ন ধারায় ভাগ করে একাধিক নদীর সৃষ্টি করে। যেন একটি মূল সমেত পাতাহীন বৃক্ষ যার মূলতন্ত্রটি 'কনট্রিবিউটিং রিভার সিস্টেম', কাণ্ডটি মূল নদী এবং পত্রহীন শাখাপ্রশাখা 'ডিসট্রিবিউটিং রিভার সিস্টেম'। ইছামতী 'ডিসট্রিবিউটিং রিভার সিস্টেমের' অন্তর্গত। পদ্মা নদী থেকে আগত মাথাভাঙ্গা নদী পাবাখালি (কৃষ্ণগঞ্জ থানা, নদিয়া, টোপোসীট নং: ৭৩ বি/১২) —তে এসে দুটি শাখায় ভাগ হয়েছে। একটি চুর্নি (মতান্তরে খাল) নাম নিয়ে পশ্চিম বাহিনী হয়ে গঙ্গায় পড়েছে। অপরটি ইছামতী নাম নিয়ে দক্ষিন বাহিনী হয়েছে। দক্ষিন দিকে বিভিন্ন স্থানে এনদীর বিভিন্ন নাম। উৎস থেকে হিঞ্জলগঞ্জ অবদি ইছামতী, গোসাবা পযন্ত কালিন্দী, তারপর যথাক্রমে হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। উৎস থেকে মোহনা পযন্ত নদীর দৈর্ঘ্য ৩২৭ কিমি। জলপ্রবাহ, গতিবেগ, অন্যান্য জ্যামিতিক বৈশিষ্য অনুসারে এই নদীর সমগ্র গতিপথকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, মৃত গতিপথ (মাঝদিয়া থেকে কালাঞ্চি), মৃতপ্রায় গতিপথ (কালাঞ্চি থেকে বসিরহাট) এবং গতিশীল গতিপথ (বসিরহাট থেকে মোহনা) বর্তমান আলোচনার পরিসর মৃতপ্রায় অংশেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে। কারণ এই অংশটি একটি 'ট্রানজিশান লোকেসান',

যেখানে একই প্রাকৃতিক পরিবেশে নদীর 'রেজিম' —এর পরিবর্তন ঘটে চলেছে অবিরত। সেই হিসেবে নদীপাঠে এই অংশটি একেবারে ইউনিক।

পাবাখালি রেলব্রীজ তৈরীর আগে পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু গোল বাঁধল রেলব্রীজ তৈরীর হওয়ার পর। রেলব্রীজের থাম তৈরী করার সময় নদীর বুকে যে মাটি খোঁড়া হয় তা পরিষ্কার না করে নদীর বুকেই রেখে দেওয়া হয়। সাধারন মানুষও ঐ মাটি তোলার উদ্যোগ নেননি। পরবর্তী কালে ঐ জমে থাকা মাটি নদীর জলস্রোতকে বাধা দিয়ে ঐ স্থানে পলি সঞ্চয়নকে তরান্বিত করে। এরফলে নদীর বেড- লেভেল ধীরে ধীরে উঁচু হতে থাকে।

বর্তমানে চুর্নির বেড লেভেল অপেক্ষা ইছামতীর বেড লেভেল প্রায় চার মিটার উঁচু। এর ফলে দেখা গেল মাথাভঙ্গা নদী থেকে যে জল ইছামতীকে পুষ্ট করত, তা এখন ইছামতীতে প্রবেশ না করে চুর্নি নদীতে চলে যাচ্ছে। 'ডিসট্রিবিউটিং রিভার সিস্টেমের অন্তর্গত কোনো নদীর আয়ুষ্কাল নির্ভর করে উৎস নদী ও মোহনা- উভয় থেকে প্রাপ্ত জলের উপর। উৎস নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ইছামতী নদীর উপরের অংশে কেবল বর্ষা কালে জল থাকে এবং নিম্ন অংশটি শুধুমাত্র জোয়ারের জলে পুষ্ট একটি নদীতে পরিনত হয়েছে। কিন্তু নদীর নিম্ন অংশের বিশেষ ভূমিব্যবহার ইছামতীর জোয়ারের জলেও থাবা বসিয়েছে। এই উভয় সংকটে নদী আজ দিশাহারা।

নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ভূমিব্যবহারের ধরন: নদীর উপরে তার প্রভাব

ইছামতী নদীর উভয় তীরে ৫০০মি বাফার অঞ্চলের ভূমিব্যবহারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে IRS P6 LISS রিমোট সেনসিং ডেটা (4 SPECTRAL BAND– GREEN– RED– Nnir o swir– B23 5m spatial resolution– 24 dy rept cycle– map scale 1-5000) থেকে। কালাঞ্চি থেকে বসিরহাট পর্যন্ত নদীকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অঞ্চল (০-২০কিমি): নদীর ক্ষেত্রফল ১৭৫৩ বর্গ মি, বা ৫.৬%, কৃষি জমি ৯১১৮৬২ বর্গ মি, বা ৩৭.৮৯%, দ্বিতীয় অঞ্চল (২০- ৩৫কিমি): নদীর ক্ষেত্রফল ২৬৬৪ বর্গ মি, বা ১১.২৫%, কৃষি জমি ৫১৯৬ বর্গ মি, বা ২১.৯%, ভাটার জমি ৯৩১ বর্গ মি, বা ৩.৯%, তৃতীয় অঞ্চল (৩৫-৬০কিমি): নদীর ক্ষেত্রফল ১১৯৫২ বর্গ মি, বা ২৮.২৬%, কৃষি জমি ৫৬০০ বর্গ মি, বা ১৩.২৪%, ভাটার জমি ৪০৬৬ বর্গ মি, বা ৯.৬১%। অর্থাৎ, কালাঞ্চি থেকে বসিরহাটের দিকে নদীর ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে কৃষি জমির পরিমান হ্রাস পেয়েছে ও ভাটার জমি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইঁট ভাটা ও ইছামতী নদী

আমরা পুকুর চুরির নাম শুনেছি। কিন্তু নদী চুরি দেখতে গেলে ইছামতী দুই পাড় ধরে হাটতে হবে। বসিরহাট থেকে মালঙ্গপাড়া পর্যন্ত প্রায় তিন শতাধিক ইঁট ভাটা আছে নামে- বেনামে। ভাটা গুলি নদীর দুই পাড়ে ডককেটে নদীর জোয়ারের জল টেনে নেয়। এই ডকে জোয়ারের জলে বয়ে আসা পলি জমা হয় যা ইঁট তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। সামগ্রিক ভাবে ভাটাগুলি প্রতিদিন গড়ে ২৩৪৩৭৫০০ লি. জল টেনে নেয় যা মোট জলের ০.১৮%। পাশাপাশি নদীর সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছে নদীর দুই পাড় বরাবর নদী বাঁধ। জোয়ারের জলের হাত থেকে ভাটার জমিকে বাঁচানোর জন্য এই বাঁধ নির্মান করা হয়েছে। জোয়ারের জল নদী ছাপিয়ে দুই তীরে ছড়িয়ে পড়লে নদীর পলি পার্শ্ববর্তী জমিতে জমা হয়ে ভূমিকে উঁচু করত। কিন্তু বাঁধ দেওয়ার ফলে পলি নদী খাতে জমা হয়ে নদীর তলদেশকে উঁচু করছে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে নদী জল ধারণ ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য বাঁধ গুলিকেও ক্রমাগত উঁচু করতে হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন যে, জায়গায় জায়গায় নদীর বেড লেভেল পার্শ্ববর্তী জমি থেকে উপরে উঠে আসার জোগাড় হয়েছে। নদীর জলধারন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় অল্প বৃষ্টিতেই স্বরূপনগর, বসিরহাটে জলমগ্নতার সৃষ্টি হয়।

রিভার পাম্প ও কৃষিজমি

মোটামুটি টিপির (এখানে যমুনা ইছামতীতে মিশেছে) পর থেকে মার্চ- মে মাস বাদ দিয়ে বছর ভর ইছামতীর

জল কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। স্বরূপনগর ব্লকেই প্রায় পঁচিশটি রিভার পাম্প আছে (অশ্ব ক্ষমতা ২৪.৫)। দেখা গেছে তেঁতুলিয়া ব্রীজ থেকে উর্দ্ধ মুখে দৈনিক প্রায় ২৯২৮৯৬. ১০৪ লি. জল প্রবেশ করে (আগস্ট মাসের হিসাব। শীত বা গরমে এর পরিমান আরও কম হয়)। রিভার পাম্প গুলি সামগ্রিক ভাবে প্রতিদিন নদী থেকে গড়ে ১০০৭১ . ১০৪ লি. জল সংগ্রহ করে।

ব্রীজ ও ইছামতী নদী

ইছামতী নদীতে কালাঞ্চি থেকে বসিরহাটের পর্যন্ত অংশে তিনটি ব্রীজ আছে। কালাঞ্চি ব্রীজ, তেঁতুলিয়া ব্রীজ ও বসিরহাট ব্রীজ। বাদুড়িয়াতে একটি ব্রীজ শেষ হওয়ার মুখে। নদীর জোয়ার —ভাটার স্রোত ব্রীজ গুলির থামে বাধা পায়। এই বাধা প্রাপ্ত জল স্রোত স্থানীয় ভাবে ঘূর্নন (টারবুল্যান্ট) সৃষ্টি হয় যা থামের উভয় দিকে পলি সঞ্চয়ে সাহায্য করে। ফলে নদীর গভীরতা ও চওড়া উভয়ই কমে যাচ্ছে। তেঁতুলিয়া ব্রীজের উভয় দিকে পুরাতন বৃক্ষরেখা থেকে বোঝা যায় নদী সেই সময় চওড়া ছিল প্রায় ১৫০ মি। এখন তা মাত্র ৩০ মি।

নদীর হাইড্রোডায়নামিক বৈশিষ্ট্য

কোনো সজীব মানব দেহতন্ত্র যেমন রক্ত ছাড়া কল্পনা করা যায় না তেমনি জল বিহীন নদীও কষ্ট কল্পনা। জলই হল নদীর প্রাণ — যে প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত স্নেহের ধারায় সযত্নে লালিত হয় কত ছোটো প্রাণ সব — ভোলা, তোপসে, পার্সে , বাঁশপাতা, ন্যাদোশ, কালো গুলে, ভেটকী- কত শত। তাদের কলতানে মুখরিত হত নদীর নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগেও বাদুড়িয়াত্রেও দেখা যেত শুশুকদের। কুয়াশার মত পাতা জাল, ইট ভাটা, রিভার পাম্প সব কিছুর প্রভাবে নদীর জলে আজ টান পড়েছে। বসিরহাটে জোয়ারের প্রবাহমাত্রা ৮৮২৩৬০ কিউসেক। মাত্র ৩৩ কিমি উজানে তেঁতুলিয়া ব্রীজের কাছে প্রবাহমাত্রা কমে মাত্র ১৩৬০০কিউসেক। নদীর ড্রেনেজ ক্যাপাসিটি সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হল টাইডাল প্রিজম। ইছামতীর বিভিন্ন স্থানে টাইডাল প্রিজম প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম এবং তা মোহনা থেকে উৎসের দিকে ক্রমহ্রাসমান। যেমন বসিরহাটে গনণাকৃত মান ২৯.৯৮ এবং কাম্যমান ৪০.২৪। বাদুড়িয়ার সফররাজপুরে এই মান যথাক্রমে ১৫.৫৩ ও ২৪.০৫, কালাঞ্চিতে ৩.৩২ ও ৪.০১। অর্থাৎ বসিরহাট থেকে কালাঞ্চিতে টাইডাল প্রিজমের হ্রাস হয়েছে ৮৮.৯৮%। নদীর কর্মক্ষমতার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক হল স্পেসিফিক (specific) এনার্জি এবং সংশ্লিষ্ট ক্রিটিক্যাল ডেপথ ক্রিটিক্যাল ডেপথএর উপরে সাব —ক্রিটিক্যাল প্রবাহ এবং নীচে সুপার —ক্রিটিক্যাল প্রবাহ ঘটে থাকে। বসিরহাটে ভরা নদী খাতে নদী বক্ষ থেকে ক্রিটিক্যাল ডেপথএর উচ্চতা ১.১৭ মি কিন্তু তেঁতুলিয়াতে এই মান ০.৬৫ মি। অর্থাৎ তেঁতুলিয়ার তুলনায় বসিরহাটে নদী নিয়ন্ত্রন কারী সুপার —ক্রিটিক্যাল প্রবাহ বহুগুন বেশী। শুধু তাই নয়, বসিরহাটে নদীর স্থিতিশক্তির মান ৩.৪ কিন্তু তেঁতুলিয়াতে এই মান ২.০২। বসিরহাটে থেকে তেঁতুলিয়াতে স্থিতিশক্তির হ্রাস ১.৩৮ এবং মোট হেড লস৪.২ মি বা ৩৮.২%।

ফলাফল

নদী খাতের প্রধান দুটি রূপগত বৈশিষ্ট্য হল দৈর্ঘ্য বরাবর রূপরেখা (long profile) ও প্রস্থ বরাবর রূপরেখা (cross profile)। নদী ভূগোলে বলা হচ্ছে নদী তার দুটি রূপরেখাকে সর্বদা পর্যায়িত ঢাল বা গ্রেড স্লোপ (grade slope) —এ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ইছামতী নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর রূপরেখার আকৃতি কচ্ছপের পিঠের মতো। পর্যবেক্ষিত বেড লেভেল ও গণনাকৃত পর্যায়িত ঢাল পরস্পরকে ২৫ কিমির আশেপাশের অঞ্চলে ছেদ করছে। কালাঞ্চি থেকে বসিরহাটের দিকে মোটিমুটি ২৫ কিমির আশেপাশের অঞ্চলে নদীর বেড লেভেল পর্যায়িত ঢালের উপরে এবং এখান থেকে বসিরহাট পর্যন্ত অংশে নদীর বেড লেভেল পর্যায়িত ঢালের নীচে অবস্থান করছে।। এর অর্থ কালাঞ্চি থেকে ছেদ বিন্দু পর্যন্ত নদী মজে গেছে এবং এখান থেকে বসিরহাট পর্যন্ত অংশে নদীর অবস্থা কিছুটা ভাল। এই বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য ২০০৪, ২০১২ ও ২০১৫ সালের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি বছরের

জন্য একটি করে ছেদ বিন্দু পাওয়া গেছে এবং এই ছেদ বিন্দু গুলি অর্থাৎ মজে যাওয়া অংশটি ধীরে ধীরে মোহনার দিকে এগিয়ে আসছে। অগ্রসরনের হার বছরে ৩৩.৩ মি এবং নদীর তলদেশও প্রতি বছর ৩৩.৩ সেমি করে উঁচু হচ্ছে। পর্যায়িত ঢালের প্রকৃতি নির্ধারনের জন্য একটি গাণিতিক নির্দেশিকা আছে —তা হল ডেভিয়েসান ইন্ডেক্স (deviation Index)। এর মান ১ হলে ঢালটি পর্যায়িত অবস্থায় আছে বলে মনে করা হয়। ২০০৪ সালে ইছামতীর দৈর্ঘ্য বরাবর রূপরেখার ডেভিয়েসান ইন্ডেক্স-এর মান ১.৬১ এবং ২০১২ সালের মান হল ২.০৬। অর্থাৎ ইছামতীর দৈর্ঘ্য বরাবর রূপরেখার ঢালটি পর্যায়িত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

নদী খাতের প্রস্থচ্ছেদ হল গভীরতা ও প্রস্থের গুনফল। বসিরহাট থেকে কালাঞ্চির দিকে নদীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হঠাৎ হ্রাস পেয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে মোহনা থেকে দেশের অভ্যন্তরের দিকে নদী খাতের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হ্রাস পায়। কিন্তু ইছামতী নদীর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অসামঞ্জস্যপূর্ন। কোনো জীবদেহ যখন স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায় তার প্রতিটি অঙ্গ সমানুপাতে বিকশিত হয়। ইছামতী নদীর ক্ষেত্রে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হ্রাস বা বৃদ্ধির সঙ্গে নদীর গভীরতা ও প্রস্থের একই অনুপাতে হ্রাস বা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কালাঞ্চিতে নদীর প্রস্থ ৩০মি। ৫৫ কিমি দূরে বসিরহাটে নদীর প্রস্থ প্রায় ৩০০মি প্রস্থ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৯০০%। বসিরহাটের কাছে তপাচরে নদীর প্রস্থ প্রায় ৫০০মি। এখানে প্রস্থ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৫০০%। কিন্তু গভীরতা বৃদ্ধির হার মাত্র ৩৪০%। ২০১২ ও ২০১৫ সালের মধ্যে নদীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের হ্রাস বেশ চোখে পড়ে —কালাঞ্চি ৮০বর্গ মি. (২০১২) ও ৮০বর্গ মি. (২০১৫), তেঁতুলিয়া ২৪০বর্গ মি. (২০১২) ও ১৩০ বর্গ মি. (২০১৫), ফরিদকাটি (বাদুড়িয়া) ৫২০বর্গ মি. (২০১২) ও ৪৬৫ বর্গ মি. (২০১৫), হরিশপুর ১০৪০ বর্গ মি. (২০১২) ও ৮৩০ বর্গ মি. (২০১৫), বসিরহাট ব্রীজ ১৩৬০ বর্গ মি. (২০১২) ও ১০৮০বর্গ মি. (২০১৫)।

এগুলি হয়ত সবই নীরস তথ্যে কচকচানি কিন্ত হয়ত এরই মধ্যেই লুকিয়ে আছে হাঁকোর, নাওভাঙ্গা প্রভৃতি সহোদরাদের মত ইছামতীরও মৃত্যুর পদধ্বনি। নদী সবই জানে কিন্তু নদী তো আর কথা বলে না! নিকট আত্মীয়দের নিষ্ঠুর চক্রান্তে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে দুই শিশু পুত্র-কন্যার হাত ধরে ঘর খুঁজতে বেরিয়ে ইছামতীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে দিগন্তে অপসৃয়মান ভাগ্যাহত ব্যক্তির মতোই ইছামতী আজও নিঃশব্দে বয়ে চলেছে কুয়াশাচ্ছন্ন নিরুদ্দেশের যাত্রায়।

তথ্যসূত্র:

- Mondal, M., Satpati, L. N. (2019): Human intervention on river system: a control system—a case study in Ichamati River, India, Environment, Development and Sustainability (2020) 22:5245–5271 https://doi.org/10.1007/s10668-019-00423-3
- Mondal M, Ghosh S, Satpati L N (2018). Optimum cross section index (OCI): a new approach for identification of an optimum channel—a case study of the Ichamati River, India, Arabian Journal of Geoscience, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, NewYork, 11:333, https://doi.org/10.1007/s12517-018-3667-3
- Mondal, M., Satpati, L. N. 2017. Hydrodynamic Character of Ichamati: Impact of Human Activities and Tidal Management (TRM), W.B., India. Indian Journal of Power and River Valley Development, Vol. 67, 3-4, March-April.
- Mondal, M., Satpati, L. N. 2016. Changing Character of Pool-Riffle Sequence: A Quantitative Representation of Long Profile of Ichamati, India. Indian Journal of Power and River Valley Development, Vol. 66, Nos.1 &2, Jan.-Feb., pp.14-21.
- Mondal, M., Ghosh, S., Satpati, L. N. 2015. Character of Cross –Profiles with respect to the Optimum Channel Cross sections in the Middle reach of the Ichamati River of West Bengal, India. Transactions, Vol.38, No.2, 2016, pp. 201-214.
- Mondal, M., Satpati, L. N. 2015. Long Profile Analysis of Ichamati River With the Help of Best Fit-Curve, India, Indian journal of Geomorphology, Vol. 20(2), July-Dec. pp. 109-124.
- Mondal, M., Satpati, L. N. 2014: Morphodynamic Variables and Character of the Long Profile of Ichamati river in North 24 Parganas District of West Bengal, Geographical Review of India. Vol.-76., No.-4, Calcutta, pp. 347 – 359.
- Mondal, M., Satpati, L. N. 2013. Evaluation of the Character of Long Profile vis-à-vis Discharge Patterns of the River Ichamati in a Selected Stretch of North 24 Parganas District, India, Indian Journal of Power and River Valley Development, 63, 11-12, pp.183-188.
- Mondal, M., Satpati, L. N. 2012. Morphodynamics Setting and Nature of Bank Erosion of the Ichamati river in Swarupnagar and Baduria blocks, 24 Parganas (N), W.B. Indian Journal of Spatial Science.Vol.-3.No.-1&2. pp. 35 – 43
- Mondal, M. 2011. Bank Erosion of the Ichamati river: The hazard, its Management and Land Resource Development in Swarupnagar and Baduria CD Blocks of North 24 Parganas District, W. B. Geographical Review of India. Vol.-73., No.-4, Calcutta, pp. 391 – 399
- Mondal, M. 2010. Long Profile of The River Ichamati And Intervention of Man, Practising Geographer (Journal of the Indian Geographical Foundation), Vol.-15. No.-1. Summer 2011

DOMESTIC VIOLENCE : A RISING ISSUE

Dr. Aisharya De
Assistant Professor, Chandraketugarh Sahidullah Smriti Mahavidyalaya
E-mail : aisharyade@gmail.com

ABSTRACT

Domestic violence has become a global issue. Domestic violence is defined as the systematic pattern of abusive behaviors in a relationship that are used to gain and /or maintain control and power over another person. (Domestic Abuse project, 2016). It is a social construction based on a societal consensus about the rules and rights of men and women. (Krahe Barbara, 2017). Domestic violence affects all who are exposed to it, whether perpetrators, victims and child. Especially during the period, when India was facing disastrous impact of corona virus, there was an exponential rise in the domestic violence against women causing serious threats to human rights, including the health rights of women and children. This systematic review helps to present an analysis of the adverse physical, psychological and psychosocial impacts of domestic violence on children who witness it using literature review. This study also summarizes current research to highlight the adverse gender impact, right now India is facing. However more research on therapeutic intervention is required in this direction.

KEY WORDS: - domestic violence, gender, inequalities, children, lockdown, women, therapeutic interventions.

INTRODUCTION

Domestic violence includes actual abuse or the threats of abuse. It is not only a law and order problem, rather a deep routed socio cultural problem. It has a far reaching effect on family life and life of children. Children who are exposed to domestic violence are considered to be at a higher risk for problems for their holistic development. Usually by domestic violence we understand domestic aggression towards women and girls. (Sheela Saravanan, 2000), because of gender relations which assume men to be superior to women and causes domestic violence against women. Especially during this period of lockdown, the traditional gender biased roles of women as primary care giver puts them at higher risk when they are sharing same space and periphery with their perpetrators. This pandemic has caused an exponential rise in the violence against women. The present study will examine the causes and consequences of domestic violence on social structure and will aim at suggesting few therapeutic measures keeping in view the present pandemic situation to sensitize the whole society.

AIMS OF THE STUDY

The present article aims:

- At studying various non fatal adverse physical, psychological and psycho social effects of domestic violence on child.
- At studying the reasons behind an increasing number of domestic violence incidents during the time of pandemic.
- At studying different suitable therapeutic interventions during the period of crisis

SIGNIFICANCE OF THE STUDY

Violence is widespread within the family. This is a myth that physical violence occurs rarely in the family. Rather the fact is more often domestic violence occurs between family

members than between any others. One of the myths that are furthest from the actual state of affairs is what we call the myth of family non violence, even if it is the little recognized fact of life. (Steinmetz and Straus, 1973). Gelles (1974) pointed out that there is a sharp contrast to the picture of the family as the source of love, sympathy, understanding, an unlimited support as well as a source of assaults, violence and murder. On the contrary to the fact that family is harmonious and supportive institution, family displays a varying degree of violent acts ranging from the punishment of children to slapping, hitting, throwing objects and sometimes homicidal assaults by on member of the family on another. However the semi sacred nature of the family has always led its members to believe that physical and emotional conflicts do not constitute violence. In reality, home is a place where the women are most vulnerable. Especially during this present time of pandemic, women were at grave dangers when they were locked with their abuser with little or restricted mobility. From this perspective the above study is very significant to analyze the present gender discrimination, inequalities, oppressions and the adverse impacts of child brought about by deep routed gender disparities.

METHODOLOGY

The chosen method for this study is systematic review. Systematic review is the critical assessment and evaluation of all research studies that address a particular issue. (As per the Agency for Healthcare research and Quality through the U.S. Department of Health and Human Services). This method uses a set of specific criterion and locates, assembles and evaluates a body of literature such as books notes, magazines, articles and results of previous studies on a particular topic. It is an organized method. This method uses databases to search for relevant articles, documents, online accessible journals and review articles to gather a broader understanding and depth of knowledge surrounding the topic covering the following thematic areas, as :

- Concept of domestic violence and why is it interlinked with violence against women.
- What are the adverse physical. Psychological and psychosocial impacts of domestic violence on child who witness it.
- How and why the causes of domestic violence have been increased during recent pandemic situation.
- What are few therapeutic care services that can be provided to the victims so that she can feel safe, respected and qualitatively informed.

THEMATIC AREA 1: DOMESTIC VIOLENCE

Domestic violence has been defined as “all actions by the family against one of its members that threatens the life, body, Psychological integrity or liberty of the member. (Anthony & Miller, cited in Adriana Gomez, 1996). Glass defined domestic violence as “anything that is experienced as fearful, controlling and threatening when used by those with power (invariably men) against those without power. “ (Mainly women and children). (Ravindran, 1991). Kaur, R and Garg, S. (2008) pointed out that domestic violence is common across culture, religion, class and ethnicity. Domestic violence can be described as the power misused by one adult in a relationship to control another. This violence can take the form of physical assault, psychological abuses, social abuse, financial abuse or sexual assault.

Domestic violence includes not only inter spousal violence, but also violence perpetrated by other family members. (Karlekar, 1995). Therefore, domestic violence is not exclusive to physical violence only, but includes other

form of abuse, such as, sexual, social, psychological, economic and spiritual. (Mouzos & Makkai, 2004). 6. Within a family, these expressions of violence take place in a man woman relationship. Usually by domestic violence we understand domestic aggression towards women and girls due to various reasons. (Sheela Saravanan, 2000).

I. WHY DOMESTIC VIOLENCE IS INTERLINKED WITH VIOLENCE AGAINST WOMEN

Generally unequal gender power relations and discrimination against women and girls are the root causes of violence against women. (UN Women, forth coming, UN Women, 2018, our Watch et. al; 2015). In almost all societies around the world, men have greater access to power, status, opportunities and resources than women and people of other genders. (World Economic Forum, 2014). Research suggests that in many countries physical violence is accepted as a form of discipline for women who do not fulfill their roles of being obedient, faithful, fertile and performing household chores. (UN Women, forthcoming, SPC, 2010, Hassan, 1995, Jejeebhoy, 1998, Schuler et al; 2011). Gender biased family level power dynamics and gender roles in the households agree with the statement that a women's most important role is to take care of her home and cook for her family. (Fulu et. al; 2013, The Asia Founation, 2016). So, with this highly traditional gender expectation, when women take on new role, such as paid employment outside the home, their risk of experiencing violence from their husband or partner increases. (The Asia Foundation, 2016; Gibbs et. al; 2017; Bastagli et. al; 2016; Atkinson et. al; 2015; Macmillan and Gartner, 1999; Cools and Kotsadah, 2015). When men holds harmful notions of masculinity and believe in rigid gender roles, this increases the risk of violence against women and girls. Pattern of behavior associated with harmful models of masculinity therefore reinforce gender inequality and facilitate violence against women. (Knight and Sims- Knight , 2003, The Asia Foundation, 2016).

Adult women account for 51% of all human trafficking victims detected globally. Nearly three out of every four trafficked woman and girls are trafficked for the purpose of sexual exploitation. At least 200 million women and girls alive today have undergone female genital mutilation In 30 countries with representative data on prevalence (UN Women, 2017). Early and forced marriage is a prevalent form of gender based Violence experienced by girls across world. It is exacerbated by several other risk factors; including poverty, conflict and natural disasters. (Royal Commonwealth Society (RCS) and Plan U.K. 2013).

Several studies argue that in India despite significant gains in women's independence, education and employment, women are still regarded as an economic burden and unmet dowry demands often lead to violence against women. (Bradley & Pallikadavath, 2013; Chowdhury, 2015). Working women's risk of violence may also be higher in relationships where the man is unemployed. (Fulu & Heise, 2015).

Domestic violence also includes' Intimate Partner Violence'. (IPV), which refers to violence between two people involved in an intimate relationship, and it exists in all countries, cultures and societies. (Ellsberg et. al; 2014). The World Health Organization (2010) defines IPV as “behavior within an intimate relationship that causes physical, sexual or psychological harm, including acts of physical aggression, sexual coercion, and psychological abuses and controlling behavior.” Intimate Partner Violence (IPV) is defined as “an intentional control or victimization of a person with whom the abuser

has had or is currently in an intimate, romantic or spousal relationship." (Cook & Nash, 2017). IPV and domestic violence are terms often used interchangeably. However IPV is a form of domestic violence that occurs between two people engaged in a close personal, emotional or sexual relationship (Smith et. al; 2017). According to WHO (2017) one in there women throughout the world will experience physical and/ or sexual violence by an intimate partner or sexual violence by a non partner. The exposure to violence is the reflection of the structural and institutional inequality that is a reality for most women in India. (Manjoo Rashida, 2013).

Therefore the term violence or domestic violence is often interlinked with gender violence as it involves use of force or coercion with intent of perpetuating and promoting hierarchical gender relations. (Apwld, 1990; Schuler, 1992). It encompasses many form of violence, including violence by an intimate partner, rape, sexual assault and other forms of sexual violence perpetrated by someone other than a partner, child sexual abuse, forced prostitution, trafficking of women as well as harmful traditional practices such as early forced marriage, female genital mutilation and honor killing . (Garcia- Moreno et. al; 2015). Women status in most of the cases is portrayed as subordinate and so gender violence is considered as normal and enjoys social sanction. The concept of domestic violence is therefore often added with gender dimension where manifestation of violence acts is often perpetrated on women because they are women and because of the society's concept of women as a property and dependent of the male protector. (Coomaraswamy, 1992). The violence against women and girls has accelerated with an alarming rate of increase. Therefore, now it is viewed as a global public health and clinical problem of epidemic proportions. (Garcia- Moreno et. al; 2015). So, the home which is actually our refugee, in reality a place where women are most vulnerable.

II. PSYCHOLOGICAL, SOCIAL, BEHAVIORAL AND PHYSICAL IMPACT OF DOMESTIC VIOLENCE ON CHILD

The impact of domestic violence on children is far reaching. Children's Fund (2006) suggested that across the world 275 million children witness domestic violence on average in a year. The impact of domestic violence on children who witness these events can be devastating and puts these children at a greater risk of being abused themselves. (Chamberlain. 2001). A child witnesses a domestic violence has unending impacts on his/ her social, emotional as well as on psychological and physical development. Research has shown that before a child is born, this impact can begin because of the distress the mother of the child experiences. (Howell, Barnes, Miller & Graham-Bermann, 2016). Previous studies have shown that children who are exposed to domestic violence experience irritability, sleep problem, fear of being alone, immaturity, poor language development, poor concentration, aggressiveness, anti social behavior, anxiety, depression, low frustration tolerance, problems eating and being passive or withdrawn. (Mcgee, 2000; Elderson, 1999; Holt, 2015). There are numerous psychological effects for the children who witness this domestic abuse. Children are experiencing delays in cognitive and emotional development, extreme withdrawal or aggressiveness, anxiety disorders as well as internalizing and externalizing behavior problems. (Antle, Barbee, Yankeelov & Bledsoe, 2010). Research shows that domestic violence exposure has been associated with poor child functioning and problems in psychological functioning as aggressive and disruptive behavior. It also results in internalizing problems, like symptoms of

anxiety and depression. (David, K; Leblanc, M; & Self Brown, S, 2015). Children with parents who are perpetrators of violence as well as severe mental problems can think of suicide. (Garcia & Schneider, 2017). Several studies continue to show that children affected by violence are more likely to experience higher levels of depression and anxiety, symptoms of trauma and behavioral and cognitive problems. (Zerk et. al; 2009).

From psycho social aspects, at preschool age, children who witness domestic violence commonly show withdrawn social behavior. They have heightened anxiety and are more fearful. (Hornor, 2005). When they reach school age, the effects of witnessing domestic violence can have serious impact on their educational abilities. (Hornor, 2005). According to social learning theory, children who witness parental violence, are more likely to experience violence among themselves and go on to violent acts towards others. (Temple et. al; 2013). Boys learn how to become abuser and girls learn about victimization. (Payne & Gainey, 2009). According to Lawson, (2001), family violence is a major social problem for those who are witnessing violence and those who are physically abused. The impact of domestic violence on behavioral symptoms include aggressiveness, hyper arousal, anti social behavior, fearfulness, withdrawn behavior, avoidant behavior, inhibited behaviors and developmental regression in children who have been exposed to domestic violence. (Dutton, 2000). Many children who witness domestic violence struggle in academic fields. They have difficulties in making friends, and struggle with the problem of concentration which is a part of their trauma, while others are tired because of the stressors of home life. (Chanmugam & Teasley, 2014). So, psychosocial outcomes of children who are exposed to domestic violence have significantly worse outcomes compared to those who have not experienced any form of domestic violence. (Meltzer et. al; 2009). The impact of witnessing domestic violence can have many developmental impacts on children and those can start as early as conception and carry on through adulthood depending on the severity of the trauma. (Curran, 2013).

Apart from psychological and social effects, children who witness domestic abuse often are physically abused. (Antle et. al; 2010). Children, who witness domestic violence, are more likely to suffer from health problems. (Chamberlain, 2001). Chronic stress in young children can lead to physiological responses that can lead to stress related symptoms. (Herman- Smith, 2013). The infants who are undergoing continuous stress are more likely to be highly sensitive and do not learn self soothing behavior as they develop. (Herman- Smith, 2013). So, emotional impacts of children who witness violence is almost the same as psychological trauma of children who are victims of violence. (Vidyavathi, 2015). As per the reports of the Centers for Disease Control and Prevention, In homes where violence occurs between partners, there is 45% to 60% chance of co occurring child abuse, a rate 15 times higher than the average. (Blake Griffin Edwards, 2019). This is because, those women who experience violence, more than 50 % have children in their care. Consequently, these cause physical, emotional and social harm to the children and young people as low self esteem and emotional distress. In the school they may be aggressive towards their friends and school mates. They may face problems in building positive relationship with others and can struggle with going to school and doing school work. They may feel guilt and develop phobias and insomnia. They may also show bullying behavior or become a target of bullying. On the basis of different literature studies, it can be said that children who witness domestic violence may

have difficulty in concentration and focus, which badly affect their learning. They manifest limited social skills. They become violent, risky and delinquent as they grow older. They can feel isolated from their friends and others and an exhibit poor trait in making friends as undergo through social discomfort or confusion. Because of improper development of brain and impair growth of cognitive and sensory system, children exhibit behavioral problems as excessive irritability, sleep problems, emotional distress, fear of being alone, toilet training problem and language development problem. They can suffer from psychosomatic illness, depression and may also tend to commit suicide. Immense amount of physical problems, coupled with emotional and behavioral state of despair are often exhibited by a child exposed to domestic violence. Younger children may have complain of tummy-aches or can start to wet their beds. They may suffer from sleep disorders, temper tantrums and start to behave as if they are much younger than they are. (Royal College of Psychiatrists, 2017).

Thus any one can understand that domestic violence results in many nonfatal adverse physical, emotional and social effects for a child who witness domestic violence. Koenig, 2006 remarked that witnessing of violence between parents by a child emerge as a strong predictor of subsequent domestic violence. Children are more likely to abuse their partners if they have grown up watching their mother being abused. If women are growing up with domestic violence in their maternal home, they will be less resistant to it in their own conjugal relationship after marriage. Various other studies have shown that sons of violent parents who have grown up in a family that encourages traditional patriarchal structure and gender roles are more likely to abuse their intimate partner. (Sahoo et. al; 2007). So, domestic violence causes misery not only to the victims, but also to their families. Domestic violence is a burden of society worldwide and is a very bad indicator for any country's development. Despite this reality, the development and propagation of violent behavior is deep routed in our culture and society. Within a family the members are socialized to accept hierarchical relationships expressed in unequal division of labor between sexes and power. The home which is supposed to be the most secure place is actually a place where in most cases women are exposed to violence. Situation had become worst when in the recent pandemic; families were forced to stay at home, which had definitely enhanced the risk of interpersonal violence.

THEMATIC AREA 2: DOEMSTIC VIOLENCE DURING COVID-19

The West Bengal commission for Women had reported an increase in domestic violence during the ongoing pandemic. 162 cases of crimes against women had recorded, out of which 38 complaints included domestic violence. (Santanu Chowdhury, The Indian Express, Kolkata, June, 19, 2020). A city based Women's Rights Organization, Swayam showed a steeper rise in domestic violence across the state and received almost 1100 complaints of domestic violence in April and May from women aged between 11 and 80 years (Santanu Chowdhury,The Indian Express, Kolkata, June 19, 2020). The cases included four types of domestic violence, physical, emotional, sexual and economical.

Between March 25 and May 31, this 68 days period recorded 1,477 complaints of domestic violence, more than those received between March and May in the previous ten years. (Vignesh Radhakrishnan, Sumant Sen and Naresh Singaravelu, the Hindu, June 22, 2020). A Hindustan Times analysis of cases recorded across the country reveals the fact that whereas some states have reported a decline in the

number of domestic violence complaints, others have reported a spike in the call being received by the help lines, which indicates that the incidents of domestic violence during that lockdown were mainly dependent on the ability of the victims to make complaints. (Hindustan Times, Dhamini Ratnam, April 26, 2020). The National Commission for Women (NCW) had received 250 domestic violence complaints between March 25 and April 22. (Hindustan Times, Dhamini Ratnam, April 26, 2020). According to the report of Economic Times, April 20, 2020, the NGO, All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS) had claimed an increasing number of domestic violence incidents since the nation was put under lockdown and sought an urgent intervention by the court. The National Commission for Women had reported a rise of 94% in complaint cases where women had been abused in their homes during lockdown. (Shalu Nigam, 14th May, 2020, South Asia Journal). Globally too, in U.S, U.K, France, Spain and several other western nations reported continuous large number of cases of domestic violence. In South Africa alone, the first week of the lockdown witnessed 90,000 reports of violence against women. (Girija Shivakumar, The Wire, 16th April, 2020).

Ironically, women's role has always been portrayed as a primary care giver. During this time of pandemic this role had put them at higher risk when they were sharing same space and periphery with their abuser. This pandemic had forced families to stay at home. In a small space , families were cooped together which definitely enhanced the risk of interpersonal violence. In an intimate relationship, men were often found to release the tensions or frustrations of loosing job by turning violent towards their female counterpart. Given the lockdown, the victims could not seek for temporary housing and emotional support from their friends and families. Living with an abusive partner in a same place during lockdown also increased the possibility of physical and sexual violence on account of refusing sex. During that crisis, reporting violence might be a challenge which had made victims more traumatized, thus making situation worst.

Situation had further become more dangerous after the opening of liquor shops. This had definitely raised the revenue of the government as well as the incidents of domestic violence as women's movement has always given evidences that consumption of liquor by men is proportional to the increase in the incidents of abuse. Alcohol consumption and alcoholism often act as a catalyst for domestic violence. It can cause drunken behavior, unemployment and a strain on household finances. (Koenig, 2006). Alcohol abuse or mental illness, as individual characteristics do not, on their own cause men to be violent, but they interact with other factors to increase the likelihood of man using violence. (UN Women, 2018).

During lockdown home was no more recognized as a safest place to be. All people did not have the luxury of the home. Many of them could not even maintain social distance in a small room with many people. In a slum, people wre facing worst conditions of survival because of paucity of space and other resources. Obviously such irritation would give rise to domestic violence. During that lockdown many were being compelled to walk along with their children for miles. Many women at the advance stage of pregnancy were being compelled to deliver babies on road. Patriarchy clubbed with gender insensitivity had increased the rate of domestic violence. Women were at grave dangers in a situation of restricted mobility where they were locked with their abuser. Abusers were getting more advantage of

unleashing their violence. This pandemic had brought about the discrimination, inequalities, oppressions, privileges and patriarchal violence. During that pandemic, the quality of the women was being judged by the quality of the domestic work theywere performing with little or no contribution from the men. The victims could not always seek for medical help or psychosocial support, because of their restricted mobility during this time. So, a situation, where the abusers knew that women could not get easy support and access from their near and dear ones, the violence against women had naturally been increased.

THEMATIC AREA 3: PERSONAL, LEGAL AND THERAPEUTIC MEASURES TO GET RID OF THIS VIOLENCE

Under no circumstances, violence is acceptable. First of all the victims should stop blaming herself and making excuses for the actions of the perpetrators. It is important for the victim to know the laws prevailing against domestic violence like:

A. 'Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005- is a civil law which recognizes woman's right to live in a violence free home and to obtain protection order form the court to prevent domestic violence.

B. 'Indian Penal Code 1860'- section 498 A of the code is for the protection of married women especially from the cruelty by their husbands and husband's family. (Amnesty International, India, 2nd May. 2020).

A health sector can play a vital role in providing health services to the victims including early identification of abuse, provision for necessary treatments and reference to appropriate cases. A comprehensive health sector response is necessary so that victims can feel safe, respected and qualitatively informed. (Ravneet Kaur & Suneela Garg, 2008). A successful result of the treatment of domestic violence rests on a good alliance between therapist and client. Therapist and the client must work collaboratively to explore client's own perception of violent behavior as well as client's partner's experience of the violence. One should talk about the experience of violence bravely since it is a tabooed topic.

The victim must empower herself in order to change the way people treat her. The following helps can be sought for by a victim to get rid of the situation. Like

- Comprehensive financial self help guide to give victims financial tips about how to keep their financial documents safe, how to inventory her assets and debts, how to start setting aside some money of her own, how to start an online business, how to get online work from home jobs and how to become an insurance agent to earn from home etc. All these tips will help the victims to be financially independent and will reduce the chance of domestic violence as financial abuse is often used by the perpetrators as a tool to keep financially dpendent victim in his control.

- Free online counseling services to provide emotional self care to the victims is another support services, where the victim can talk about anything personal and professional with the counselor with 100% confidence and security. Counselor can counsel a woman “With regard to the course of action which she can take including joint counseling/ meditation with her spouse/husband or her family members/ in laws.” (Priya Florence Shah, 3rd November, 2015). An emotional self care will help the women to overcome the habit of learned helplessness to change the traditional beliefs of the family and society regarding their roles. Counseling will help woman to break the stereotyped gender specific roles and can achieve greater autonomy and freedom, she

deserves. Emotional self care will help the victim to escape from the belief of powerless and helpless situation, rather she will start believing that she has the power to change, she can extricate herself from bad situations and from negative people who hold her back and abuse. In nutshell, emotional self care will help a woman to develop her inner resources.

- There are various legal steps a woman can apply to get out of this situation. At the time of violence, either she can make written complaints to the police station, or can dial 100 to proceed with the legal action. She can get the medical report done as the evidence. A complaint of mental and physical violence can be filed in court after listing each and every facts and incidence of abuse and torture.

Further it is required to record everything in smart phone. It is not desirable to delete any abusive texts, e mail, or anything, because these texts can be used as evidence later on in court. Courts now can resolve out the cases with the help of NGOs, counselors and police. The violated women can consult with a counselor to learn about how to file a domestic violence complaints case and what are the legal punishments for domestic violence in India. Thus it is important to address the physical, mental issues relating to domestic violence against women. It is urgent to provide health support services to the women irrespective of their class/ other variables. The rights and dignity of women must be restored. In order to create a violence free world, poverty and patriarchy must be sent to isolation. Economic, social and political empowerment in a more accelerated rate calls for immediate attention.

CONCLUSION

Domestic violence is a human rights violation and requires creating a support network to give confidence to the victim that she is not alone. By strengthening the mechanism or authority for working to prevent domestic violence, it is possible to stop a specific incidence from happening thereby reducing the risk of violence escalation. One should not feel that domestic violence is a private family affair, so there may be no need to interfere. The Government, NGOs, local Women's Rights Organization- all should come forward. The community should not look at the cases of domestic violence with a negative outlook, otherwise victim will leave to be re victimized and feel shame. We have to break the code of silence on domestic violence and have to generate continuous public awareness. . It is important to maintain social distancing with misogynist ideas. Our stereotyped collective imagination to the idea of women as second class citizens should go for eternal isolation. It is the high time to lock the notions and ideas of a violence free gender equal world.

REFERENCES

- Afdal., Syawitri ,Melsi., Fikri, Miftahul. (2019). Cognitive Behavior Therapy (CBT) in reducing Psychological Impacts on Children Victims of Domestic Violence, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/341223867_Cognitive_Behavior_Therapy_CBT_in_reducing_Psychological_Impacts_on_Children_Victims_of_Domestic_Violence/fulltext/5eb4dd8f4585152169be8453/Cognitive-Behavior-Therapy-CBT-in-reducing-Psychological-Impacts-on-Children-Victims-of-Domestic-Violence.pdf

- Ahuja ,R.C., Bangdiwala, Shrikant., Bhambal,S.S., Jain, Dipty., Jeyaseelan,L., Kumar, Shuba., Lakshman,M., Mitra,M.K., Nair, M.K.C., Pillai, Rajmohan., Pandey, R. M., Peedicayal, Abraham., Sadowski, Laura ,. Suresh, Saradha., Upadhyaya, A.K. (2000). Domestic Violence in India:A Summary Report of a Multi-Site Household Survey. Retrieved from https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Domestic-Violence-in-India-3-A-Summary-Report-of-a-Multi-Site-Household-Survey.pdf
- Ali, P.A., Dhingra, K. and McGarry, J. (2016). A literature review of intimate partner violence and its classifications. Retrieved from https://1library.net/document/6qmev0wz-literature-review-intimate-partner-violence-classifications.html
- Amnesty International India. (2020). Bystander Action For Domestic Violence: What You Can Do To Help. Retrieved from https://amnesty.org.in/bystander-action-for-domestic-violence-what-you-can-do-to-help/
- Chowdhury Santanu (2020). Domestic violence cases see a spike during lockdown in Bengal. Retrieved from https://indianexpress.com/article/cities/kolkata/domestic-violence-cases-see-a-spike-during-lockdown-in-bengal-6466190/
- Damania, Aviva. Parvez. (2020). Lockdown and rise in domestic violence: How to tackle situation if locked with an abuser. Retrieved from https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/lockdown-rise-of-domestic-violence-how-to-tackle-situation-if-locked-with-abuser-national-commission-for-women-6406268/
- Dietrichson ,Susanne. (2019). Therapy can help men stop domestic violence. Retrieved from https://sciencenorway.no/domestic-violence-forskningno-norway/therapy-can-help-men-stop-domestic-violence/1554245
- Kapoor, Sushma. (2000). Domestic Violence Against Women And Girls. UNICEF, Florence, Italy .Retrieved from https://www.unicef-irc.org/publications/213-domestic-violence-against-women-and-girls.html
- Kaur ,Ravneet., and Garg ,Suneela. (2008). Addressing Domestic Violence Against Women: An Unfinished Agenda. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2784629/
- Lloyd ,Michele. (2018). Domestic Violence and Education: Examining the Impact of Domestic Violence on Young Children, Children, and Young People and the Potential Role of Schools. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6243007/
- Lourenço ,Lélio, Moura., Baptista, Makilim, Nunes., Senra, Luciana, Xavier., Almeida, Adriana, A., Basílio, Caroline., Bhona, Fernanda, Monteiro, de, Castro ,.(2013). Consequences of Exposure to Domestic Violence for Children:A Systematic Review of the Literature. Retrieved from https://www.scielo.br/pdf/paideia/v23n55/1982-4327-paideia-23-55-0263.pdf
- Manikam, Shamini.(2012). A literature review on domestic violence campaigns and the use of technology as a prevention strategy. Retrieved from https://research.qut.edu.au/servicesocialmarketing/wp-content/uploads/sites/28/2017/02/Literature-Review-on-Domestic-Violence-Technology-and-Theory.pdf
- Menon ,Seetha. (2015). India, domestic violence and child mortality rates. Retrieved from https://theconversation.com/india-domestic-violence-and-child-mortality-rates-46660
- M ,Nisanth.P., Kumar, Amruth. G. (2012). Traces of Domestic Violence: Perspectives of School Going Children in India. Retrieved from http://indianresearchjournals.com/pdf/IJSSIR/2012/October/13.pdf

- Newindianexpress. (2020). Effective steps taken to curb domestic violence during lockdown, TN tells Madras HC. Retrieved from https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2020/apr/25/effective-steps-taken-to-curb-domestic-violence-during-lockdown-tn-tells-madras-hc-2135296.html
- Nigam, Shalu. (2020). Covid-19: India's Response to Domectic Violence Needs Rethinking. Retrieved from http://southasiajournal.net/covid-19-indias-response-to-domestic-violence-needs-rethinking/
- Radhakrishnan, Vignesh.,Sen, Sumant.,Singaravelu,Naresh.,(2020). Domestic Violence Complaints at a 10 Year High During COVID-19 Lockdown. Retrieved from https://www.thehindu.com/data/data-domestic-violence-complaints-at-a-10-year-high-during-covid-19-lockdown/article31885001.ece
- Ratnam, Dhamini. (2020) Domestic violence during Covid-19 lockdown emerges as serious concern. Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/domestic-violence-during-covid-19-lockdown-emerges-as-serious-concern/story-mMRq3NnnFvOehgLOOPpe8J.html
- Saravanan, Sheela. (2012). Violence Against Women in India A Literature Review. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/266039228_Violence_Against_Women_in_India_A_Literature_Review
- Shipley. Shailynn. (2018). Intimate Partner Violence: A Systematic Literature Review. Retrieved from https://cornerstone.lib.mnsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1760&context=etds
- Shivakumar, Girija. (2020). While Battling COVID-19, We Can't Let the Pandemic of Domestic Violence Continue. Retrieved from https://thewire.in/women/covid-19-lockdown-domestic-violence
- The economic times. (2020). Implement steps to curb domestic violence during Covid-19 lockdown: High Court to Centre, Delhi govt. Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/implement-steps-to-curb-domestic-violence-during-covid-19-lockdown-high-court-to-centre-delhi-govt/articleshow/75249397.cms
- Wathen ,C. Nadine., MacMillan ,Harriet. L. (2013). Children's exposure to intimate partner violence: Impacts and interventions . Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3887080/

THE CONFERENCE OF THE PARTIES (COP)-26 AT GLASGO : INDIA'S POSITION

Dr. Sanjit Pal
Assistant Professor, Department of Political Science - Naba Barrackpur Prafulla Chandra Mahavidyalaya
E-mail : sanjitpal76@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to investigate the major decisions of the Conference of the Parties (COP)—26 and India's position. Climate change has gained global attention, and various efforts have been made to address the issue. The Conference of Parties (COP) is one example of a United Nations initiative of this type. The Conference of Parties (COP26) held its twenty-sixth meeting in Glasgow, Scotland, Great Britain, in 2021. This conference reaffirms the Paris Agreement's goal of keeping global average temperatures below 2 degrees Celsius. Indian Prime Minister Narendra Modi announced his goal of reaching net-zero emissions by 2070 at this conference. However, due to Chinese and Indian objections, the final version of the Glasgo text replaced "phase-out" with "phase-down" of coal power during the closing minutes of the conference. India must rely on coal power to accelerate its development. It is not possible for India to impose a time limit on the use of coal in the power sector. The energy transition should be gradual, with large investments required to transition coal regions to non-coal economies. Without adequate financial and technical support, knowledge sharing, and capacity building from developed countries, developing countries such as India will be unable to meet their commitments made at the Glasgo Conference.

Keywords: Climate Change, Conference of Parties, net-zero, energy transition, investments, technical support

The Conference of the Parties (COP)-26 at Glasgo: India's Position

Introduction:

The problem of climate change that the universe is facing involves a variety of obstacles. It occurs as a result of natural phenomena as well as artificial activity. As the pinch becomes more widespread, the issue has risen to the foreground of global politics, piqued the interest of governments, international organisations, industry, non-governmental organisations, and an increasing number of people around the world, and prompted increased international efforts to address the problem. At the global level, enormous efforts are being done to keep warming below 2 degrees Celsius. It is widely believed that, in the absence of such initiatives, the globe will suffer the burden of a 4°C to 6°C warming if emissions continue to rise at their current rate. The world is moving further away from the safe amount of carbon dioxide in the atmosphere as a result of this increase. Floods, droughts, heat waves, forest fires, shifts in rainfall patterns, the spread of dangerous illnesses, and changes in agricultural production patterns have all become more common as the earth has warmed.

Climate change has gained international attention, and numerous initiatives have been made to solve the issue. The major multinational agreement to reduce emissions was reached in 1992 at the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which was ratified by the vast majority of countries and provides the institutional framework for international climate policy to

promote and review efforts to combat global warming. Every year in the month of December, periodic meetings of the parties to the convention on climate change, known as Conference of Parties (COP), were held. Kyoto Protocol (1997), Copenhagen Conference (2009), Lima (2004), Paris Conference (20015), and Glasgo Conference (2021) are notable examples.

The Glasgow Climate Pact was the outcome of COP26, which was negotiated by consensus among the representatives of the 197 parties in attendance. Alok Sharma, a UK cabinet member, served as the conference's president. The summit was the first since the COP21 Paris Agreement in which participants were expected to increase their commitments to combat climate change. This meeting, according to US climate czar John Kerry, is the world's "last best hope" to escape climatic hara-kiri. At the opening ceremony, American President Joe Biden, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, German Chancellor Angela Merkel, and French President Emmanuel Macron were among those in attendance, while Prince Charles spoke at the opening ceremony. Some key leaders were absent from the conference, including Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin. Both President Joe Biden of the United States and former President Barack Obama of the United States criticized Putin and Xi for failing to attend the conference.

Various governments have made a long list of requests on environmental concerns throughout the last few months of the Glasgo Conference. The United Kingdom wants a treaty that will "consign coal power to history." The United States wants a net-zero agreement, and the Association of Small Island States (AOSIS) seeks a 1.5°C statement. Least Developing Countries (LDCs) want climate polluters to pay billions in damages, while Like-Minded Developing Countries (LMDCs) demand $100 billion in climate finance and carbon space. Unfortunately, the majority of these expectations will not be realised since the necessary groundwork has not been laid. The G-20 leaders took another initiative before the UN climate summit in Glasgo, offering climate promises rather than real commitments at the end of their meeting. Current national programmes to reduce emissions will need to be strengthened "if necessary," according to the final document, which makes no particular reference to 2050 as a deadline for reaching net-zero carbon emissions. The final G20 statement includes a vow to stop subsidising overseas coal-fired power generation by the end of 2021, but it does not establish a timetable for coal power to be phased out, instead promising to do so "as soon as possible."

Major Decisions of Glasgo Conference:

The participating countries of the Glasgo Conference agreed a new deal, known as the Glasgow Climate Pact, aimed at staving off dangerous climate change. Glasgo Conference has emphasized multiple issues for upgrading of environmental conditions of the world. Some important decisions of the Conference are as follows:

Mitigation:

The mitigation result lays out the measures and commitments that parties will make to speed up their efforts to decrease emissions. This conference reaffirms the Paris Agreement temperature goal of keeping global average temperature rise well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. To meet this target, global greenhouse gas emissions must be reduced rapidly, deeply, and sustainably, including a 45 percent reduction in global carbon dioxide emissions by 2030 relative to

1990 levels. The urgency for parties to intensify their efforts to jointly decrease emissions via rapid action and implementation of domestic mitigation measures is stressed in this agreement. All prominent economists have announced net-zero objectives. Many conference delegates pledged to achieve net-zero carbon emissions, with India and Japan making particular pledges at the event. India, the world's third-largest producer of carbon dioxide, has set a new goal date of 2070 to achieve net-zero emissions. Japan would provide up to $10 billion in further assistance to help Asia decarbonize. China, the world's most significant producer of carbon dioxide by jurisdiction, said in October that it would achieve net-zero emissions by 2060, and the British government expected India to follow suit.

Adaptation:

Glasgow also launched a work programme to define a worldwide adaptation aim that will identify collective requirements and solutions to the climate problem that is already affecting many countries. In the case of an adaptation, developing nations were able to win a phrase in the Glasgow Climate Pact, pushing wealthier countries to at least double the amount of adaptation financing they provide by 2025. As the meeting progressed, more commitments were made, including $356 million for the Adaptation Fund and $413 million for the Least Developed Countries Fund. Parties also established a two-year work programme to operationalize and execute the Paris Agreement's "global target on adaptation" to drive collective adaptation action. Parties have agreed to launch the two-year Glasgow-Sharm el-Sheikh Work Programme on the Global Goals on Adaptation (The GlaSS) to:

1. Enable full and sustained implementation of the Paris Agreement to enhance adaptation action and support.
2. Enhance understanding of the global goal of adaptation.
3. Review the overall progress made in achieving the global goal of adaptation.
4. Strengthen the global goal of adaptation and the execution of adaptation measures in vulnerable developing nations, among other things.

Moving away from fossil fuels:

Countries eventually agreed to a provision calling for a phase-down of coal power and a phase-out of “inefficient” fossil fuel subsidies in perhaps the most contentious decision made in Glasgow – two key issues that had never been explicitly mentioned in UN climate talks before, despite coal, oil, and gas being the main drivers of global warming. The agreement's wording refers to a desire to “phase-down” rather than “phase out” the usage of unabated coal power. Many countries have expressed dissatisfaction with the agreement's phrasing. Their judgement is that the language on coal has been drastically softened (from phase-out to phase-down) and thus is not as ambitious as it should be. The thirty-four countries, along with several banks and financial agencies, pledged to stop international funding for unabated fossil fuel energy sector by the end of 2022 and increase financing of more sustainable projects to ensure proper implementation of the phase-out of “inefficient” fossil fuel subsidies.

Climate Finance:

One of the main areas of discussion was climate funding for adaptation and mitigation. Poor countries demand more money for adaptation, but donors prefer to fund mitigation since it has a better possibility of producing money. The Paris Agreement contained $100 billion in yearly funding for underdeveloped nations by 2020. Wealthy countries, on the other hand, have fallen short of their promises. The

Glasgow result expresses “regret,” reaffirming the vow and urging developed countries to meet the US$100 billion goal as soon as possible. In a report, developed countries expressed confidence that the aim will be met by 2023. The Glasgow Pact calls for a doubling of funding to help developing countries adapt to climate change's effects and create resilience.

Loss and Damage:

Developing countries made a strong demand at COP26 for further action to address loss and damage. Because of the inherent relationship between wealthy countries' historical responsibility for climate change and corresponding calls for compensation from developing countries, issues about loss and damage have been and continue to be highly contentious. Parties decided to establish the Glasgow Dialogue to consider how to fund preventing, mitigating, and correcting loss and harm on a larger scale. The Glasgow Climate Pact also calls for additional support for loss and damage from rich countries and appropriate organisations. However, while Scotland and the Belgian Wallonia area agreed to give specific funding to further the loss and damage agenda, progress on this subject was restricted at the Glasgo Conference.

Methane:

The United States and a number of other countries agreed to set a cap on methane emissions. More than 80 countries have signed a worldwide methane promise, promising to reduce emissions by 30% by the end of the decade. One of the most potent greenhouse gases, methane, is responsible for a third of the present warming caused by human activity.

Transportation:

The conference included electric cars and commitments to electrify vehicles. Twenty-four developed countries' governments, as well as a group of major car manufacturers including General motors, Ford, Volvo, BYD Auto, Jaguar Land Rover, and Mercedes-Benz, have pledged to work towards all new car and van sales being zero emission globally by 2040, and by no later than 2035 in leading markets, accelerating the decarbonization of road transport, which currently accounts for about 10% of global greenhouse gas emissions.” The promise was not signed by major vehicle manufacturing nations such as China, the United States, Japan, Germany, and South Korea, as well as Toyota, Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi, Honda, and Hyundai.

Forests:

By agreeing to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030, 137 countries have taken a significant step forward atCOP26. The pledge is supported by $12 billion in public funds and $7.2 billion in private funds. Brazil, which is home to 60% of the Amazon rainforest, has pledged to stop and reverse deforestation by 2030. More than 100 countries, including Canada, Russia, the Democratic Republic of the Congo, and the United States, have vowed to halt deforestation by 2030.

India is a major player in the worldwide effort to mitigate climate change. The country is extremely sensitive to the effects of climate change due to its position and topography. Climate change, according to trustworthy sources, will have a negative influence on fresh water availability, crop output, and soil conservation, as well as a rise in vector and water-borne diseases in India. India has demonstrated resolve towards the global issue when crafting its strategy, having acknowledged the severity of the repercussions of climate change. India, as a developing economy, continues to resist developed-country demands for legally mandated, time-bound carbon reduction objectives. It has argued that, although

being the fourth greatest emitter of greenhouse gases after China, the United States, and Europe, India's emissions are vastly different from those of the first three largest emitters, China, the United States, and Europe. India has long emphasised that industrialised countries are the real offenders in the current status of the world. As a result, they should be responsible for past emissions. India has stated that in order to achieve socioeconomic development goals, it will not allow its per capita greenhouse gas emissions to exceed the developed world's average per capita emissions.

With the goal of projecting itself as a responsible global participant who is severely affected by climate change, India is adamantly in favour of a successful climate agreement. It has always been enthusiastic about putting in place domestic rules and steps to reduce its greenhouse gas emissions. India made the most significant announcement during the COP26 climate conference in Glasgow. India's Prime Minister Narendra Modi said on the opening day of the meeting that the country will achieve net-zero emissions by 2070. He also outlined four significant near-term goals, demonstrating India's commitment and ambition in the fight against climate change. The goals include increasing installed renewable energy capacity to 500 GW (from 450 GW) by 2030, meeting 50% of electricity demand with renewable, reducing total projected cumulative carbon emissions by 1 billion tones between 2020 and 2030, and lowering the carbon intensity of GDP by 45 percent from 2005 levels (up from the 33-35 percent target). Because of India's renewable energy ambitions, coal power will reach its peak before 2030, when renewable energy will account for roughly 70% of the country's electrical generation, and battery and smart grid technology will be dominant.

According to the Centre for Science and Environment, the goal to reduce emissions by one billion tones by 2030 would necessitate a staggering 22 percent drop in India's carbon output. In terms of Net Zero, the aim of 2070 is two decades after the global goal of mid-century, and would need the world's other rising economies, including China, peaking emissions, preferably by 2030. Renewable energy currently provides roughly 12% of India's electricity, and increasing that to 50% by 2030 will be a tough order. India will be a global leader in combating climate change and guaranteeing sustainable development if the government follows through on Mr. Modi's promises in Glasgow.

However, in the final minutes of the meeting, a dramatic procedure to amend one paragraph of the final text unfolded, which was initiated by China, completed by India, and backed by a number of countries. The paragraph is about the phase-out of coal-fired power. The phrase "phase-out" of coal power was used in the final version of the document. China was the first country to raise a minor objection to this provision. Then India offered a modified version of the paragraph in which “phase-out” was changed with “phase-down” to explain what must happen to coal's use in power generation. While India's suggestion was adopted, other countries protested to the modification, primarily Europeans and tiny vulnerable countries. Phase-down refers to gradually reducing coal consumption, whereas phase-out refers to completely eliminating coal use over a period of time. India recognised that coal power must be lowered but did not commit to entirely phase it out by altering the word to phase-down. The graph clearly depicts India's transition from non-renewable to renewable energy sources. India added 9.39 gigawatts of renewable energy in 2019-20, with more coming from rooftop solar and hydropower. During the same period, just 4.32 GW of thermal energy was added, accounting for one-third of the total

new power created.

India took issue with the fact that only coal was listed in Glasgo's text, rather than oil and gas, which are predominantly used by industrialised countries. The leader of the Indian delegation at the Glasgow conference, Union Environment Minister Bhupender Yadav, claimed that fossil fuels and their use had enabled regions of the world to achieve significant levels of growth. “Developed countries haven't totally phased out coal yet.” Mitigation of GHG emissions from all sources is referred to by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). India further claimed that, unlike industrialised countries that rely on gas for electricity, coal accounts for 70% of India's electrical output and 62% of China's. While it is critical to tackle the climate disaster, coal power must be phased out. However, there was no debate at the Glasgo Conference about how this coal transition will take place or who will pay for the mine closures.

Rich countries grew rich on fossil fuels, as seen by their lion's share of cumulative emissions, and are now better positioned to switch to renewables at scale. In the United States, stagnant power demand combined with cheaper natural gas and renewable energy prices has led to the closure of coal facilities, but the government has provided no guidelines on how to stop coal, as though leaving the transition schedule to the market. Compare this to India, where the IEA predicts the biggest increase in energy consumption of any country over the next 20 years, where coal is abundant, mining employs over 2 million people, and energy transition sensitivity is extremely high. Nuclear energy is one cost-effective solution that we should maximise in order to meet the Glasgo Conference's goals. In India, it accounts for only 2% of energy in power production, compared to 4% in China, 18% in Russia, 19% in the United States, and 72 percent in France. In terms of how much COP26 provides today, it all relies on how individual states finalise their pledges. The goal of eliminating coal will be contingent on a sincere commitment to phase it out first.

The amendment of Glasgo's final text has no impact on India's energy future or development trajectory. However, India's image has clearly suffered as a result of presenting itself as a coal champion and forcing the change at the last minute. What's more galling is that China, which consumes half of the world's coal and was the driving force behind the demand to remove the passage, sat pretty while we were mocked by western media. And this has been the issue with India's climate-change negotiation strategy.

Conclusion:

We might conclude that, despite the fact that India received a lot of criticism for pushing through a late revision to the Glasgow Climate Pact, many countries opted to continue to phase down coal rather than phase it out. From India's perspective, the summit was a success because it concisely addressed and expressed the problems and ideals of the developing world. At the forum, India paved the way for productive discourse and equitable and just solutions. There is no doubt that climate change is the most critical issue. It has something to do with our very existence. However, for hundreds of millions of Indians living in poverty, more urgent existential issues like healthcare and sanitation, on the one hand, and productive work, on the other hand, are more pressing. India can only be affluent if it maintains double-digit economic growth.

Economic competitiveness necessitates energy that is reliable, plentiful, and inexpensive. The coal economy supports millions people,

many of whom reside in impoverished areas of eastern India. This figure could rise as the freshly auctioned coal blocks go into production. The Indian government needs a transition plan, but given the limits on productive jobs and fiscal constraints, it appears that coal will not be phased out rapidly. Renewable energy sources may not be able to supply all of those demands in the next decade due to technological constraints. India has a large energy demand as a rapidly rising economy with low per capita energy consumption. India's total energy demand will be at least double that of today by 2030. So, both renewable and non-renewable energy need to be scaled up even as their share changes. The recent coal crisis has only served to emphasise the importance of continuing to invest in coal. The recent surge in global oil prices exerted macroeconomic pressure, emphasising the necessity to discover more oil. India has vast reserves that have yet to be used. The shift to non-coal economies should be gradual, and it will require significant investments. The current situation does not allow the government of India to carry out such large-scale projects. Only a few significant companies in India's private sector have access to capital at a low enough cost to make climate-friendly initiatives profitable. As a result, industrialised countries must provide enough financial and technical assistance, as well as information sharing and capacity building, in order for developing countries like India to meet their obligations made at the Glasgo Conference.

Reference:

1. Kahlon, P,I., Changing Contours of India's Policy on Climate Change, World Focus, December, 2016,p-141
2. Maizland,L.,"Global Climate Agreements: Success and Failures", available at , accessed on 13.12.21
3. The Times of India(2021), "COP26:Realistic Expectations", October 30,P-16
4. The Hindu (2021), "COP26: 'Two realities' for climate delegates at Glasgow conference", November 10, available at https://bit.ly/3ph0qop, accessed on 12.12.21
5. The Times of India (2021), "Hot And Cold", November 15,p-10
6. BBC News (2021), "COP26: Charles to say 'war-like footing' needed", available at on https:// www.bbc.com/news/uk-59115203, accessed on 14.12.21
7. Knickmeyer, E.,A.Ghosal & S. Borenstein (2021), "Obama faults Russia, China for 'lack of urgency' on climate", available at https://bit.ly/3mm83Ik,accessed on 12.12.21
8. The Times of India(2021), "COP26:Realistic Expectations", October 30,P-16
9. The Hindu(2021), "COP26 The World is Strapped to a Doomsday Device Says UK PM Boris Johnson", available at https://bit.ly/3pgFpuh,accessed on 13.12.21
10. "IPCC (2018), "Summary for Policymakers", available at https://www.ipcc.ch/sr15/ chapter /spm/., accessed on 12.12.21

11. “COP26: China's Xi stays home, India pledges carbon neutrality”, available at on 21.12.21
12. UNFCCC (2021), 'Adaptation Fund Raises Record US$ 356 Million in New Pledges at COP26 for its Concrete Actions to Most Vulnerable', 9 November 2021, available at https://bit.ly/3mQ4tGU,accessed on 12.12.21
13. COP26: Negotiation Explained(2021), UN Climate Change Conference 2021, available at https:// ukcop26.org/ uk-presidency/negotiations/ , accessed on 22.12.21
14. COP26: The Glasgow Climate Pact (2021), UNCCCUK, available at on 14.12.21
15. Naas, C & Irene Vernacotola,(2021), “The COP26 Climate Change Conference: Status of climate negotiations and issues at stake”, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, October, 2021, available at https://bit.ly/3Es7djx accessed on 12.12.21, accessed on 21.12.21
16. OECD (2021), 'Statement by the OECD Secretary-General on future levels of climate finance: Developed countries likely to reach USD 100 billion goal in 2023', 25 October 2021, available at https://bit.ly/32IMZp1, accessed on 23.12.21
17. UNFCCC (2021), 'Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts', available at https://unfccc.int/sites/ default/ files/ resource/ cp 2021 _L15_adv.pdf, accessed on 22.12.21
18. Robertson, D. (2021), 'Wallonia joins Scotland and dedicates one million euros to the “loss and damage” section', Positively Scottish, 13 November 2021, available https://bit.ly/3qH6Z3d, accessed on 22.12.21.
19. BBC news (2021), As it Happened: COP Day Two and Biden's Anger, November 2, available at https://bbc.in/3mLrScf, accessed on 21.12.21
20. “Germany fails to sign up to 2040 combustion engine phaseout”, Deutsche Welle, 10th November, 2021, available at https://bit.ly/3FULH8U, accessed on21.12.21
21. COP26: THE GLASGOW CLIMATE PACT(2021), UNCCCUK, available at on 14.12.21
22. Georgina Rannard G. & F. Gillett, “ COP26: World leaders promise to end deforestation by 2030”, BBC News, November 2, 2021, available at https://www.bbc.com/news/science-environment-59088498, accessed on 12.12.21
23. The Times of India(2015), With Allies, India to fend off Pressure at Paris Talks”, 26 November,p-10
24. The Hindu(2021), “The Climate Pledge on Cop26 Summit in Glasgo”, November 3, Available at https://bit.ly/3H6KKuj, accessed on 12.12.21
25. Banerjee, S., “How India Can Meet Its Glasgo Promise”, November 4, 2021
26. Nayyar, D.,(2021), “Four Ticklish Questions On India's Climate Pathway”, The Times of India, November 16, p-12
27. The Hindu (2021), “ COP26”, October 26 Available at https://bit.ly/3qgFfCl, accessed on 12.12.21
28. The Hindu,(2021) “ COP26 summit in Glasgow proved to be a success, says India”, December 9, 2021, available at https://bit.ly/3HqQFKM, accessed n14.12.21
29. The Times of India(2021), “COP26:Realistic Expectations”, October 30,P-16
30. The Times of India(2021), “Hot And Cold”, November 15, p-10

MIGRANT LABOUR: DISCRIMINATORY ATTITUDE OVER ECONOMIC CRISIS DURING FIRST WAVE OF PANDEMIC IN INDIA

Triparna Sett
State Aided College Teacher -1, Department : Sociology
Hiralal Mazumder Memorial College for Women
E-mail : triparnasett@hmmcw.in

Abstract

Covid-19 dismantled the socio-economic fabric of countries worldwide. With its emergence, the global health infrastructure suffered breakdown, education got affected and social life underwent massive disruptions. To contain its spread, governments announced lockdowns and recommended social distancing. It produced two effects, virus containment and poorer quality of life for the impoverished. The Government of India was no exception and imposed the strictest lockdown in the country to curb this menace. However, the lockdown policy was a massive failure leading to community spread of Covid-19 and multidimensional distress for migrant labourers, who made desperate attempts to return to their native places and in doing so, encountered conflicts with the public authorities. The nation state also failed to release appropriate guidelines for state and local governments to provide adequate provisions for sustaining the life of the poor in a timely and systematic manner. At worse, the Indian society is characterised by stigmatisation on the basis of gender, class, caste and other demographic parameters. With lockdowns, social stigma became widespread. This study aims to unveil the societal stigma against migrant labourers during the first wave of the pandemic in 2020 and examines the public policies in this context. It heavily relies on secondary sources, online and print newspapers for obtaining relevant data.

Keywords : Coronavirus, Pandemic, Lockdown, Migrant labour, Stigma, Discriminatory Attitude, Labour Laws, Public Policy.

"Migrant labourers returning to their homes from cities were forced by the administration in Bareilly to take an open bath in groups with disinfectant before they were allowed entry into the district."

THE HINDU, 30th March, 2020

Introduction

Coronavirus is considered to be the biggest tragedy of the 21st century. First detected in China, it swiftly spread to American and European countries, which represent the developed world. However, in no time, it made its way into the Indian soil and the country witnessed many a heartless instance across states and districts, which has been perfectly captured by The Hindu. Besides affecting physical health, Covid-19 caused economic downturns, social disturbance, educational setback and massive havoc in the political arena in most countries. The medical and administrative system also experienced a bottleneck. In view of unprecedented spread, governments compelled people to stay indoors, which is undoubtedly the best preventive measure for the pandemic. Following developed nations, third-world countries including India also undertook this policy. However, such nations, unlike the USA and Europe, have a

significant number of poor people residing away from their native place for earnings. In the light of Covid-19, they were compelled to return to their abodes at any cost. During their return journey, they were subject to ill-treatment by various public officials and other residents. On account of social stigma, they endured more pain from such inhabitants than the virus. Resultant, they experienced hunger, lack of shelter and other fundamental amenities. For some, both coronavirus and impoverishment made dual attacks. Even as the virus killed many lives mercilessly, discrimination and ill-treatment offered a death-like experience to the migrant labour force in India.

About the disease

Coronavirus is highly contagious and spreads quickly when a person breaths in open air. Fever, cough, headache, loss of odour and taste are some of its symptoms. About one-third of infected people have been found to be asymptomatic. While the virus causes severe health problems for some in the form of respiration difficulty and multi-organ failure leading to death, others experience mild issues and hence, are probable of regaining life.Several investigations by medical experts have revealed that some patients need to undertake long-term treatment after being infected with Covid-19. On the contrary, few others develop critical problems in their organ system. Taking these into account, doctors recommend physical distancing, masking and hand sanitisation for preventing this virus. In the event of being affected by it, quarantine and follow-up treatment are expected to weaken the spread of Covid-19. [1]

Pandemics in the past

Coronavirus is definitely not the first pandemic to strike the world. According to reports by renowned medical organisations including WHO (World Health Organisation), the 20th century witnessed three influenza pandemics starting with Spanish Flu in 1918-19 followed by Asian Flu and Hong-Kong Flu, which occurred in 1957-58 and 1968 respectively. While Spanish Flu claimed around 20-50 million lives, about 1-4 million citizens succumbed to the Hong Kong Flu. Of the three, Spanish Flu was the deadliest affecting about one-third population of the world. Conversely, the Asian Flu and the Hong Kong Flu lasted only for 2 months and mortality rate was quite low. These indicate that the Spanish Flu virus underwent continuous mutation leading to uncontrollable spread similar to Covid-19. [2]

At the onset of the current pandemic, medical researchers extensively worked on feasible solutions to overcome it. In the first stage, they realised that Covid-19 virus was extremely powerful and hence, was capable of spreading rapidly infecting people in large numbers. This challenged the current doctrines of medical science subsequently, promoting fear among the public. In such a circumstance, some researchers considered the Spanish Flu epidemic as an archetype for tackling Covid-19. They subsequently reviewed various reports on this disease and came into the conclusion that appropriate hygiene is more important than medical treatments for containing the virus. Newspaper articles of this period also suggested that isolating infected people, banning social gatherings and face masking were effective in breaking the chain of Spanish Flu around the world. [3]

Besides this disease, India has faced numerous pandemic-like situations owing to Cholera, Small Pox, Chicken Pox and Malaria. Each experience herein has been testament to the fact that unhygienic environment is responsible for increasing the spread of disease and isolation is the most effective treatment. Strict isolation has also been proven to be useful in various other instances. Additionally,

development of vaccines and extensive vaccination programmes weaken the power of viruses in the longer run.

Towards Lockdown

On 31st December, 2019, the Wuhan Government in China identified a new virus and was unaware about the potential of its spread through humans. Similar instance was reported outside China after 20th January, 2020. In view of this, the Chinese government shut down the city to prevent further spread. On 30th January, 2020, WHO declared a global health emergency. The USA reported its first outbreak in the same month following which, its administration imposed travel restrictions to and from China. Europe encountered its first outbreak in February causing its administrators to prohibit social gatherings. By the middle of March, almost every country in the world banned international travel along with local gatherings.

Lockdown in India

In an attempt to preventcoronavirus, the Government of India announced a 21-day lockdown on 24th March, 2020. Narendra Modi, the Prime Minister, stated that since medical facilities and treatment were insufficient to break the virus chain, social distancing was the last resort.[4]About 519 cases and 9 deaths were reported during lockdown. People could only access essential products and services such as groceries and medical assistance and non-essential commoditieswere unavailable in the market. According to some epidemiologists, this lockdown saved tens of thousands of lives besides allowing the government to strengthen the healthcare infrastructure of India. On the contrary, migrant labourers were worst hit. With a majority of people belonging to the informal sector, job losses became a common phenomenon with no assurance about resumption of employment prospects in the future. Suspension of public transport promoted hardships for the migrants putting them in a dilemma about returning to their native places amidst the pandemic. Such a situation compelled millions of labourers to walk home. While some of them succeeded, others lost their lives due to accidents, hunger and exhaustion in course of the tiresome journey.

Methodology

This article is based on a critical review of various news reports and surveys on Covid-19 in India, its lockdown policy and the migrant conditions. Drawing on key editorials, published articles and videos, the researcher has analysed the miserable experiences of the migrant population of this country during the first wave of the pandemic.

Theoretical Explanation

Covid-19 pandemic has undoubtedly changed social life by significant limits. Prior to this, Indian migrant labourers suffered economic deprivation. However, with its advent, they became increasingly susceptible to inhuman treatment by other people. Such discriminatory behaviour can be examined from the context of sociology.

Erving Goffman has propounded the theory of social stigma. The scholar defines stigma as an attribute, behaviour or reputation that is attached to an individual distinguishing him/her from the mainstream society. This subsequently causes others to mentally classify them as undesirable leading to rejection rather than acceptance(Goffman, 1963).Consistent with this theory, the majority segment of Indian population developedstereotypical thoughts and perception about the migrants and thereafter, considered them to be unfit for entering into the society during the first wave of Covid-19.

The second significant theory has been proposed by H.S. Becker. According to his theory of labelling, people have a general

tendency to attach labels to others with respect to specific qualities or behaviour, which simplifiestheir understanding of the surrounding social world. People who are labelled are considered to be deviant within the established social framework. Such an act further promotes stereotyping wherein they become soft targets for others and arehighly vulnerable to negative psychological and emotional reactions of the society (Becker, 1963).

Another important theory in sociology emerges from the philosophy of Karl Marx. He argued that global societies consist of two classes of people, the capitalists and the proletariats. In the system of capitalism, capitalists control all means of production and labourersare proletariats, who earn a living by working for the capitalists. This mode of production also accounts for private ownership and surplus value. By producing goods and services, capitalists aim to maximise profits and invest in marketing for promoting their commodities. In India, capitalism has bred oppression by overexploiting the labourers, who are predominantly migrants staying away from their native place and earn a minimal wage. On the other hand, capitalists have increased their income through exploitation of surplus value. Altogether, these have led to inequality on the basis of wealth, power and social status. Due to this, migrants, who are already socially and economically deprived, have failed to emancipate themselves from the vicious cycle of poverty as continue to be susceptible to hunger, disease and illiteracy (Encyclopedia of Marxim at marxism.org, Capitalism, 2011).

Who are Migrant Labourers?

A migrant labour can be defined as one who moves within or outside the home country for higher earnings. They take temporary residence near their workplace and have no intention for permanent settlement. The 2011 Census reports that India has about 450 million internal migrants representing 37.7% of the total population. Based on trends, the number of internal migrants was estimated to be around 600 million in 2020 with 140 million being migrant workers.[5] This workforce has played a significant role in nation building.Globalisation in the 1990s created demand for labour especially unskilled workers. While some of them belong to rural areas, others are urban dwellers.Nonetheless, they are economically poor and illiterate following which; they have been compelled to engage in the unorganised sector characterised by contractual and irregular work since childhood.Hence, they leave their homes and reside near their working sites for earning their livelihood.

Over the years, various sociologists have tried to reason why people migrate for earnings. M.S.A. Rao has discovered two factors, historical development of a country and the economic and political conditions regulating the nature and state of employment prospects that collectively compel people to migrate from their place to origin for increasing their income. While this represents the societal viewpoint, the individual perspective mentions that personality of the migrants affects their socialisation process. From these it can be ascertained that while economic factors are necessary conditions for migration, they are not sufficient causes. Rather, the individual motivation to move, accessibility to information flow and presence of resource networks create adequate conditions for encouraging migration. (Rao, 1986)

Discriminatory Attitude

In India, lockdown during the first pandemic wave produced more negative consequences than positive. Prevalence of stereotypes promoted discriminatory attitude against infected people, healthcare professionals, police, religious minorities and migrant

labourers. A noteworthy observation herein is that white-collar professionals and students returning home from foreign countries and other states within the country were not regarded as migrants. This terminology was only applicable for those belonging to the lowest socio-economic strata.

The country was neither prepared nor aware about the potential effects of lockdown. In the first stage, migrant workers became jobless and subsequently, lacked shelter as their employment contract did not offer any form of security.Furthermore, economic shutdown also ceased the need for labour and their landlords were also unwilling to keep them. Resultant, they were left with no option but returning to their native place. Discrimination started herein when both central and state governments became ignorant about their issues.On the contrary, they made adequate arrangements for ensuring safe return of Indian students, professionals and tourists, who were stranded in foreign countries. Owing to the lack of state support, most of the migrants started walking. News channels perfectly portrayed their miseries. For instance, one video showed exhausted migrants walking with children and other belongings throughout the day under strong sunlight without any food. [6]

Since the commencement of lockdown, many labourers also lost their lives while walking and cycling for a prolonged duration. Some even travelled in commercial vehicles like trucks and were subject to harassment by public officials for breaking lockdown rules. Driver's fatigue was also another factor in maximising inconvenience for all labourers. In another instance, few migrant workers were crushed under a train as they slept on tracks.[7]Amidst such heatless incidents, none came forward with food, water and other necessary provisions for sustaining the life of the poor migrant workforce in India.

In order to prevent virus spread, local administrative bodies sealed state borders. As exhausted migrants reached their respective states, they were denied entry and experienced manifold hurdles for being with their family. People in the mainstream society also labelled them as “virus spreaders”, further aggravating their woes. For instance, they underwent brutal torture and social exclusion for not wearing masks and moving in groups while reaching home. Thus, their “migrant” identity became a key discriminating factor during the first pandemic wave. [8]This together with their social identity led to stigmatisation in the mainstream society. In view of these, local administration in every state arranged for mass sanitisation before allowing them to enter. As evident from several videos in social media, groups of migrants including women and children assembled at a place and a public official, wearing personal protection equipment (PPE) sprayed a solution of chlorine and water or sodium hypochlorite through hose pipe.Such chemicals are only suitable for cleansing surfaces and are harmful for the human body. Hence, the authorities were questioned about the rationality of their actions. They however defended it citing public safety and unawareness about the side-effects of the chemical. They even added that migrants were asked to close their eyes while being sanitised.Taking cognisance of the discriminatory attitude towards such people, Justice Ashok Bhushan ordered the central and state governments to make immediate arrangements for providing free food, shelter and transportation to them.[9]Subsequently, the Government of India, towards the end of April,announced guidelines for transporting the internal migrants safely to their homes. Accordingly, they provided interstate bus service besides offering free-of-cost meals and shelter particularly, to asymptomatic individuals. Those who develop

Covid-19 symptoms or any other form of illness were able to access medical services. On International Labour Day, the Government of India announced Shramik Special trains for transporting migrants. Within one month, about one crore workers travelled through such trains. However, their experience herein was certainty not devoid of miseries.Firstly, railway transportation was not free requiring them to pay about 800-1000 INR along with additional charges, 30 INR for superfast speed and 20 INR for other services such as food and water; neither of which were provided. [10]Secondly, social distancing was not maintained. Instead, trains were running in overcapacity causing the migrants to fight for reasonable space in the event of which, some even encountered death. However, the Railway Board attributed the fatalities to illness. Distress continued even after they reached their native place as they lacked access to food and was left penniless. In view of this, both central and state governments strengthened their Public Distribution System (PDS) for distributing free food grains through ration.[11]Migrants, who did not possess a ration card, were again deprived of the basic necessities. Lack of employment prospects and hunger caused some of them to sell fruits, vegetables and similar commodities for sustaining their families. Furthermore, if anyone unconsciously violated the lockdown norms, were subject to massive harassment and ill-treatment by public officials, who also prohibited them from selling their items.[12]At the end, coronavirus affected everyone in migrant communities, which further deepened their crisis leading to more impoverishment and discrimination. In a country where bureaucrats hold maximum power, such migrants were deprived of minimum support besides being victimised and blamed for promoting chaos in the mainstream society during the first wave of the pandemic.

Human Rights and Indian Constitution

Every country in the world has developed a set of rules to deliver justice to the poor. The Indian Constitution also lays out certain provisions for preserving the human rights of its citizens including migrant labourers.

1. Article 14 states that everyone is equal before the law
2. Article 15 prohibits the state from discriminating against any citizen on the basis of gender, religion, caste, sex or place of birth
3. Article 16 confers to the right to equal employment opportunities under the state
4. Article 21 guarantees the right to life and personal liberty
5. Article 38(1) requires the state to ensure social order for promoting public welfare and wellbeing

In addition to the above constitutional laws,the Government of India has enacted the Inter-State Migrant Workers Act (ISMW) in 1979 and amended it in 2017 for improving their work conditions and enhancing their quality of life. As per the amended act, the ISMW Regulation of Employment & Conditions of Services) Central (Amendment) Rules, labour contractors must secure a license and register the migrant workers with government authorities by providing them with a passbook. Besides this, the Payment of Wages Act, 1936 and the Unorganized Workers Social Security Act, 2008 also seek to protect the interests and uphold the human rights of the migrant labourers. [13]

Conclusion

Nature never discriminates humans unlike societies and Covid-19 promoted the degree of discrimination against migrant labourers, whose sincere efforts constitute the backbone of the Indian economy. Regardless of this,

governments and the public augmented their distress through victimisation, harassment and stigmatisation altogether, leading to a moral crisis in addition to the health emergency. In fact, the pandemic has exposed the negative fallouts of power hierarchies of a bureaucratic society like India.

This article highlighted discriminatory attitude belonging to a particular social class. It is important to note that discriminatory attitude reduces health, help and treatment-seeking behaviour and needs to be mitigated, apart from the focus on COVID-19 treatment and prevention. Global Health communication plays an important role in the construction of diseases, their social perception, and resulting psychological issues. Thus, the government, media and local administrative bodies, as well as hospitals, ought to mitigate discriminatory attitude through a multipronged approach.

Note

1. Clinical Questions about COVID-19: Questions and Answers US Centers for Disease Control and Prevention
2. Evaluation of the response to pandemic (H1N1) 2009 in the Europe Region, World Health Organization,
3. Comparing COVID-19 with previous pandemics, Medical News Today, April 19, 2020, Retrieved from https://www.medicalnewstoday.com/articles/comparing-covid-19-with-previous-pandemics
4. PM Modi announces 21-day lockdown as COVID-19 toll touches 12, THE HINDU, April 24, 2020, Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/pm-announces-21-day-lockdown-as-covid-19-toll-touches-10/article31156691.ece
5. Ranjan S., Sivakumar P., Srinivasan A. 2020, 'The COVID-19 Pandemic and Internal Labour Migration in India: A Crisis of Mobility', Indian Society of Labour Economics, (2020) 63:1021–1039
6. Migrant Workers Walk, Cycle Hundreds of Kilometres To Reach Home Amid Lockdown, NDTV, May 11, 2020 Retrieved from https://youtu.be/6ByyLAjz4ec
7. Tired migrants sat on tracks for rest, fell asleep. 16 run over by train, Hindustan times, Mumbai News, May 08, 2020, Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/14-migrant-workers-mowed-down-by-goods-train-in-maharashtra/story-Z6V8QkOY2CGvdKNHv2uPvI.html
8. Bhanot D., Singh T., Verma S.,and Sharad S.(2021), Stigma and Discrimination During Covid-19 Pandemic, Frontiers in Public Health, www.frontiersin.org, volume 8, article 577018
9. Coronavirus: In Bareilly, migrants returning home sprayed with 'disinfectant', The Hindu, March 30, 2020, Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/in-bareilly-migrants-given-bath-with-sanitiser-on-the-road/article31204444.ece
10. Railways earned Rs. 430 crore from Shramik Special train fares, Hindustan Times, New Delhi, July 24, 2020, Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/railways-earned-rs-430-crore-from-shramik-special-train-fares/story-duFiaV9EILYEkbF4NpLiDK.html
11. SC asks govt to arrange food, transportation for migrants, Hindustan Times, New Delhi, May 27, 2020, Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/sc-asks-govts-to-arrange-food-transportation-for-migrants/story-q654zXcJSzoGar5Sw15o3K.html
12. Scuffle between police, hawker over selling vegetables in Covid affected area, Hindustan Times, April 18, 2020, Retrieved from https://youtu.be/yudkfubBpXU
13. Kumar S., Choudhury S. (2021), Migrant workers and human rights: A critical study on India's COVID-19 lockdown policy, Social Sciences & Humanities Open, Retrieved from www.elsevier.com/locate/ssaho

References

- Books&Journals:
  Becker HS. (1963) Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York, NY: Free Press Dandekar, A., & Ghai, R. (2020). "Migration and reverse migration in the age of COVID-19". Economic and Political Weekly, 55(19), 28–31.
- Goffman. E, (1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Ranjan S., Sivakumar P., Srinivasan A. 2020, 'The COVID-19 Pandemic and Internal Labour Migration in India: A Crisis of Mobility', Indian Society of Labour Economics, (2020) 63:1021–1039
- Rao, M. S. A. (1986). Studies in Migration (ed.), Manohar, Chapter 2.Some Aspects of Sociology of Migration in India,Pp: 19-36

E-news reports:

- Comparing COVID-19 with previous pandemics, Medical News Today, April 19, 2020, Retrieved from https://www.medicalnewstoday.com/articles/comparing-covid-19-with-previous-pandemics
- Coronavirus: In Bareilly, migrants returning home sprayed with 'disinfectant', The Hindu, March 30, 2020, Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/in-bareilly-migrants-given-bath-with-sanitiser-on-the-road/article31204444.ece
- Migrant Workers Walk, Cycle Hundreds of Kilometres To Reach Home Amid Lockdown, NDTV, May 11, 2020 Retrieved from https://youtu.be/6ByyLAjz4ec
- PM Modi announces 21-day lockdown as COVID-19 toll touches 12, THE HINDU, April 24, 2020, Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/pm-announces-21-day-lockdown-as-covid-19-toll-touches-10/article31156691.ece
- Railways earned Rs. 430 crore from Shramik Special train fares, Hindustan Times, New Delhi, July 24, 2020, Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/railways-earned-rs-430-crore-from-shramik-special-train-fares/story-duFiaV9EILYEkbF4NpLiDK.html
- SC asks govt to arrange food, transportation for migrants, Hindustan Times, New Delhi, May 27, 2020,Retrieved fromhttps://www.hindustantimes.com/india-news/sc-asks-govts-to-arrange-food-transportation-for-migrants/story-q654zXcJSzoGar5Sw15o3K.html
- Tired migrants sat on tracks for rest, fell asleep. 16 run over by train, Hindustan times, Mumbai News, May 08, 2020, Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/14-migrant-workers-mowed-down-by-goods-train-in-maharashtra/story-Z6V8QkOY2CGvdKNHv2uPvI.html
- Scuffle between police, hawker over selling vegetables in Covid affected area, Hindustan Times, April 18, 2020, Retrieved from https://youtu.be/yudkfubBpXU

Websites:

- Bhanot D., Singh T., Verma S.,and Sharad S.(2021), Stigma and Discrimination During Covid-19 Pandemic, Frontiers in Public Health, www.frontiersin.org, volume 8, article 577018
- Clinical Questions about COVID-19: Questions and Answers US Centers for Disease Control and Prevention
- Encyclopedia of Marxim at marxism.org, Capitalism, 2011
- Evaluation of the response to pandemic (H1N1) 2009 in the Europe Region, World Health Organization, Guha, P., Islam, B., & Hussain, M. A. (2020). COVID-19 lockdown and penalty ofjoblessness on income and remittances: A study of inter-state migrant labourers fromAssam, India. Journal of Public Affairs. Retrieved from https://doi.org/10.1002/pa.2470
- International Union for the Scientific Study of Population. Retrieved from https://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/Interstate%20migration_IUSSP13.pdf.
- Kumar S., Choudhury S. (2021), Migrant workers and human rights: A critical study on India's COVID-19 lockdown policy, Social Sciences & Humanities Open, Retrieved from www.elsevier.com/locate/ssaho.

THE DRAWBACKS AND POSITIVE SIDES OF E-LEARNING IN EDUCATION SYSTEM OF INDIA

Dr. Arpita Chatterjee
Assistant Professor, Department of Botany, Barasat College
E-mail : arpita10e@gmail.com

ABSTRACT

The pandemic situation challenged the education system across the world and forced educators to shift to an online mode of teaching overnight, resulted in closure of academic institutions for nearly one and half years. For this, the face-to-face academic relation has been changed into online mode of teaching. Many academic institutions that were earlier reluctant to change their traditional pedagogical approach had no option but to shift entirely to online teaching–learning. The challenges of online learning includes that some students without reliable internet access and technology struggle to participate in digital learning. The students living in the poor economic status cannot afford the cost even and it is the main drawback. Thus there is a gap between students from privileged and under-privileged background to afford all the necessity of e-learning. The education become more problematic for the special children in pandemic. But beside this, e-learning has been shown to increase retention of information, and take less time. For those who do have access to the right technology, there is evidence that e-learning can be more effective as it requires 40-60% less time to learn than in traditional classroom setting, students can learn at their own pace.

KEYWORDS: Pandemic, virtual education, merit, demerit, learning platforms.

INTRODUCTION

The virus infection in Wuhan city of China is caused by a member of Coronaviridae family named as Coronaviruses (CoV-2). The disease was diagnosed first time in human and become pandemic since December 2019, and so named COVID-19 (Kashid et al., 2020). Coronavirus or SARS-CoV2 is one of the major pathogens that primarily targets the human respiratory system. The virus causes Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) which are much resembles with SARS-CoV1 and Middle East Respiratory syndrome corona virus (MERS-CoV) Syndromes. The disease is characterized by cold, mild fever, headache, and some other respiratory complication, including death in severe condition. Based on the large number of infected people that were exposed to the wet animal market in Wuhan City, it is suggested that COVID-19 is most likely of zoonotic origin i.e. transfer of infection from animals to human (Rothan and Byrareddy, 2020). The virus is transmitted to human from their host animal like Bat, Camels, Cats, and Civet (Wu et al., 2020; Zhou et al., 2020). Many deaths of human including male, female and children have also been reported with COVID-19 disease (Li et al., 2020). In India, 2701604 cases and 53023 deaths, Pakistan 289215 cases and 6175 deaths and Bangladesh 282344 cases and 3694 deaths have been recorded till 17 August, 2020 (Karim and Ahmad, 2020). Awareness tools and preventive/ treatment strategies include many resources including online, and offline trainings are developed and distributed to tackle the disease by government agencies like WHO, Ministry of Health and family welfare at regular intervals (Karim et al., 2020).

EDUCATION IN PANDEMIC

While countries are at different points in their COVID-19 infection rates, worldwide there are currently more than 1.2 billion children in 186 countries affected by school closures due to the pandemic (Anonymous, 2020c). India is a populous country, it is important for Indians to be aware of the basic modes of prevention that can diminish the spread of the coronavirus infection. The most vulnerable group in all individuals constitutes school age children (WHO, 1996). In particular, public living areas such as dormitories and schools are very risky environments in terms of hygiene problems and infections (Kitis and Bilgili, 2011). These all resulted in closure of academic institutions in this pandemic situation. For the last nearly one and half year the face-to-face academic relation has been changed into online mode of teaching. The COVID-19 has resulted in dramatic change in education system, with the distinctive rise of e-learning, teaching is undertaken remotely and on digital platforms.

The pandemic situation challenged the education system across the world and forced educators to shift to an online mode of teaching overnight. Many academic institutions that were earlier reluctant to change their traditional pedagogical approach had no option but to shift entirely to online teaching–learning. In pre-pandemic situation educational institutions (schools, colleges and universities) in India are based only on traditional methods of learning, they follow the traditional set up of face-to-face lectures in a classroom. Although many academic units had started blended learning, still a lot of them are stuck with old procedures. It can be mentioned that this is the start-ups during the time of pandemic and natural disasters and includes suggestions for academic institutions of how to deal with challenges associated with online learning (Dhawan, 2020).

A changing education imperative is the result of COVID19. It is clear that this pandemic has utterly disrupted an education system that many assert was already losing its relevance. The move to online learning is to be the catalyst to create a new, more effective method of educating students. While some worry that the hasty nature of the transition online may have hindered this goal, others plan to make e-learning part of their 'new normal' after experiencing the benefits first-hand. Even before COVID-19, there was already high growth and adoption in education technology, with global edtech investments reaching US$18.66 billion in 2019 and the overall market for online education projected to reach $350 Billion by 2025 (Anonymous, 2020c). Whether it is language apps, virtual tutoring, video conferencing tools, or online learning software, there has been a significant surge in usage since the COVID-19.

THE DRAWBACKS OF E-LEARNING

This online mode of learning has many merits and demerits. The main demerit is the access of digital learning among the students. This access is compulsive to overcome the gaps of traditional mode of learning, but as India is a vast country with wide socio-economic status it is quite obvious that there is a distinct demarcation between our effort and result. The challenges of online learning includes that some students without reliable internet access and/or technology struggle to participate in digital learning. The students living in the poor economic status cannot afford the cost even and it is the main drawback.

Thus there is a gap between students from privileged and under-privileged background to afford all the necessity of e-learning platform. This gap is seen across countries and between income brackets within countries. For example, whilst 95% of students in Switzerland, Norway, and Austria have a computer to use for their

schoolwork, only 34% in Indonesia do, according to OECD data. In the US, there is a significant gap between those from privileged and disadvantaged backgrounds: whilst virtually all 15-year-olds from a privileged background said they had a computer to work on, nearly 25% of those from disadvantaged backgrounds did not (Anonymous, 2020c). While some schools and governments have been providing digital equipment to students in need, such as in New South Wales, Australia, many are still concerned that the pandemic will widen the digital divide.

The difference in the capacity to update with this new normal education system pushed a group of students in a corner. They found themselves a neglected sector when they are not having the privilege to go for e-learning. In scenario is very common in India with so many people living in village have no- or bad- internet facility. The poor economic status of people also causes same problem, even more bad situations. This situations badly affected the students and youths psychologically. The result is additional positive depression and anxiety screening. These impacts on mental health are more pronounced in young people below 25 years of age.

The education become more problematic for the special children in this pandemic situation. Special populations are experiencing high anxiety and depression, including LGBTQ, caregivers, students, veterans/active duty, and people with chronic health conditions. This isn't just affecting people with anxiety and depression, but other mental health conditions, too. Among psychosis screeners in May, more than 16,000 were at risk, and the percentage at risk (73%) also increased.

THE POSITIVE SIDES OF E-LEARNING

But beside this the e-learning has a positive way also. Research suggests that online learning has been shown to increase retention of information, and take less time. For those who do have access to the right technology, there is evidence that learning online can be more effective in a number of ways. Some research shows that on average, students retain 25-60% more material when learning online compared to only 8-10% in a classroom. This is mostly due to the students being able to learn faster online; e-learning requires 40-60% less time to learn than in a traditional classroom setting because students can learn at their own pace, going back and re-reading, skipping, or accelerating through concepts as they choose.

The effectiveness of online learning varies amongst age groups. The general consensus on children, especially younger ones, is that a structured environment is required, because kids are more easily distracted. To get the full benefit of online learning, there needs to be a concerted effort to provide this structure and go beyond replicating a physical class/lecture through video capabilities, instead, using a range of collaboration tools and engagement methods. Since studies have shown that children extensively use their senses to learn, making learning fun and effective through use of technology is crucial.

ONLINE LEARNING PLATFORMS

In response to significant demand, many online learning platforms are offering free access to their services, including platforms like BYJU'S, a Bangalore-based educational technology and online tutoring firm founded in 2011. Tencent classroom, meanwhile, has been used extensively since mid-February after the Chinese government instructed a quarter of a billion full-time students to resume their studies through online platforms. Lark, a Singapore-based collaboration suite initially developed by ByteDance as an internal tool to meet its own

exponential growth, began offering teachers and students unlimited video conferencing time, auto-translation capabilities, real-time co-editing of project work, and smart calendar scheduling, amongst other features. Some school districts are forming unique partnerships, like the one between The Los Angeles Unified School District and PBS SoCal/KCET to offer local educational broadcasts, with separate channels focused on different ages, and a range of digital options. Media organizations such as the BBC are also powering virtual learning; Bitesize Daily, launched on 20 April, is offering 14 weeks of curriculum-based learning for kids across the UK with celebrities like Manchester City footballer Sergio Aguero teaching some of the content (Anonymous, 2020c).

GIRLS' EDUCATION IN PANDEMIC

The current global pandemic COVID-19 has hit everyone hard, especially school-aged children and students around the world. And this effect is more pronounced in girls, as of the 1.6 billion students out of school, 743 million are girls. Research data revealed that 91% of the world's student population affected by current school and university closures and it has adverse impact on students. With the transition from the classroom to online platforms, a discrepancy in education access between boys and girls are observed: in low- and middle-income countries, boys are 1.5 times more likely to own a phone and 1.8 times more likely to have access to the internet than girls. We are forgetting the fact that the virus doesn't follow geographical boundaries, ethnicities, age or ability or gender.

CONCLUSION

COVID-19 has impacted education, students, and teachers in different ways globally. Education is important in every form as it is the key in improving a family's, communities, and country's economy and workforce. It is interlinked with many other social issues and plays a key role in pulling communities out of poverty and increasing the economic power of low-income countries. It has intrinsic benefit in improving a person's quality of life. Effects of online learning on teachers shows that teaching during the pandemic is very difficult and is very tough. As in online platform a teacher many times cannot reach all students due to many reasons. But a teacher must not forget their responsibility: education for all, education is key, education is a right and closing the gender gap begins with schooling.

REFERENCES

1. Anonymous. Rutgers launches genetic testing service for new coronavirus. 2020a; https://www.rutgers.edu/news/rutgers-launches-genetic-testing-service-newcoronavirus.
2. Anonymous. COVID-19 and Mental Health: What We Are Learning. 2020b. www.mhascreening.org.
3. Anonymous. 2020c. https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/
4. Carlos WG, Dela Cruz CS, Cao B, Pasnick S, Jamil S. Novel wuhan (2019-nCoV) coronavirus, Am. J Respir Crit Care Med. 2020; 201(4): 7–8.

5. Çelik EY, Yüce Z. Investigation of the Awareness and Habits of Secondary School Students about Cleanliness and Hygiene from Various Variables. International Education Studies. 2019; 12(4): 173-184.
6. Danival S. Why are patients fleeing India's coronavirus isolation wards? 2020. https://qz.com/india/1819659/.
7. Das D, Shenoy R, Mukherjee M, Unnikrishnan B, Rungta N. Awareness Among Undergraduate Students of Mangalore City Regarding Novel Coronavirus (COVID-19): A Questionnaire Study. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2020. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
8. Dhawan S. Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology Systems. 2020; 49(1): 5-22.
9. Karim S, Ahmad V. Level of Awareness among Staff and Students of Academic Institutions towards COVID-19 in India. Journal of Pharmaceutical Research International. 2020; 32(22): 110-118.
10. Kashid RV, Shidhore AA, Kazi MM, Patil S. Awareness of COVID-19 amongst undergraduate dental students in India – A questionnaire based cross-sectional study. Research Square. 2020; https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-27183/v1.
11. Kitis, Y., Bilgili, N. Ilkögretim Ögrencilerinde El Hijyeni ve El Hijyeni Egitiminin Etkinliginin Degerlendirilmesi. Maltepe Üniversitesi Hemsirelik Bilim ve Sanati Dergisi, 2011; 4(1), 93-102.
12. Lei J, Li J, Li X, Qi X. CT imaging of the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) pneumonia, Radiology. 2020; 200236, https://doi.org/10.1148/radiol. 2020200236.
13. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus– infected pneumonia. N Engl J Med. 2020; 382:1199–207.
14. Modi PD, Nair G, Uppe A, Modi J, Tuppekar B, Gharpure AS, Langade D. COVID-19 Awareness Among Healthcare Students and Professionals in Mumbai Metropolitan Region: A Questionnaire-Based Survey. Cureus. 2020; 12(4): e7514. DOI 10.7759/cureus.7514.
15. WHO (World Health Organisation). Strengthening Interventions to Reduce Helminth Infections as an Entry Point for the Development of Health Promoting Schools. Geneva: World Health Organisation, 1996. (Document Hpr/Hep/96.10).

SHORT BIO-NOTE

- Dr. Arpita Chatterjee is Assistant Professor (Stage III) and Head, Department of Botany, Barasat College (Affiliated to West Bengal State University), Kolkata, West Bengal, India from the year 2010 to till date. She is Advisory Board Member and Ethical Committee Member of Barasat Cancer Research & Welfare Centre (formerly Barasat Cancer Hospital), West Bengal, India. She is Secretary (Hony.) and Executive Committee member of BSAGS from 2011 to till date, Advisory Board Member of The Antioxidant Society of India from 2012, and Educational society member of the Greenfield Convent School, West Bengal, India from 2018 to till date. She is the member of Governing Body of Gobardanga Hindu College as University Nominee from 2017-2021, and member of Undergraduate Board of Studies for Microbiology of West Bengal State University from 2012-2017. She is Internal Complaint Committee member of 'sexual harassment of women at work place' of 63 Bn Sashastra Seema Bal, Ministry of Home Affairs, Government of India, from 27th January 2021 to till date. She is the life member of Indian Red Cross Society.

- She was awarded Ph.D. degree in 2008 in the field of Molecular Virology from Calcutta University, and awarded second Ph.D. degree in 2017 from Rabindra Bharati University. She has also awarded Doctor of Science (D.Sc.) degree (Honoris Causa) in 2020 in the field of Molecular Virology from California Public University (USA). She received ICAR Research Associateship (2004) and ICAR Senior Research Fellowship (2002).
- She has over 20 years of research experience in various fields of plant biology, cancer biology and allied health science, molecular virology, and practical implementation of movement therapy in different populations. Till date she has over hundred publications in her credit, including books, book-chapters, articles and journals of national and international reputes. She has received many awards from different national and international bodies, and acted as Editor of three journal and reviewer of nine journals.
- Dr. Chatterjee is actively involved in various awareness programmes for cancer and allied health issues, awareness programs for girls' educations and gender equality in education system, environmental awareness programs organized by Govt., non-Govt. and private sectors, and awareness generation program in YouTube. She has delivered numerous lectures as invited resource person, presented papers in different Conferences, Seminars and Workshops, and conducted many seminars as convenor/ coordinator.

YOU ARE A DEAD STAR

Paramita Mallick
Department of Physics, Basirhat College
E-mail : paramitamallick@basirhatcollege.org

Everything we see around us was a part of the core of a star of our universe. Every atom inside our body belonged to a star. So we are star dusts. Large dead stars provided the star dusts to create our own solar system, the planets and everything on them.

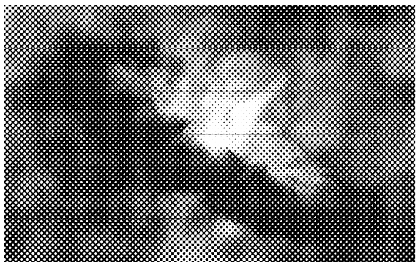

Star Gas

We are made of carbon, oxygen, nitrogen etc. The iron in our blood were produced only inside stars, there was no other way to get them. At the instant of death of a star the iron was created. All the elements we see in the Periodic Table were formed inside the core of a massive star. The most abundant material of this universe is the simple hydrogen which comprises of 3/4th of the universe. Hydrogen is the basic building material of a star and serves as fuel. When it undergoes fusion reaction it produces other materials of the Periodic Table. This process is called Nucleosynthesis.

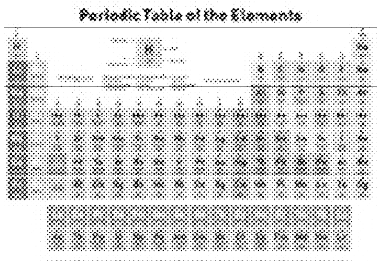

Periodic Table

A star is basically a gas cloud with a temperature of millions of degrees, it tries to collapse under its own enormous gravity. When this happens, the gas gets heated and enough amount of heat generated triggers fusion reactions inside the star. This reaction in turn creates enormous energy which pushes the star outwards helping it to maintain its shape and size.

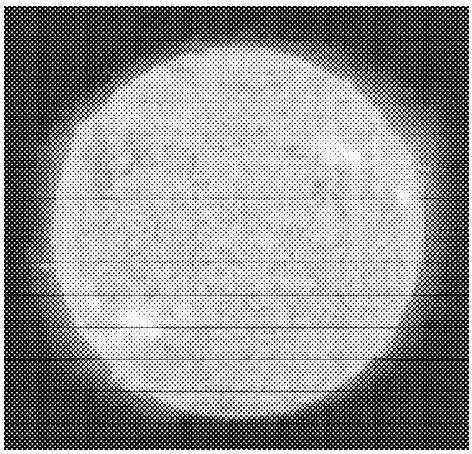

Fusion

Nuclear Fusion Reaction uses simple hydrogen as fuel. This fuel gives life to the star for billions of years (for example our sun is shining for 5.5 billion years and it will shine for another 5.5 billion year). But eventually when all the fuel is used up fusion reaction seizes to exist and the star can no longer hinder its collapse due to its own gravity.

For a massive star, just 5-10 times more massive than our sun, the gravity crushes things more tightly and this huge inward pressure causes lighter elements like hydrogen and helium to fuse into carbon, nitrogen, iron (the most stable element) and other heavier elements like

gold, silver, lead, uranium etc. carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen are the basic constituents of life.

Oxygen makes our breathing possible. Along with hydrogen it makes water where life flourished for the first time in our solar system. Iron, the most stable element of mother Nature, present in our blood, playing a major role to supply oxygen to all the cells, was once formed inside the core of a giant star. Every single mineral which are responsible for the proper functioning of any living cell came from an exploding star.

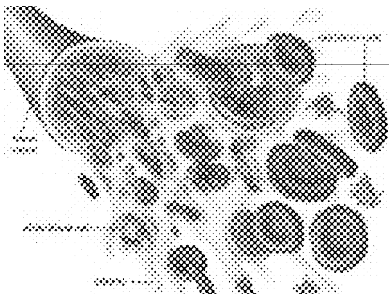

Blood

When a star dies all these elements scatter and distributed everywhere in the space. So, when our finger is cut and we see the red liquid stuff coming out, that reminds of death of a massive star. Death of a star is not a silent phenomenon; it occurs with a bang! The large and luminous explosion in which a star dies is called Supernova. Everything we see around us, every single material we can think of came from a massive star that blew up in the past.

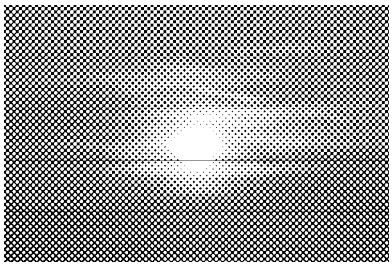

Sun

Even the atoms of our own sun are the recycled debri of stars, which were the third or fourth generation leftover stuff of a dying star. Our sun is not our parent. Our own parent died on a supernova explosion and

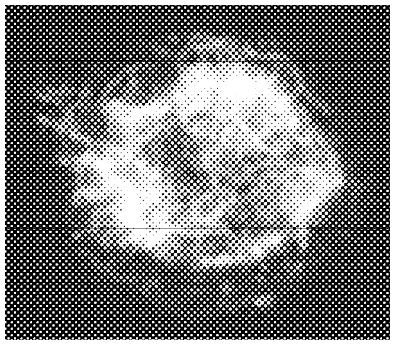

Supernovae

And we are just foster children of our sun.

We are living in the age of stars but one day they all will be gone. Third fourth of this Universe is made of hydrogen and this hydrogen is the fuel of stars illuminating the night sky. One day all hydrogen will be burnt out by the star and there will be no new star also.

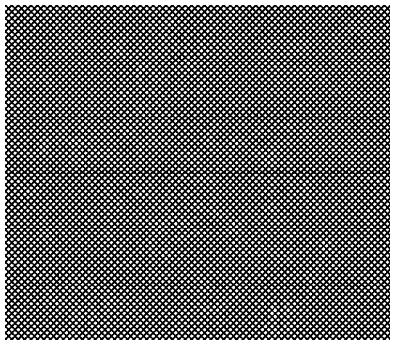

Black Universe

First the Massive stars will be blinked out then the mid-sized star like our own sun will

die, only the smallest will survive and when the last star die the universe will be dark ONCE AGAIN. The age of stars will be over.

So, this is the best time to be alive when life can flourish and new star can born. We are on the Golden Age of the universe where stars are designing the shape of the universe, creating the building blocks, giving birth to new stars and illuminating the darkness. So, appreciate the things they are right now because they will not be the same that way and they won't always be.

Reference:

1. https://www.amazon.com/gp/product/1926973356/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=thkishseth-20&linkId=P4GDIBBXO3KZVODA

2. https://thekidshouldseethis.com/post/15781508979

Picture Credit: Google photos

A Few Words from Us :

In the year 2003, the teachers' council of Basirhat College came to the conclusion that the institution should publish its very own scholarly journal and gave it the name "Charcha." Since its inception nearly twenty years ago, publishing the journal has been a successful endeavour. Over the course of these many years, the name "Charcha" has been changed to "Charchaprokash." It now has the International Standard Serial Number that was allotted to it. In the year 2021, the Publication Subcommittee has stepped up to the challenge of transforming the journal into one that is subject to peer review. This has not been a simple or straightforward procedure. However, we have been able to accomplish our goal thanks to the unrelenting efforts of the members of the Publication Subcommittee, the consistent support of the head of our institution, and the helpful counsel of the members of the Editorial and Advisory board. This is the first step toward accomplishing our long-held aim of recasting "Charchaprokash" as a journal that is subject to peer review. It is a defining occasion for us as the journal has just made a huge advance, and it coincides with the occasion of the celebration of the 75th year of the foundation of Basirhat College.

This year is indeed a special year and along with publishing the peer reviewed version of the journal we are undertaking multiple initiatives both academic and creative to mark the special occasion. Here are some of the glimpses of the various programmes and events that have been held during the last few months.

Basirhat College has celebrated its 75th Foundation day on 15th November, 2021. It was arranged by the Cultural Committee of the college.

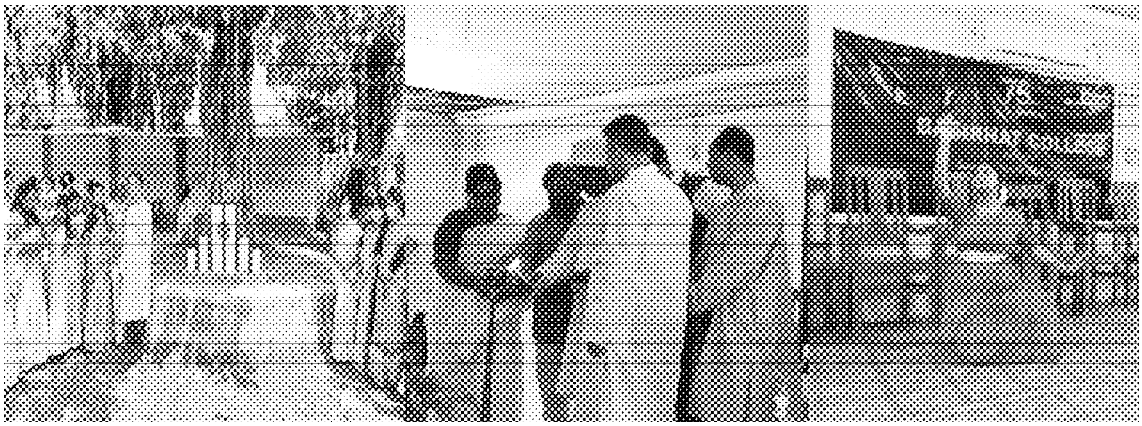

Celebration of the International Mother Language Day. Cultural Programme inaugurated by the head of the institution Dr. Ashoke Kumar Mondal. 21.2.2022

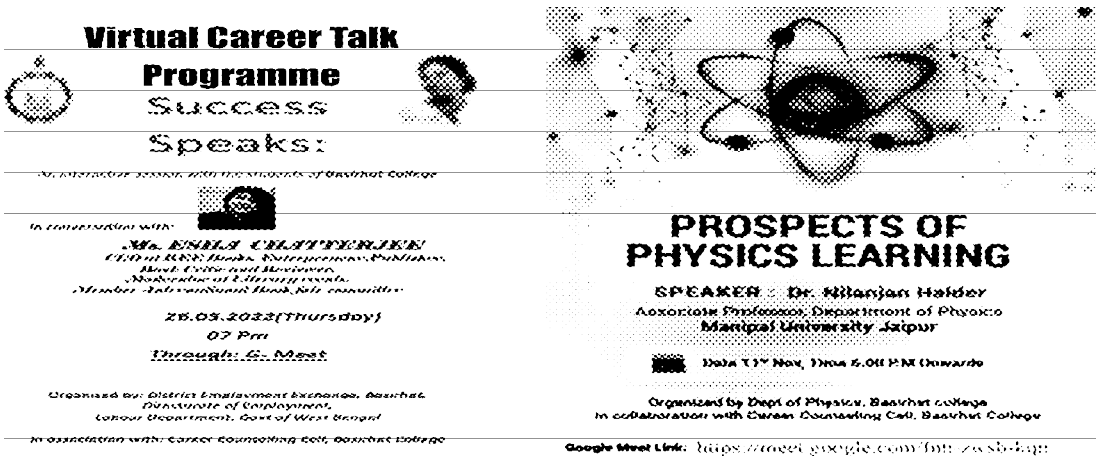

Career Counselling Programmes organised by different departments in collaboration with the career counselling cell of Basirhat College.

OPAC
Online Public Access Catalog

NPTEL

The Library of Basirhat College has successfully opened the Library OPAC system. Basirhat College becomes a part of NPTEL as a local chapter. January, 2022

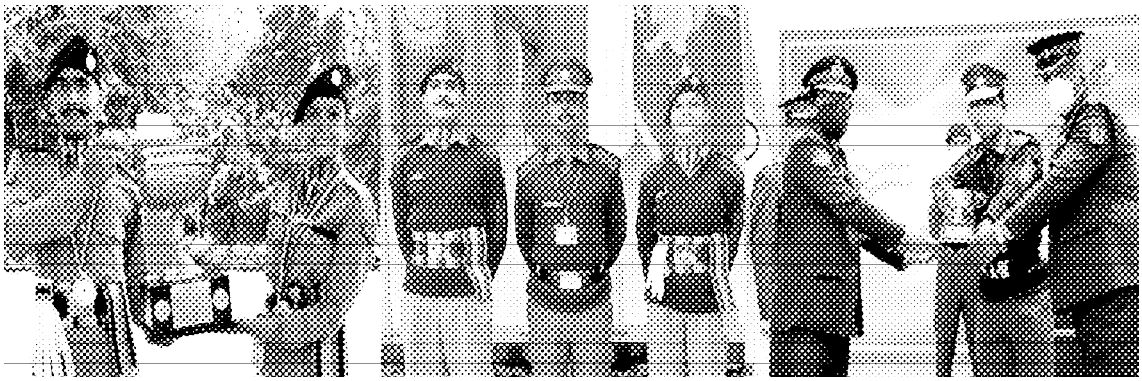

The NCC unit of Basirhat College participating in "Azadi ka Amrit Mahotsav" this year.

Multiple events organised by the NSS unit of Basirhat College.

নানাবিদ্যার চর্চাক্ষেত্র

ISSN-2249-331X

চর্চাপ্রকাশ

CHARCHAPROKASH

আপনার চিন্তাভাবনা মূলক ও
গবেষণা ধর্মী সাম্প্রতিক লেখাটি পাঠাতে পারেন
আমাদের ঠিকানায়

https://sites.google.com/basirhatcollege.org/charcha/home